উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৫৪২.৪৪ (+৪৩.২৭)
নিফটি : ২৪,৫৮৩.৮০ (+১৩.১৫)

মৃত্যুর জন্য তৈরি লাকি আলি! ৮

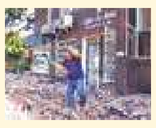

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত শতাধিক ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৮°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৮°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৯°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৮°

মমতাকে রাজধর্ম পাঠ শুভেন্দুর ৫

শিলিগুড়ি ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 August 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 85

বিষয় পুলিশি নিগ্রহ

সংসদে বিবৃতি দিতে রাজি শা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : তরুণ প্রজন্মের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। তেমনই বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ চাপে পড়ুয়াদের ওপর পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বিবৃতি দেওয়ার দাবিও মেনে নিল কেন্দ্র। যে দাবি মানতে কেন্দ্র এতদিন গড়িমসি করায় দীর্ঘদিন অচলাবস্থা চলছিল সংসদের দুই কক্ষেই।

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোমবার লোকসভায় জানান, সংসদে বিবৃতি দেবেন শা। ফলে লাগাতার তিন সপ্তাহ পর সংসদে অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এতদিন বিবৃতি দেওয়া দূরে থাক, সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। এতে বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভের জেরে দফায় দফায় মুলতুবি হয় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। রিজিজু জানালেও কবে শা বিবৃতি দেবেন তা স্পষ্ট নয়। ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত এই অধিবেশন চলার কথা।

বিরোধীরা অবশ্য কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর আশ্বাসে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পড়ুয়াদের ওপর লাঠিচার্জ কার নির্দেশে হয়েছিল, তার জবাব দিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন। নিট-এ অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও পেলেট গান চালানোর অভিযোগে সংসদে দু'সপ্তাহের অচলাবস্থা কাটাতে সোমবার লোকসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র।

তবে সরকারের এই প্রস্তাবকে 'মনগড়া কথা' আখ্যা দেন রাহুল। পড়ুয়াদের নিগ্রহের দায় নিয়ে শা'র ইস্তফা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমাপ্রার্থনার দাবিতে অনড় বিরোধী শিবির। যদিও রিজিজু বলেন, 'ছাত্রদের আন্দোলন ও

এরপর দশের পাতায়

জেন জেডের বিক্ষোভে এবার উত্তাল ঝাড়খণ্ড। জেপিএসসি ও জেএসএসসি-তে অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে চাকরিপ্রার্থী ও পড়ুয়ারা সোমবার বিক্ষোভ দেখায় রাঁচিতে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান-লাঠি চালায় পুলিশ। *খবর সাতের পাতায়*

দ্রুত ভোট চাইছেন গৌতম-শংকরও

শহরের সমস্যা শুনবে কে?

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত ঘোষ রায় নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলারের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন। সেই প্রাক্তন সমস্যাগুলি জানাচ্ছেন ওয়ার্ড মাস্টারকে। ২১ নম্বর ওয়ার্ডের মামন সূত্রধর রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট সহ ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে এতদিন কাউন্সিলারের কাছে যেতেন, এখন কার দ্বারস্থ হবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে মাঝেমধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। রাস্তার ধারে আবর্জনা পড়ে থাকছে। স্থানীয়রা অভিভাবকের অভাব বোধ করছেন ভীষণরকম। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে পথবাতির সমস্যা শোনার লোক নেই। এমন উদাহরণ ছড়িয়ে শহর শিলিগুড়ির কোনায় কোনায়।

এই টুকরো টুকরো ছবি জুড়লে স্পষ্ট হবে, উত্তরবঙ্গের একমাত্র মহানগরে নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় নাগরিক পরিষেবায় কতটা ব্যাঘাত ঘটছে রোজ। বিজেপি ৪৭টি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করেছে। বিষয়টি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে বিস্তর। কেন একটি রাজনৈতিক দলের লোক সরকারি কাজে নজরদারি চালাবে? তবে, ওই কোঅর্ডিনেটরদের নাম অধিকাংশ ওয়ার্ডের বেশিরভাগ মানুষই জানেন না।

কোথাও পানীয় জল সময়মতো সরবরাহ হচ্ছে না, কোথাও বিকেল হতে চললেও পড়ে থাকছে আবর্জনা। কোনও ফাঁকা জমিতে ঝোপঝাড় গজিয়ে মশার আঁতুড় হয়ে উঠেছে। সাধারণের অসুবিধে দেখার-শোনার কেউ নেই। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পুরভোট চাইছেন নাগরিকরা। তাঁদের দাবি, নির্বাচিত বোর্ড দায়িত্ব না নিলে এধরনের সমস্যা মেটানো কখনোই সম্ভব নয়।

কিন্তু, ভোটের আগে পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শেষ করতে চাইছে রাজ্য সরকার। ফলে, এই ভোগান্তি যে আরও বেশ কয়েকমাস চলবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নাগরিকদের দাবি প্রসঙ্গে একমত প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলছেন, 'আমরাও চাই দ্রুত নির্বাচন হোক শিলিগুড়িতে।'

দুপুর ১টা ৪৯ মিনিটেও রাস্তার ধারে পড়ে আবর্জনা। সোমবার।

অন্যদিকে বিধায়ক শংকর ঘোষের কথা, 'আমরাও ভোট চাইছি, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য।'

মেয়র পদ থেকে গৌতমের ইস্তফার পর বোর্ড ভেঙে রাজ্য সরকার পুরনিগমের দায়িত্ব প্রশাসকের কাঁধে তুলে দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অস্বস্তি এনসিপিআইয়েও

কুণালদের বিক্ষোভে ঋত শিবিরের তিন

অরূপ দত্ত ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : ঋতব্রত শিবিরের তিন বিধায়ক মমতাপন্থী শিবিরের বিক্ষোভে শামিল হলেন সোমবার। বিধানসভায় ওই বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল রবিবার হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে। ওই তিন বিধায়ক তাতে যোগ দেওয়ায় জল্পনা উসকে উঠেছে, তবে কি চিড় ধরতে চলেছে ঋতব্রতপন্থী শিবিরে। বিশেষ করে ওই তিন বিধায়কের মন্তব্যে স্পষ্ট যে, তাঁরা তৃণমূল নেত্রীর ওপর হামলা মেনে নিতে পারছেন না।

রাজ্যে এই পরিস্থিতির মধ্যে নয়াদিল্লিতে এনসিপিআই পরিবারেও চেহারাটা ঐক্যবদ্ধ নয়। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করিয়েও তিন বেসুরো সাংসদকে বাগে আনতে পারেনি এনসিপিআই নেতৃত্ব। কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেও ওই সাংসদরা বিজেপি ও এনডিএ-র সঙ্গে সংস্পর্শে থাকতে নারাজ। আগের সপ্তাহের মতোই মঙ্গলবার তাঁরা এনডিএ-র 'মঙ্গল মিলান'-এ উপস্থিত থাকবেন না বলে আগাম জানিয়ে দিলেন সোমবার।

তবে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী পক্ষ ঋতব্রতপন্থীদের কাছে বড় ধাক্কা তিন বিধায়কের পদক্ষেপ ও বক্তব্য। তৃণমূল নেত্রীর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষের সাংবাদিক বৈঠকে প্রথম দেখা যায় ঋতব্রত শিবিরের তিন বিধায়ক বসিরহাটের তৌসিফুর রহমান,

এরপর দশের পাতায়

বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ মমতাপন্থী বিধায়কদের। সোমবার।

প্রাক্তন কাউন্সিলারদের নোটিশের প্রস্তুতি

প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কা শংকরের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : তৃণমূল কংগ্রেস আমলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের অর্থ নয়ছয়ে একাধিক তৎকালীন কাউন্সিলার জড়িত রয়েছেন বলে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। সোমবার পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের কাছ থেকে কাউন্সিলারদের একটি তালিকা দেখে তিনি জানতে পারেন, কাউন্সিলার পদ থেকে সরে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরেও সবক'টি ওয়ার্ডের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির হিসেব সংক্রান্ত তথ্য পুরনিগমে জমা পড়েনি। সমস্ত প্রাক্তন কাউন্সিলারকে পুরনিগম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিতে তিনি এদিন পুর কমিশনারকে নির্দেশিকা জারির কথা বলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিটির পাসবুক, চেকবুক সহ যাবতীয় খরচের হিসেব জমা দিতে না পারলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের সঙ্গে কথা বলে আর্থিক তদন্ত হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। এরপরই বরো থেকে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নিজের উদাহরণ টেনে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, "জনপ্রতিনিধিত্বের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে নিজের কাছে থাকা সরকারি যাবতীয় জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়ে 'নো ডিউ' সার্টিফিকেট নিতে হয়। সেই সার্টিফিকেট না নিলে পরে আর নির্বাচনে দাঁড়ানো যায় না। আমি আগেরবারের বিধায়ক থাকাকালীন লাইব্রেরি থেকে একটি বই নিয়েছিলাম। সেই বই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। পুরনিগমের মেয়র পারিষদ থাকাকালীনও আমাদের কাছে একটি করে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ছিল। আমরা সবাই মিলে সেটা ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও কয়েকজন কাউন্সিলার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কোনও হিসেব দেননি বলে পুর কমিশনারের কাছে খবর পেয়ে খুবই অবাক হয়েছি।"

- সলিড ওয়েস্টের হিসেব না মেলায় আর্থিক তদন্তের হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর
- প্রায় ১৫ জন প্রাক্তন কাউন্সিলার হিসেব জমা দেননি বলে সূত্রের খবর
- অডিট আটকে থাকায় দ্রুত হিসেব জমার নির্দেশ দিয়েছে পুরনিগম
- পার্কিং জোনে বোর্ড লাগিয়ে স্বচ্ছতা বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন শংকর

কাউন্সিলারদের একাংশের বিরুদ্ধে শংকরের তোপ, 'কিছু কাউন্সিলার নিজেদের মতো করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নাম করে টাকা তুলেছেন। এরপর নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। পরে নিজেদের মতো করে সেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছেন। ওই অ্যাকাউন্টের পাসবুক, চেকবুক থেকে শুরু করে খরচের রসিদ, কিছুই জমা দেননি। সমস্ত কাউন্সিলারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুর কমিশনারের কাছে যাবতীয় তথ্য জমা দিতে হবে।' শংকর হিসেব না দেওয়া কাউন্সিলারদের কারও নাম উল্লেখ না করলেও সূত্রের খবর, এমন কাউন্সিলারের সংখ্যা প্রায় ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মেয়র পারিষদও রয়েছেন। প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া,

এরপর দশের পাতায়

বটেশ্বরে পুজো ছাড়া অসম্পূর্ণ জল্পেশ দর্শন

জল্পেশের পুণ্যযাত্রায় জটিলেশ্বর-বটেশ্বর আজও বিস্মৃতির আড়ালেই রয়ে গিয়েছে। সোদর খই শিব মন্দিরও আড়ালে। লোককথা চার শিবধামকে অবশ্য এক ধর্মীয় পরম্পরায় বেঁধে রেখেছে।

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

ময়নাগুড়ি, ১০ অগাস্ট : পঞ্চ কেদার না দেখে কেদারদর্শন যেমন সম্পূর্ণ হয় না, তেমনই জটিলেশ্বর ও বটেশ্বরকে বাদ দিয়ে জল্পেশ দর্শনও হয়তো তাই। কথিত আছে, আগে জটিলেশ্বরে কুক্কুটেশ্বর দেবের পুজো দিতে হবে, তবেই জল্পেশ্বরের আশীর্বাদ মিলবে। এমনটাই নাকি বশিষ্ঠ মুনি রাজা জল্পকে বলেছিলেন। জটিলেশ্বর মন্দিরের সামনে স্কন্দপুরাণ উদ্ধৃত করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার বোর্ডও রয়েছে। লোককথা আবার বলে, জল্পেশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে বটেশ্বরে পুজো দিলে তবেই পুজো সম্পূর্ণ হয়। অথচ জল্পেশে আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর অনেকেই এসব জানেন না। ফলে জল্পেশে পুজো দিয়েই তাঁরা ফেরেন, জটিলেশ্বর-বটেশ্বর অন্ধকারেই থেকে যায়।

শ্রাবণে জল্পেশধামে পুজো দিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পুণ্যার্থীরা নানা যানবাহনে সেখানে পৌঁছাচ্ছেন। গেরুয়া পোশাক, মাথায় তিলক, মুখে 'বোল ব্যোম' ধ্বনিতে রবিবার থেকে লাইন দিয়ে সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালছেন। অগুনতি ভক্তের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন জল্পেশ মন্দির থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরের জটিলেশ্বর মন্দিরে যান। সেখানে সবুজ ফলকে লেখা, মহামুনি বশিষ্ঠ রাজা জল্পকে বলেছেন, 'গচ্ছ জন্ম মহাদেশো মহাকাল বলোত্তম, কৃত্বা নিষ্ক্রিয়য়াং পৃথ্বীং স্বয়ং রামস্তপস্যতি তত্র লিঙ্গমনাদং চ কুক্কুটেশ্বর্য পশ্চিমে।'– (স্কন্দপুরাণ-৩৬)। বাংলায় যার অর্থ, 'প্রথমে জটিলেশ্বর মন্দিরে গিয়ে কুক্কুটেশ্বর দেবকে পুজো দেওয়া হলে, তার ফল দেবাদিদেব জল্পেশ্বর থেকে পাওয়া যাবে।' লোককথায় এই দুই মন্দিরের সঙ্গে বটেশ্বরও জড়িয়ে। ইন্দিরা মোড় থেকে জল্পেশ যাওয়ার পথে রাস্তার বাঁদিকে তাঁর অবস্থান। জল্পেশে পুজো দিয়ে ফেরার পথে বটেশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরলে পুণ্য মিলবে। কিন্তু জনমানসে জল্পেশ প্রসিদ্ধ হলেও বাকি দুই মন্দিরের নাম শিবতীর্থে আসা মানুষের কাছে ম্লান। কেউ কেউ জল্পেশে পুজো দিয়ে জটিলেশ্বরে গেলেও বটেশ্বর যেন চির উপেক্ষিত।

এরপর দশের পাতায়

বাঘবনে রেলপথ কেন...

রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী ১৫ কিমি লাইন অনুমোদন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ অগাস্ট : চলতি বছরের শুরুতে রেলমন্ত্রকের তরফে রাজ্যে কয়েকটি নতুন রেললাইনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী লাইনও। অন্যদিকে, ২ অক্টোবর বক্সা বাঘ ছাড়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, এর জন্য জয়ন্তীর বাসিন্দাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এতদিন পর্যটকরা জয়ন্তী ভ্রমণে আসতেন এবং সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন হোমস্টেতে থাকতেন। গ্রাম উঠে গেলে, থাকছে না সেই সুযোগও। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ভবিষ্যতে যেখানে জনবসতিই থাকছে না, সেখানে রেললাইন বসানোর যৌক্তিকতা আদৌ কতটা?

সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জানতে চেয়েছিলেন রাজ্যে কোন কোন রেলপ্রকল্পের কাজ চলছে

এবং বন্ধ হয়ে রয়েছে। ৭ অগাস্ট রেলমন্ত্রক তাঁকে চিঠিতে জানায়, রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী রেলপ্রকল্পের কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি। ওই প্রকল্পের জন্য রেলমন্ত্রকের তরফে ১৮০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রায় ১৫ কিমি লাইনের একাংশই যাওয়ার কথা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তাই বিতর্ক রয়েছে এই জায়গাতেও। প্রশ্ন উঠছে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেললাইন বসানো কতটা সুরক্ষিত?

বর্তমানে জয়ন্তী গ্রামের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। নতুন লাইনের জন্য ৬৮ হেক্টর জমির প্রয়োজন। বেশিরভাগ জমি রয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের সীমানায়। সোমবার এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'রেলের তরফে ১৫ কিমি লাইনের অনুমোদন রয়েছে। তবে জমির সমস্যা রয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা রয়েছে। পুরো বিষয়টি প্রক্রিয়ায় রয়েছে।' তাই বাঘের এলাকায় রেললাইন বসানোর অনুমতি রাজ্য বন দপ্তর আদৌ দেবে কি না, সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

জয়ন্তীতে ট্রেন চলার ইতিহাস পুরোনো। স্বাধীনতার আগে থেকে সেখানে মিটার গেজ ট্রেন চলত। ১৯৮৩ সালে এলাকাটি বক্সা টাইগার রিজার্ভ প্রকল্পের মান্যতা পাওয়ায় ১৯৮৬ সালে রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মূলত পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেললাইন তুলে ফেলা হয়। তাই ফের একই কারণে চর্চায় জয়ন্তী। প্রশ্ন উঠছে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ফের রেললাইন বসানো, বাঘ ও অন্যান্য জীবজন্তুর পক্ষে কতটা নিরাপদ?

বিষয়টির জটিলতার ব্যাপারে স্বীকার করে নিয়েছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষ কর্তাও। এদিন তিনি বলেন, 'ওই জায়গায় রেললাইন বসানোর ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক, রাজ্য বন দপ্তর অনুমোদন দেবে।'

ফরেন্সিক তদন্তে গতির আশা

ফিজিক্স ব্যালাস্টিক গবেষণাগার চালু

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি শহরের রেসকোর্সপাড়ায় রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে চালু হল ফিজিক্স ব্যালাস্টিক গবেষণাগার। এখন থেকে যে কোনও গুলি কাণ্ডে অস্ত্র ও কার্তুজ পরীক্ষার জন্য আর কলকাতার রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির ওপর নির্ভর করতে হবে না উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার পুলিশকে। তারা এই ল্যাবরেটরির সাহায্যে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ডঃ মৌসুমি রক্ষিতের বক্তব্য, জুলাই মাসের শেষে ফরেন্সিক ভবনের একটি এক্সটেনশন রুমে ফিজিক্স ব্যালাস্টিক গবেষণাগার চালু করা হয়েছে। আপাতত গুলি বা আগ্নেয়াস্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছে। বাকি সরঞ্জাম চলে এলে ল্যাবরেটরিতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মিলবে। এই মুহূর্তে ফরেন্সিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞরা ইসলামপুরের গুলি কাণ্ডের পরীক্ষায় ব্যস্ত।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে গুলি কাণ্ডের কিনারা হবে? ল্যাবরেটরি সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কার্তুজের খোল কিংবা পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্র পরীক্ষা করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব। কেবল মানবদেহ নয়, গাড়ির কাচ, দরজা-জানলা, দোকানের শাটার

জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পাশে টিনের চালের এই ভবনেই চালু হয়েছে ব্যালাস্টিক গবেষণাগার।

কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত কোনও বস্তু পরীক্ষা করেও বলা সম্ভব, আদৌ গুলি চলেছিল কি না। এমনকি অপরাধে পিস্তল, দেশি রিভলভার নাকি বিদেশে তৈরি কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তাও বলে দেওয়া সম্ভব। সহকারী অধিকর্তার কথা, 'আপাতত পুলিশ যদি আর্মস বাজেয়াপ্ত করে আনে বা খালি কার্তুজ নমুনা হিসেবে আনে, তাহলে গবেষণাগারে বেশ কিছু পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যাবে কোন পিস্তল বা রিভলভার থেকে গুলি চলেছিল।'

বর্তমানে জলপাইগুড়ির ল্যাবে বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, সেরোলজি এবং টক্সিকোলজি বিভাগ রয়েছে। এবার তার সঙ্গে ফিজিক্স ব্যালাস্টিক যুক্ত হওয়ায় তদন্তের ক্ষেত্রে পরিধি বাড়ল। তবে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রযুক্তির সুফল পেতে পুলিশকে সতর্ক থাকতে হবে। গুলি চলার পর নমুনা সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধস্থল সুরক্ষিত রাখা জরুরি। অন্যথায় প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যা আদালতে অপরাধ প্রমাণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাম্প্রতিক অতীতে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের নানা জেলায় সংঘটিত অপরাধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। এ সংক্রান্ত নথি, নমুনা কলকাতায় পাঠানো সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। উত্তরবঙ্গের এক পুলিশ আধিকারিক বললেন, 'ফিজিক্স ব্যালাস্টিক গবেষণাগার চালু হওয়া খুব ভালো খবর। পরীক্ষার জন্য নমুনা কলকাতায় পাঠাতে খরচও অনেক এবং সময়সাপেক্ষ।' ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, দ্রুত ফিজিক্সের বাকি সরঞ্জাম এসে গেলে তদন্তে আরও সুবিধা হবে। সেক্ষেত্রে মানবদেহ বা কোনও কঠিন বস্তু ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেলেও কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, তা চিহ্নিত করা যাবে।

'ফুল পয়সা উশুল সেল'

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : নিত্যদিনের গৃহস্থালি কেনাকাটায় সাধারণ পরিবারের খরচ কমাতে ফের ফিরছে রিলায়েন্স রিটেলের সুপার মার্কেট ব্র্যান্ড স্মার্ট বাজারের বহুল প্রতীক্ষিত 'ফুল পয়সা উশুল সেল'। আগামী ১২ থেকে ১৬ অগাস্ট পর্যন্ত টানা পাঁচদিন ধরে চলবে এই বিশেষ অফার। চাল, তেল, দুগ্ধজাত সামগ্রী থেকে শুরু করে পার্সোনাল কেয়ার ও ফ্যাশন পণ্যে মিলবে নজরকাড়া ছাড়। অফারের মধ্যে রয়েছে ৫ কেজি বাসমতী চাল ও ২.৭৩ কেজি তেলের কম্বো মাত্র ৭৯৯ টাকায়, বিস্কুট ও চকোলেটে 'বাই ২ গেট ১ ফ্রি', ডিটারজেন্টে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ ছাড়, নামী ব্র্যান্ডের শ্যাম্পুতে ফ্ল্যাট ৬০ শতাংশ ছাড় এবং দু'পিসের স্টেনলেস স্টিল কুকওয়্যার কম্বো মাত্র ৯৯৯ টাকায়। রিলায়েন্স রিটেলের গ্রোসারি রিটেল সিইও দামোদর মল্ল জানিয়েছেন, সাধারণ পরিবারের খরচের প্রতিটি টাকার সঠিক মূল্য দেওয়াই এই সেলের মূল লক্ষ্য। নির্দিষ্ট স্মার্ট বাজার স্টোরগুলিতে এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

ইউপিএসসি-তে তাক লাগানো ফল জয়দীপের

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ অগাস্ট : লক্ষ্য স্থির এবং অধ্যবসায় থাকলে যে সাফল্য অনিবার্য, তা প্রমাণ করলেন মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটি গ্রামের তরুণ জয়দীপ সরকার। কোনও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং না নিয়েই প্রথমবারের চেষ্টায় ইউপিএসসি পরিচালিত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (সিএপিএফ) পরীক্ষায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট ২০২৫ পদে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৫০ র‍্যাংক অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মাথাভাঙ্গা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে দেশের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাঁর এই সাফল্য তরুণদের কাছে এক অনুপ্রেরণাই বটে।

সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের এসএসবি অথবা আইটিবিপিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট পদই পছন্দ জয়দীপের। সোমবার রাঙ্গামাটি গ্রামে নিজের বাড়িতে বসে জয়দীপ জানান, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই স্টার ব্যাজের ইউনিফর্ম সার্ভিসের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। সেসময়েই জয়দীপ লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন যে, ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে হয় আইপিএস অফিসার, না হয় সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের

জয়দীপ সরকার

উচ্চপদ পেতে হবে। শেষে সবদিক চিন্তা করে দ্বিতীয়টিই বেছে নেন তিনি।

জয়দীপ আরও জানান, উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলের পর তৎকালীন মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক (বর্তমানে কোচবিহার জেলা শাসক) জিতিন যাদব কয়েকজনকে ডেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিলেন। তবে মহকুমা শাসকের প্রশ্নের উত্তর জয়দীপ দিতে পারেননি সেসময়। সেদিনই মহকুমা শাসকের কাছে ইউপিএসসি পরীক্ষার বিষয়টি জানতে পেরে লক্ষ্য স্থির করে নেন তিনি। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতায় গিয়ে ফিশারি সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই ইউপিএসসির প্রস্তুতি শুরু। মূলত সেল্ফ স্টাডি ও অনলাইন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্র ছাড়াও অনলাইন গাইডেন্স টিচারদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন জয়দীপ।

ছেলের এমন সাফল্যে বেজায় খুশি পেশায় ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী দিলীপ সরকার ও গৃহবধূ মা শিখা সরকার। নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রাক্তনী জয়দীপ। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন সিংহ বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও সমান পারদর্শী ছিল জয়দীপ। ওর সাফল্যে আমরা গর্বিত।'

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK, P.O-DINHATA, DIST-COOCHBEHAR, P.S-DINHATA, PIN-736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I/BDO/VBGRAMG/01/26-27, dated-07.08.26 & NIT No-Din-I/BDO/VBGRAMG/02/26-27, dated-07.08.26 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 17 nos scheme under VB-G-RAM-G fund. Details are shown in www.tender.wb.gov.in. The last date for submission of tender upto 22.08.2026 at 5.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE

EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of –1) Changrabandha Mathabhanga (SH-16) road from 59.00 KM to 64.00 KM (in stretches) patching & repairing potholes work under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar. NIT No. 10(E)of 2026-27, (Sl No.1) Estimated Amount: Rs. 28,46,128.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5018156_1. Bid submission Start date (online): 12/08/2026 from 9.00AM, Bid submission closing date (online): 25/08/2026 up to 05.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar. ICA-T14824(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-tender for 1 (one) no. Civil work. e-NIT No. 05 of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5018133_1. Bid submission start date (online): 12/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online): 19/08/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T14849(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeT-11 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl. No. 1 - 3]. 1. Upper Chengmari Nepali Line to Bhutan Border Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 1.20 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of JalpaiguriRs. 4,84,072.00. 2. Odlabari Kranti Road from Ch. 9.00 kmp to Ch. 13.00 kmp, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri. Rs. 4,72,978.00. 3. Construction of roadside Drain ancillary to Culvert at Ch. 0.15 km of Upper Chengmari to Nepali Line Bhutan Border Road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,81,951.00. NIeT-11of2026-2027 of AE/MHSD, [Tender ID: 2026_WBPWD_5018134_1 to 3]. 1. Bid submission start date (online): 08-08-2026 at 11.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online): 17-08-2026 at 12.30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online): 19-08-2026 at 01.00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T14814(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D., Sub Division No II, Cooch Behar invites online e-tender. e-NITNo.-WBPWD/AE/CSD-II/NIT_07/26_27. Tender ID: i) 2026_WBPWD_5018175_1. Bid Submission start date (online): 12.08.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 19.08.2026 upto 10.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer (PWD) Cooch Behar Sub Division No II, Cooch Behar. ICA-T14810(1)/2026

Short-NOTICE INVITING TENDER NO :- WBIW/EE/JID/SNIT-13(m)/2026-27

Separate offline sealed Tenders for 03(Three) nos Emergent Palliative works in printed 2911 forms are hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors having Single credential of 30% of Amount Put Tender in Last 5(Five) financial years. Date & Time for Application for issue of Tender Form ------------
Starting from -------------- 11/08/2026 at 10.30 hrs.
End Date & Time -------- 13/08/2026 upto 16.00 hrs.
Other details of the SNIT can be seen in office notice board during working hours & the website : https//iwd.wb.gov.in

(P. MANDAL)
Executive Engineer,
Jalpaiguri Irrigation Division Club Road, Jalpaiguri

E-Tender Notice

Earlier published e-Tender ID: 2026_HFW_1034370_1 Vide memo No : MAL/SDH/2630 Dated: 23.07.2026 stands cancelled. Applicants are invited through the e-Tender Portal for the following New tender IDs: 2026_HFW_1037154_1. Last Date & Time for Submission 17.08.2026 at 05.00 PM. Tender Portal:http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Superintendent, Mal SDH
Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Tenders are invited from reputed firms for Sinking of 100mm X50mm dia tube well for water supply through submersible pump at Rashidpur BPHU, Banshihari Block, Dakshin Dinajpur. The last date & time of online bid submission: 19.08.2026 up-to 05:30PM visit www.wbtenders.gov.in Sd/- Secretary DH&FWS. & CMOH, Dakshin Dinajpur. ICA-T14783(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, CoochBehar
E-TENDER NOTICE

WBFOR/JWD/NIT-20(e)/26-27 – Supply of feed materials departmental Sniffer Dogs (2 nos) under Jaldapara Wildlife Division. F.Y. 2026-27. Last date of online submission of bid- 19/08/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar. ICA-T14756(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tenders No. 06/BTRW/SP/2026-27

The undersigned invites e-Tender of 06/BTRW/SP/2026-27 - Supply of food for Sniffer Dogs at West Rajabhatkhawa Range for 365 Days under Buxa Tiger Reserve (West) Division : Details also can be seen at the website: www.wbtenders.gov.in & www.westbengalforest.gov.in Last date of Bid submission : 18.08.2026 upto 03:00 p.m. Sd/- Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West). ICA-T14757(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

NIT No.JGMCH/MSVP/eNIT-03/2026-27 & Tender Id: 2026_HFW_1036950_1. e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for Procurements of 30 (Thirty) Non Cat Medicine for one year at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 24.08.2026 up to 04:00 pm. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal. Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri. ICA-T14781(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/এনএফআর/সিপিআরও/মালদা/২০২৬. তারিখ ০৬.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেল স্টেশনে এটিএম, অন-ডিমান্ড বেডরোল পরিষেবা, স্লিপিং পড, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুই-চাকার যান এবং অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা, ব্যাটারি চালিত পরিষেবা, জরুরি চিকিৎসা কক্ষ, স্যালন, মোবাইল স্টোর, রিটেইল স্টোর, বিজ্ঞাপন বোর্ড (আউট-অফ-হোম, আরডিএন-নন-ডিজিটাল), আইপিআইএস, ক্লোক রুম, এসি ওয়েটিং রুম, মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স এবং মেডিকেল স্টোর স্থাপনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **(১) অকশন ক্যাটালগ নং:** এনএফআর-এমআইএসসি-এমএলডিটি; **অকশন শুরুর তারিখ:** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। **মালদা ডিভিশনে মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স, সেলুন ও মেডিকেল স্টোর। এসইকিউ নং., লট নং. ক্যাটাগরি** এবং **স্টেশন** যথাক্রমে:- **এএ/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমইডিএসটিএন-১০৬-২৬-১; মেডিকেল স্টোর; বারহারওয়া। **এবি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-১০৫-২৬-১; স্যালন সার্ভিস; বারহারওয়া। **এসি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমএফসি-১০৪-২৬-১; মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স; নিউ ফারাক্কা। **এসি/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমএফসি-১০৭-২৬-১; মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স; জামালপুর। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং:** এটিএম-২০২৬-১৬; **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। **গোড্ডা স্টেশনে এটিএম। এসইকিউ নং:** এএ/১; **লট নং. :** এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৪১-২৬-১; **স্টেশন:** গোড্ডা। **(৩) অকশন ক্যাটালগ নং:** এডিভিটি- এমএলডিটি-২৯; **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। **মালদা ডিভিশনে বিজ্ঞাপন (ওওএইচ, আরডিএন-নন-ডিজিটাল) এবং আইপিআইএস। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী** এবং **স্টেশন** যথাক্রমে:- **এএ/১;** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; সুলতানগঞ্জ। **এবি/১;** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২২৬-২৬-১; বারহারওয়া। **এসি/১;** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১১৪-২৩-১; সুলতানগঞ্জ। **(৪) অকশন ক্যাটালগ নং:** এমওবি-জিইএন-২৯; **অকশন শুরুর তারিখ :** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। **১৩৪৩৩/১৩৪৩৪/১৩৪৩৫/১৩৪৩৬ এমএলডিটি-এসএমভিবি-এমএলডিটি-জিটিএনআর-এমএলডিটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের নন-এসি স্লিপার ক্লাস কোচে চাহিদা-ভিত্তিক বেডরোল পরিষেবা। এসইকিউ নং:** এএ/১;**লট নং. :** এমএমএস-এমওবিজিইএন-২৮৭৪৪৭-১-২৬-১; **স্টেশন:** মালদা টাউন। **(৫) অকশন ক্যাটালগ নং:** এমআইএসসি-এমএলডিটি-২৯; **অকশন শুরুর তারিখ:** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। **বিবিধ - মালদা ডিভিশনে স্ট্যাটিক ক্যাটাগরি। এসইকিউ নং., লট নং. ক্যাটাগরি** এবং **স্টেশন** যথাক্রমে:- **এএ/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএলপিওডি-১৮-২৬-২; স্লিপিং পড; জামালপুর। **এবি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ডবলুএসটিএমজিটি-৮৯-২৬-১; কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; মালদা টাউন। **এসি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিডব্লিউএনওপিএস-১০১-২৬-১; দুই চাকার যান ও অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা; মালদা টাউন। **এসি/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লিউএনওপিএস-১০২-২৬-১; দুই চাকার যান ও অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা; ভাগলপুর। **এডি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-বিসিএ-৮৮-২৬-১; ব্যাটারিচালিত গাড়ি; নিউ ফারাক্কা। **এই/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমইডিএসটিএন-৮২-২৬-১; ইমার্জেন্সি মেডিকেল স্টোর; মালদা টাউন। **এএফ/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএস-৫৯-২৫-১; স্যালন সার্ভিস; খালতিপুর। **এএফ/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসএস-৭৩-২৬-১; স্যালন সার্ভিস; মালদা টাউন। **এজি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমওবিএসটিওআরই-৪৪-২৫-১; মোবাইল স্টোর; জামালপুর। **এজি/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমওবিএসটিওআরই-৭৪-২৬-১; মোবাইল স্টোর; মালদা টাউন। **এজি/৩;** এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে-এমওবিএসটিওআরই-৫৮-২৫-১; মোবাইল স্টোর; খালতিপুর। **এএইচ/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজিইএন-৭৬-২৬-২; রিটেল স্টোর; মালদা টাউন। **(৬) অকশন ক্যাটালগ নং:** পিএনইউ-এমএলডিটি-২৯; **অকশন শুরুর তারিখ :** ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে। **মালদা ডিভিশনে ক্লোক রুম ও এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ। এসইকিউ নং., লট নং., ক্যাটাগরি** এবং **স্টেশন** যথাক্রমে:- **এএ/১;** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ডবলুআরএল-৪৮-২৫-১; ক্লোক রুম; মালদা টাউন। **এএ/২;** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-ডবলুআরএল-৫৯-২৬-২; এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ; শিবনারায়নপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-159/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender No. 01 of 2026-27 of EE/BD/PHED, vide Memo bearing No. 1400/BD Dated 07/08/2026.

E-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of West Bengal, vide e-Tender No. WBPHED/EE/BD/NIeT_01 of 2026-27, (Tender ID :- 2026_PHED_1036939_1 - 11) i.c.w. 11 (Eleven) nos. Operation & Maintenance works of different PWSS under Balurghat Division, PHE Dte. For details please see website: https://wbtenders.gov.in & https://wbphed.gov.in Online Bid Submission Start and end date 08/08/2026 at 11.00 A.M. and 19/08/2026 up to 03.30 P.M. respectively. Sd/- Executive Engineer, Balurghat Division, P.H.E. Dte. ICA-T14792(2)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গীতে নিউ বিল্ডিং কেয়ারটেকার ও ফুলের গাছ পরিচর্যার জন্য কর্মঠ আদিবাসী লোক চাই। স্যালারি 10,000/- M : 9832492627. (N/A)

ভাড়া

গেট বাজার S.B.I. ব্যাঙ্ক এর পাশে 9'X13' দোকান মেইন রোডে ভাড়া দেওয়া হইবে। - 8944092699. (C/123282)

ভর্তি

RCI অনুমোদিত ডি.এড/স্পেশাল এডুকেশন কোর্সে 2026 সালে ভর্তির জন্য ৫ই অগাস্ট থেকে 24শে অগাস্ট অনলাইনে আবেদন করা যাবে। উচ্চ মাধ্যমিকে 50 % নম্বর SC/ST 45%। নর্থ বেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেসন সোসাইটি, শিলিগুড়ি। M : 9233424101/ 9832501977. (P/A)

অ্যাফিডেভিট

আমি মো: রাশেদ আলম পিতা : মৃত সাহাদুল মিঞা, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, রাঙ্গালিবাজনা, থানা- মাদারিহাট আলিপুরদুয়ার আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে ভুল নাম Abyaz Izaan গত 25.06.26 তারিখে Alipurduar 1st class Judicial Magistrate affidavit বলে পরিবর্তন করে Adyan Izaan করা হইল। (B/S)

•

আমার কন্যা Reshmi Parvin W.B.B.S.E Admit Rool 200232N, No. 0074, Index No. 01-012, W.B.B. S.E, Registration Certificate Sl. No. RN/069589, W.B.B.S.E Mark Sheet No. N/007140 এবং W.B.B.S.E Certificate No. 200232N-0074, যেখানে আমার স্বামীর নাম Isan Hoque নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 28-07-2026 C.J. (JR. Divn) Addl. Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Echan Haque এবং Isan Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Nurbanu Bibi, গ্রাম দেওয়ানহাট মোয়ামারী, পো: দেওয়ানহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/122642)

কর্মখালি

Required Accountant in Siliguri both male and female with knowledge of tally ERP 9 Age below 25 years. WhatsApp-8116181261. (C/122967)

•

Application are invited for the D.El.Ed. Post of Asst. Prof. in Bio-Science, Music and Physical education in Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College. email ID-msmbedcollege@gmail.com, Mob. No-9641935498. President. (S/C)

•

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602379600. (N/A)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph.:- 8250106017. (N/A)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Puja Karmakar W/o Bikash Karmakar আমার আধার কার্ড,- ভোটের কার্ড এবং রেশন কার্ডে আমার নামের বানানা বিভিন্ন ধরনের উল্লেখ থাকায়, গত 13/05/26 তারিখে শিলিগুড়ি LD. J.M. 1st ক্লাস 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি, Puja Banik, Puja Karmakar, এবং Mahamaya Banik একই ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113880)

•

আমি Pooja, D/o Rames Kumar, স্থায়ী ঠিকানা- B-281, Saraswati Enclave, Sector 10A, Gurugram, Haryana 122001. এবং বর্তমানে ঠিকানা- স্বামী Mohasenul Islam, গ্রাম. Panchutola, PO-Gurutola, PS- Baishnabnagar, Dist. Malda, 2017 সালের পর আমার ব্যাঙ্কের বই, সরকারি অন্যান্য নথিতে এবং আমার মেয়ের (Mohasina Islam) জন্মপ্রমাণ পত্রে আমার নাম Ayesha Islam নাম আছে। কিন্তু আমার আধার কার্ডে (374720062267) প্যান কার্ডে (AILP 14287Q) ও ভোটার কার্ডে (TER 4778346) তে আমার নাম Pooja থাকায় তাই আমি Ayesha Islam নামটি আর ব্যবহার করতে চাই না, যেহেতু আমার জন্মগত আসল নাম Pooja, তাই গত 07/08/26 তারিখে মালদা J.M. ১ম শ্রেণী কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ayesha Islam থেকে Pooja নামে পরিচিত হইলাম। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123284)

•

04.8.2026 তারিখে দিনহাটা E.M. কোর্টে 14332 নং অ্যাফিডেভিট বলে জন্মশংসাপত্র (রেজি : নং 2218/2011 dt. 28.7.2026) অনুযায়ী মেয়ের নাম Himanshi Baid (DOB 12.04.2011) হইল। পিতা - Paras Kumar Baid, ওয়ার্ড নং 14, দিনহাটা, কোচবিহার। (S/M)

•

আমি উনতি বিশ্বাস, স্বামী গোপাল বিশ্বাস। আমার রেশন কার্ড, ও আধার কার্ড এ উনতি বিশ্বাস কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম উনতি বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রণতি বিশ্বাস নথিভুক্ত করা হয়েছে। গত ০৪/০৮/২০২৬ ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা পাবলিক নোটারিতে উনতি বিশ্বাস ও প্রনতি বিশ্বাস একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছি। গ্রাম+পো : ফুলবাড়ি, থানা: ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা : কোচবিহার। (C/123283)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

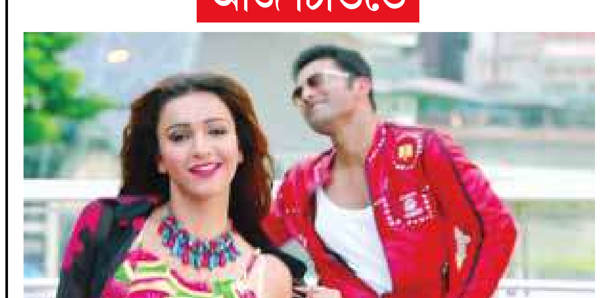

কেলোর কীর্তি রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মস্তান দাদা, দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৮.০০ জোয়ার ভাটা, ১০.৩০ ভালোবাসি তোমাকে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ মন মানে না, দুপুর ১.৩০ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৫.০০ বন্ধু, রাত ৮.৩০ সাথী, ১১.৩০ অপরাধী

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লাঠি, দুপুর ১২.৪৫ শক্তি, বিকেল ৪.১৫ রকি, সন্ধে ৭.০০ সংগ্রাম, রাত ১০.১৫ কেলোর কীর্তি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অদ্বিতীয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪৪ লাপতা লেডিজ, দুপুর ২.১৫ পাওয়ার স্টার জেমস, বিকেল ৫.১৫ গোলিমার, সন্ধে ৭.৫৫ বদমাশ পহেলওয়ান

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২৫ অহংকার, দুপুর ১.৫৬ শোলা আউর শবনম, বিকেল ৫.০০ রাজ, সন্ধে ৭.৫৫ অনাড়ি, রাত ১১.৩৪ অন্দাজ

মাসাই মারা : আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ স্টোরিজ
বিকেল ৩.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে সামান্য সমস্যা হতে পারে। বাইরের খাবার থেকে সাবধান, পেটের সংক্রমণের আশঙ্কা। বৃষ : বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি আজ হতে পারে। মিথুন : স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। পথে ঘাটে আজ একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। কর্কট : আর্থিক মন্দা থাকলেও, চিন্তা করবেন না। সমস্যা আজ কেটে যাবে। ভ্রমণে গিয়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে উঠবেন না। সিংহ : অতিরিক্ত খরচের কারণে সংসার সামলাতে হিমসিম খেতে হতে পারে। পুরোনো কোনও সমস্যা আজ মিটে যাতে পারে। কন্যা : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় বড় উন্নতি। তুলা : নায্য পাওনা আদায় করতে সক্ষম হবেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা আজ কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ধনু : আপনার সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। পুরোনো সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মকর : বাড়ির কোনও সদস্যের সঙ্গে আর্থিক কারণে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীদের দলে কাজের চাপ বাড়বে। কুম্ভ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির গুরুজনদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা হতে পারে। মীন : খেলাধুলোর সুবাদে চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা আজ কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ২০ শ্রাবণ, ১১ অগাস্ট ২০২৬ , ২৫ শাওন, সংবৎ ১৪ শ্রাবণ বদি, ২৭ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।১১। মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ১।৩৮। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ১০।২৪। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।২০। বিষ্টিকরণ দিবা ২।৪৬ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১।৩৮ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।২৪ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১০।২৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১।৩৮ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৬।৫২ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।২০ গতে ২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৪ গতে ৮।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।২৪ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১।৩৮ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।৫৩ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উচ্ছেদ ইস্যুতে পুরভোটের আগে ময়দানে দুই প্রাক্তন মেয়র

প্রতিরোধের হুমকি অশোকের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : পুনর্বাসন ছাড়া কোনও উচ্ছেদ হবে না। পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে রেলের তরফে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। ডাবল লাইন রেলপ্রকল্পের জন্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর কথা, 'উচ্ছেদ করতে দেওয়া হবে না। এটাই পরিষ্কার কথা। যন্তরমন্তরে যে আন্দোলন হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বলপ্রয়োগ করে কিছু হয় না। এটা মনে রাখতে হবে। বলপ্রয়োগ করলে আমরাও মানুষকে নিয়ে জমায়েত করব।'

এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজে গতি আনতে রেল কর্তৃপক্ষ কোমর বেঁধে নেমেছে। কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি) অফিসে সোমবারও শুনানি চলে। এদিন মূলত তেঁতুলতলা, আদর্শনগর, গভর্নমেন্ট স' মিল রোড এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা শুনানিতে যোগ দিয়েছিলেন। একরাশ উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে শুনানির লাইনে দাঁড়ানো আমজনতার পাশে থাকতে পৌঁছেছিলেন সিপিএমের এক ঝাঁক নেতা। এদিন সেখান থেকেই গণ অবস্থানের ডাক দেন তাঁরা। শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৮ অগাস্ট ঝংকার মোড় এলাকায় গণ অবস্থান হবে। প্রধান বক্তা হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন অশোক ভট্টাচার্য। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটি, ২ নম্বর এরিয়া কমিটির নেতারাও উপস্থিত থাকবেন।

শুনানি পর্বের মাঝেই রেল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদের নোটিশ জারি করতে চলেছে। রেল সূত্রে খবর, নোটিশ জারির ১৫ দিনের মধ্যে জমি দখলমুক্ত না হলে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে অভিযান চালানো হবে। এদিকে সিপিএম নেতারা জানিয়েছেন, গণ অবস্থানের পর ২৭ তারিখ বিভিন্ন এলাকার মানুষকে নিয়ে তাঁরা ২ নম্বর বরো অফিস অভিযানে শামিল হবেন। পুনর্বাসন, বেহাল

গণ অবস্থানের ডাক সিপিএমের

নাগরিক পরিষেবা ও পাট্টার দাবিকে সামনে রেখে সেই অভিযান করা হবে। সেখানেও অশোক ভট্টাচার্যের উপস্থিত থাকার কথা। সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেছেন, 'রেলের অব্যবহৃত জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারীদের হঠাৎ করে নোটিশ ধরানোয় তাঁদের মাথায় বাজ পড়েছে। আমরা শুরু থেকে তাঁদের পাশে রয়েছি। পুনর্বাসন ছাড়া কোনওভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। সেই দাবিতে আমরা অবস্থানের ডাক দিয়েছি। বরো অফিস অভিযানও করা হবে।'

বামেদের বিক্ষোভে আটকাল স্কুলবাস

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : নয়া শ্রমকোড বাতিল, হকার উচ্ছেদ বন্ধ সহ একাধিক দাবিতে সোমবার শিলিগুড়িতে আন্দোলনে নামে বামেরা। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ, কৃষক সংগঠন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিন 'আইন অমান্য' ও 'জেল ভরো' কর্মসূচি হয়। মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তা প্রায় আধ ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বামেদের কর্মসূচির জেরে আটকে পড়ে স্কুলবাস, সিটি অটো। আইন অমান্যে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানা। পরে অবশ্য ব্যক্তিগত জামিনে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দার্জিলিং জেলা সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'সারা দেশে আজ আমাদের এই আন্দোলন হয়েছে। দাবিপূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলন হবে।'

শ্রমকোড বাতিল, রেলের জায়গায় পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ নয়, প্রি-পেড স্মার্ট মিটার প্রকল্প বন্ধ সহ নানা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলো। এদিন তারা ছয় দফা দাবিতে হাসমি চক থেকে মিছিল করে। বস্তিবাসী, খেতমজুর, আশাকর্মী, চা বাগানের শ্রমিক সহ শ্রমজীবীরা এতে যোগ দেন। মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছায় সেই মিছিল। মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে তাঁর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা। পুলিশ বাধা দিলে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা রাস্তায় বসে পড়েন। ব্যস্ত সময়ে অবরোধের জেরে আটকে যায় বাইক, বাস, সিটি অটো।

রতন দেব। আন্দোলনে আটকে পড়েন তিনিও। রতনের কথায়, 'রাস্তার একপাশ ছেড়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালে সাধারণ মানুষের সমস্যা হত না।' অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য এদিন বাম নেতাদের কাছে এসে অনুরোধ জানান অনেকে।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলছেন, 'কর্মসূচির

বামেদের কর্মসূচির জন্য থমকে জনজীবন। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

অবরোধে দীর্ঘক্ষণ আটকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তনয়া সরকার নামে এক মহিলা। তিনি বলেন, 'আমি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করি। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে না পারলে অনুপস্থিত হয়ে যাব। রাস্তা আটকানোর ফলে অনেকটা সময় নষ্ট হল।' স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন শিবমন্দিরের বাসিন্দা

ব্যাপারে আমরা পুলিশকে আগাম জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের জন্যই। তবে আমরা অ্যাম্বুল্যান্স যাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছি।' উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, অভিজিৎ মজুমদার, ঝরেন রায়, জয় লোধ প্রমুখ।

এনজেপিতে তৃণমূলের মিছিলে গৌতম দেব। সোমবার।

রাস্তায় গৌতম, হাঁটলেন মিছিলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : রাজ্যপাট হারানোর পর সোমবার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম দেবকে পুরদস্তুর ময়দানে দেখা গেল। শিলিগুড়িতে রেলের জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এদিন এনজেপি-র অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিসে স্মারকলিপি দেয় তৃণমূল। এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে একটি মিছিলও হয়। সেই মিছিলের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত থেকে অংশ নেন গৌতম। স্মারকলিপি দিতে গিয়ে গৌতম সহ অন্যদের বেশ কিছুক্ষণ অফিসের বাইরে রোদে অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। এডিআরএম অজয় সিং বলেছেন, 'দাবিগুলি শুনেছি। আমাদের পরিকল্পনার কথাও তাঁদের বলা হয়েছে।'

পালাবদলের পর তৃণমূলের প্রায় সব নেতা-নেত্রীই নিজেদের গৃহবন্দি করে ফেলেন। পরবর্তীতে আবার দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একপক্ষ এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থেকে গেলেও নেতা-মন্ত্রী, পদাধিকারীদের বড় অংশই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের হাত ধরেছে।

শিলিগুড়িতে মমতাপন্থী তৃণমূল শিবিরের উদ্যোগে সোমবার এডিআরএম অফিস অভিযান হয়। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রেলের জমিতে বসবাসকারী বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ অগাস্টের পর উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ। রেলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং পুনর্বাসনের দাবিতে তৃণমূলের এদিনের কর্মসূচি।

বেলা ১১টায় এনজেপির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠের সামনে জমায়েত করতে বলা হয়েছিল। সেইমতো দলের জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের পাশাপাশি গৌতম দেবও সময়মতো উপস্থিত হয়ে যান। পাশাপাশি আরও একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলার, নেতা-নেত্রীও সেখানে এসেছিলেন। তবে, লোকসমাগম সেভাবে না হওয়ায় অনেকটা সময় গৌতমকেও অপেক্ষা করতে হয়। বেলা ১২টা নাগাদ মিছিল শুরু করে এডিআরএম অফিসে পৌঁছান গৌতমরা। প্রথমেই রেল পুলিশ এডিআরএম অফিসের মেইন গেট আটকে দেয়। ফলে মিছিল বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ গৌতম, কুন্তল, প্রতুল চক্রবর্তী, দুলাল দত্ত এবং অমরচন্দ্র পাল- এই পাঁচজন তৃণমূল নেতাকে ভিতরে অফিস চত্বরে প্রবেশ করায়। কিন্তু এডিআরএম ভিডিও কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকায় গৌতমদের অফিস চত্বরে রোদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রায় ১৫ মিনিট পরে এডিআরএম তাঁদের চেম্বারে ডেকে নেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে কুন্তল বলেন, 'আমরা উন্নয়নের পক্ষপাতী। কিন্তু গরিব মানুষগুলির কথা ভেবে তাঁদের রেলের অন্য জমিতে পুনর্বাসন দিতে হবে।' গৌতমের বক্তব্য, 'এনজেপি থেকে জংশন স্টেশন পর্যন্ত ডাবল লাইন হচ্ছে। আবার জংশন থেকে বাগডোগরা হয়ে আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন পর্যন্ত দ্বিতীয় লাইন পাতা হবে। জংশন থেকে মোহরগাঁও গুলমা পর্যন্তও লাইন পাতার কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য রেল জমিগুলি নিচ্ছে। রেলের উন্নয়ন হোক, কিন্তু গরিব মানুষগুলিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

রং বদলাচ্ছে মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : রাজ্যে পালাবদলে রং বদলের পালা শুরু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতাল সুপারের অফিস, অফিস করিডরে পড়ছে গেরুয়া রংয়ের প্রলেপ। ইতিমধ্যে ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। কাজের জন্য হাসপাতাল সুপার নিজের অফিস অস্থায়ীভাবে বদল করেছেন। তিনি সোমবার থেকে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে বসছেন।

অফিসের রং বদলের পাশাপাশি 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে মাথায় রেখে মেডিকেলে দুটি হাইমাস্ট খুঁটিতে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেডিকেলের জরুরি বিভাগ এবং উত্তরণ অডিটোরিয়ামের সামনের অংশে জাতীয় পতাকাগুলি উত্তোলন করা হবে। রাতে জাতীয় পতাকা যাতে আলোকোজ্জ্বল থাকে সেইজন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর জানিয়েছেন।

নয়া প্রধান

ইসলামপুর, ১০ অগাস্ট : প্রত্যাশিতভাবেই প্রধানের পদ হারালেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি জাকির হোসেন। তাঁর পরিবর্তে আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলেন তৃণমূলেরই আক্তারি বেগম। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, আক্তারি প্রধান হওয়ায় এদিন সবুজের পরিবর্তে আগডিমটিখন্তিতে ওড়ে গেরুয়া আবির। তাহলে কি জাকিরকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে বিজেপির 'কলকাঠি' রয়েছে? বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতারা মুখ খুলতে না চাইলেও, ঘটনা নিয়ে আলোচনা রয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নয় দফা দাবি

ইসলামপুর, ১০ অগাস্ট : বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, শ্রমকোড বাতিল সহ নয় দফা দাবিতে সোমবার ইসলামপুরে একটি মিছিল করে সারা ভারত কৃষকসভা। পরে মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে সারা ভারত কৃষকসভার মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ভিআইপি রোডের দিকে এগোনোর সময় পুলিশ বাধা দেয়। জেলখানা মোড়ের সামনে মিছিল আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পর মিছিলটি এগিয়ে গেলে ফের ফায়ার ব্রিগেড পার্ক মোড়ের সামনে আটকে দেওয়া হয়।

সোমবার জংলিবাবা মন্দিরে পুজো দিতে ভক্তদের ঢল। -সংবাদচিত্র

চালক-খালাসিকে মার, গ্রেপ্তার ৭

ফাঁসিদেওয়া, ১০ অগাস্ট : গোরু পরিবহণ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর মুরালীগঞ্জে। রবিবার গভীর রাতে কোচবিহার থেকে কিশনগঞ্জের গোশালায় গোরু নিয়ে যাওয়ার পথে একটি লরি আটকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। চালক ও খালাসিকে বেধড়ক মারধর এবং লরিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখম দুজনকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কোচবিহারে বিএসএফের হাতে আটক হওয়া গোরুগুলি কিশনগঞ্জের গোশালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু লরির চালক পশু পরিবহণের বৈধ নথি (লাইভস্টক পারমিট) দেখাতে না পারায় বিতর্ক তৈরি হয়। নথি না থাকায় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা চালক রাজেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মারধরের ঘটনায় লরির খালাসি অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৬ স্থানীয় তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন- বিদ্যুৎ সিংহ, বাপি রায়, রথীন সিংহ, সোনু বর্মন, রাজেশ সাহা ও নরেশ সিংহ। প্রাথমিক তদন্তে ২০ জনেরও বেশি অভিযুক্তের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

জংলিবাবা মন্দিরে ভিড় ও গরমে অসুস্থ ২

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ অগাস্ট : সোমবার থিকথিক করছে ভিড়। প্রচণ্ড গরম আর ভিড়ের চাপে বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরে পুজো দিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দুই পুণ্যার্থী। ভিড় ও দীর্ঘ যানজট ঠেলে পুলিশ ও বনকর্মীরা দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবশ্য উভয়কেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রাবণের এই সোমবারে অন্য দিনগুলির তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তদের ভিড় দেখে তাজ্জব পুলিশ, বন দপ্তর ও সামরিক বাহিনীর আধিকারিকরা। ১ নম্বর গেট থেকে ২ নম্বর গেট এবং তিনবাত্তি মোড় থেকে মন্দির পর্যন্ত পুরো রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে যানজট তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খায় বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড, বন বিভাগ, সেনা এবং জেএফএমসি-র সদস্যরা।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, এদিন দুপুরে পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের দমদমা ডিভিশনের বাসিন্দা আশ্রিতা নাগ নামে এক পুণ্যার্থী মন্দিরের মধ্যে অতিরিক্ত ভিড় ও তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। কাছেই থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে তোলা হলেও যানজটে বনের পথেই আটকে পড়ে গাড়িটি। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে রাস্তা করে দিয়ে তাঁকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। এর কিছুক্ষণ পরেই ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা মঞ্জিতা প্রধান অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁকে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

বিপত্তির এখানেই শেষ নয়। বন বিভাগ সূত্রে খবর, বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ মন্দিরের ঠিক পিছনেই ৩৪টি হাতির একটি পাল চলে আসে। আর ঝুঁকি না নিয়ে বনকর্মীরা দ্রুত হাতিদের বনের গভীরে তাড়িয়ে দেন। নিরাপত্তার স্বার্থে মন্দিরে প্রবেশ সাময়িক বন্ধ করে যাঁরা পুজো দিয়েছিলেন, তাঁদের দ্রুত বন থেকে বের করে আনা হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা, পাহাড়ি এলাকা এবং পূর্ব নেপালের ঝাপা জেলা থেকেও বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন। কালিম্পং থেকে দেওঘরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে এখানে আসে একদল ভক্ত। তাঁদের মধ্যে দেউকি শর্মা বলেন, 'এখানে পুজো দিতে এসে এত ভিড় ঠেলে ঢুকতে হবে জানলে আসতাম না।'

এসজেডিএ নিয়ে পিটিশন গ্রহণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় পুলিশি তদন্তে খামতি ও চার্জশিট দাখিলের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পিটিশন দাখিল করলেন আইনজীবী অখিল বিশ্বাস। অখিল বিশ্বাসের পিটিশন গ্রহণ করে মহকুমা আদালতের এসিজেএম কোর্ট দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী অফিসারকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সোমবার ওই আইনজীবী আদালতে পিটিশন দাখিল করেন। এসজেডিএ দুর্নীতি মামলায় আইএএস অফিসার গোদালা কিরণ কুমার গ্রেপ্তার হওয়ার পাঁচদিন পর পুলিশ কী চার্জশিট দাখিল করেছিল, তা নিয়ে ওই আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন। তৎকালীন এসডেজিএ-র বোর্ড সদস্যদের পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ওই মামলার তদন্তের অধীন আনার দাবি জানান অখিল। মামলার বিষয়টি নিয়ে এসিজেএম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর মানিক সাহা বলেছেন, 'আমার উপস্থিতিতে মামলার শুনানি হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারকে বিচারক সশরীরে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এসজেডিএ দুর্নীতি নিয়ে ২০১৩ সালের ১৬ মে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে শিলিগুড়ির তৎকালীন পুলিশ কমিশনার

■ পুলিশি তদন্তে খামতি ও চার্জশিট দাখিলের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে মহকুমা আদালতে পিটিশন দাখিল করেছেন অখিল বিশ্বাস

■ এসিজেএম কোর্ট দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী অফিসারকে ১ সেপ্টেম্বর সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে

কালিয়াপ্পন জয়রামন ২০১৫ সালের ১৭ জুলাই গোদালা কিরণ কুমারকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারির ৫ দিনের মধ্যে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। পাশাপাশি গোদালাকে গ্রেপ্তার করা যে ভুল হয়েছিল, তা পুলিশ কোর্টকে জানিয়ে দেয়। এদিকে আইএএস অফিসারকে গ্রেপ্তার করায় জয়রামনকে রাজ্য সরকার বদলি করে দেয়।

পিটিশন দাখিলের পর এদিন অখিল বিশ্বাস বলেন, 'গোদালা কিরণ কুমারকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আনফেয়ার ইন্টারফেয়ারেন্স এই কেসের মধ্যে রয়েছে। চার্জশিট দাখিল করার পর ১১ বছর কেটে গেলেও মামলাটি একই জায়গায় পড়ে রয়েছে। কোনও বিচার হয়নি। আমার বিশ্বাস তৎকালীন এসজেডিএ-র বোর্ড মেম্বাররা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পুলিশ তাঁদের সেসময় গ্রেপ্তার না করে সাক্ষী করে ছেড়ে দেয়।'

এসজেডিএ দুর্নীতি মামলা রিওপেন করার জন্য যাতে শিলিগুড়িতে স্পেশাল কোর্ট তৈরি করা হয়, সেই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অখিল চিঠি দিতে চলেছেন। যাতে এক বছরের মধ্যে দোষীদের লুট করা টাকা উদ্ধার করা যায় এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য। অখিলের কথায়, 'প্রকল্পের কাজ না করেই, খাতায়-কলমে কাজ দেখিয়ে ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মামলার তদন্ত যেভাবে হয়েছে, তা পক্ষপাতদুষ্ট। সেই কারণে আমি মামলাটি রিওপেন-এর দাবি জানিয়েছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

স্নিগ্ধ।। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

মেডিকেলে ভিজিলেন্স কমিটি

রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : হাসপাতালে অনেক সময় চিকিৎসকরা রোগীদের ওপর ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ (ওভারডোজ) করছেন, অপ্রয়োজনীয় ইনজেকশন দিচ্ছেন। এমনকি দামি দামি পরীক্ষা করাতে বলছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় অযথা দামি ওষুধও প্রেসক্রিপশনে লেখা হচ্ছে। অথচ হয়তো সেই রোগীর সেই ডোজের ওষুধ, ইনজেকশন বা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু চিকিৎসকের লেখা ওষুধ খেয়ে, ইনজেকশন নিয়ে কিছু রোগী সুস্থ হচ্ছেন, কিছু রোগীর রোগ ভালো হচ্ছে না। যাঁরা সুস্থ হচ্ছেন, তাঁদের শরীরে হয়তো অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। এমন নানা অভিযোগ সামনে আসছে বহুদিন ধরে। এবার থেকে এসব ইস্যু খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ফার্মাকো ভিজিলেন্স কমিটি তৈরি হচ্ছে। বিদেশে তো বটেই, দেশের বিভিন্ন বড় বড় সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুরক্ষায় এই কমিটি রয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে দ্রুত কমিটি গঠন করা হবে।'

মেডিকেলের বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ৪ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। গড়ে ১২০০ রোগী অন্তর্বিভাগে ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। এই রোগীদের কী কী ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে এবং কোনও ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না, এবার সে বিষয়ে কড়া নজরদারি শুরু হচ্ছে।

রোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ও চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে হাসপাতালে ফার্মাকো ভিজিলেন্স কমিটি তৈরি হচ্ছে। এই কমিটিতে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপারের পাশাপাশি মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক্স, ফার্মাকোলজি সহ অন্য বিভাগের প্রধানদের রাখা হবে। ইন্ডোরে ভর্তি থাকা রোগীদের প্রেসক্রিপশন, আউটডোরে সারপ্রাইজ ভিজিটে সংগ্রহ করা তথ্য খতিয়ে দেখবেন কমিটির সদস্যরা।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক সময় রোগীদের চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের হাই ডোজ ইনজেকশন বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। তবে সঠিক মাত্রা বজায় থাকছে কি না বা কোনও ওষুধের ব্যবহারের ফলে শরীরে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতেই ফার্মাকো ভিজিলেন্স কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই কমিটি নিয়মিত অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে রোগীদের দেওয়া ওষুধের মাত্রা খতিয়ে দেখবে। কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন প্রয়োগের পর রোগীর শরীরে বিষক্রিয়া বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর লক্ষ্য, ভুলবশত বা অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ বা ওভারডোজের মতো ঝুঁকি এড়ানো।

এআই

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মতো হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার বেশিরভাগটাই ইন্টার্ন, হাউস স্টাফের মতো ডাক্তারি পড়ুয়াদের ওপরে নির্ভরশীল। ফলে ওষুধ, ইনজেকশনের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ হওয়া এবং অযথা রোগীকে ওষুধ দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। এই কমিটি হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসক ও নার্সিং কর্মীদের ওষুধ প্রয়োগের সঠিক বিধি ও সতর্কতা সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেবে বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনা

চোপড়া, ১০ অগাস্ট : চোপড়ার সুফলগছ এলাকায় সোমবার জাতীয় সড়কে একটি স্কুলবাস পরপর দুটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুরের মাদারিপুর এলাকার বেসরকারি স্কুলের বাসটি সোনাপুরের দিকে যাওয়ার পথে একই রুটে প্রথমে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা মারে। এরপর একটি ছোট গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের চালক আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুলবাসিটকে বাজেয়াপ্ত করেছে। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গাড়িতে থাকা দুই পড়ুয়াকে অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, কালাগছ থেকে ভৈষপিটা রুটের ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় বাইক ও একটি গাড়ির সংঘর্ষে দুই বাইক আরোহী আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

ত্রাণ সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : অসমের বন্যাদুর্গতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করল বিজেপি। সোমবার শাসকদলের শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে শক্তিগড় এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা, পোশাক, শুকনো খাবার, ওষুধ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী অসমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে দলের নেতারা জানান। ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শক্তিপ্রমুখ নীলু দত্ত, কোঅর্ডিনেটর রিঙ্কু বাগচী প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ১০ অগাস্ট : চোপড়া থানার জাগিরবস্তি এলাকায় বাড়ি থেকে সোমবার এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম নিতুসী দাস (২৭)। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ধরপাকড় শুরু হতেই উত্তেজনা, ধৃত ৪

গোষ্ঠীবিবাদে ঢিল খেল পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : রবিবার গভীর রাতে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টিউমলপাড়া মোড়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলা ঝামেলা মেটাতে গিয়ে ঢিল খেতে হল পুলিশকর্মীদের। অভিযোগ, দুই গোষ্ঠীর ছেলেরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এমনকি পুলিশ দুই গোষ্ঠীকে সরতে বললে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে কয়লা ডিপো এলাকায় পুলিশ তল্লাশি চালাতে গেলে সেখানে তাঁদের ওপর ঢিল ছোড়া হয়। ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজন অফিসার সহ একজন কনস্টেবল আঘাত পেয়েছেন। তাঁদের পিঠে, পায়ে ও হাতে আঘাত লেগেছে।

ঘটনার পর আহত ওই পুলিশকর্মীদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা হয়। ঘটনায় দুই পক্ষের দুজন করে মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ সাদরে ও মহম্মদ আনোয়ার কয়লা ডিপোর বাসিন্দা। সন্তু মাহাতো, হেমন্ত বসু কলোনি ও মিঠুন সরকার জ্যোতিনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশকর্মীদের হেনস্তা, কাজে বাধা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত হয় রাত ১২টার দিকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, টিউমলপাড়া মোড়ে এক তরুণীর সঙ্গে কয়লা ডিপোর এক তরুণ ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজকর্ম করছিলেন বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয়দের একাংশ। প্রতিবাদও করেন। এরপরই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করে। তর্কাতর্কির পরই ওই তরুণ কয়লা ডিপো এলাকা থেকে কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে আনেন। এরপরই স্থানীয়দের সঙ্গে কয়লা ডিপোর ওই তরুণদের ঝামেলা বাড়তে শুরু করে। শুরু হয় মারপিট। ঘটনায় বিজেপি নেতা শ্যামল সরকার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আহত হন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শ্যামলকে। খবর যায় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের কাছে।

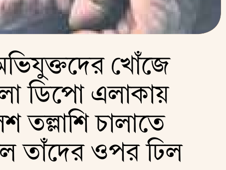

- অভিযুক্তদের খোঁজে কয়লা ডিপো এলাকায় পুলিশ তল্লাশি চালাতে গেলে তাঁদের ওপর ঢিল ছোড়া হয়
- অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশকর্মীদের হেনস্তা, কাজে বাধা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু
- ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু

খালপাড়া ফাঁড়ির টহলদারি ভ্যান গিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে যায়। দুই গোষ্ঠীকে সরানোর চেষ্টা করলে পালটা পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দিতে শুরু করেন তাঁরা। এমনকি পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও করেন দুই পক্ষের তরুণরা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে শুরু করলে পুলিশের আরও টিম ঘটনাস্থলে এসে ধরপাকড় শুরু করে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে হেমন্ত বসু কলোনির জ্যোতিনগর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এদিকে, ধরপাকড় শুরু হতেই কয়লা ডিপো থেকে আসা তরুণরা নিজেদের এলাকায় ফিরে যান। পুলিশের টিম এরপর কয়লা ডিপো এলাকায় অভিযান চালাতেই উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। কয়লা ডিপো এলাকায় ঢুকতেই পুলিশকর্মীদের উদ্দেশ্য করে অভিযুক্তদের বাঁচাতে কিছু লোক ঢিল মারতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারের মধ্যে ধেয়ে আসা ঢিলে কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। এরপর পুলিশের আরও টিম পৌঁছে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'রবিবার রাতের ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকেই ছাড়া হবে না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার বিজেপির বিবেক সিং বলেন, 'আমরা আশা করছি, পুলিশ এনিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে।'

পেশক রোডে ভয়াবহ ধস

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলো থেকে তিস্তাবাজারগামী পেশক রোডে ভয়াবহ ধস নামল। এর জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে ঘুম-এর কাছে পেশক রোডে রাস্তার ৩০ মিটার অংশের অর্ধেক ধসে গিয়েছে। ওই জায়গায় যান চলাচল একমুখী করা হচ্ছে। এর ফলে রাস্তার দু'পাশেই দার্জিলিং এবং কালিম্পং-সিকিমের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী গাড়িগুলির দীর্ঘ লাইন পড়ছে। মানুষের হয়রানি হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা মেরামতির কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

নতুন সিটি স্ক্যান মেশিন

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নতুন সিটি স্ক্যান মেশিন বসছে। সোমবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে এব্যাপারে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে একটি সিটি স্ক্যান মেশিন (১৬ স্লাইস) চালু রয়েছে। সেটি মাঝেমধ্যে বিকল হওয়ায় রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। নতুন আধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিনের জন্য হাসপাতালের তরফে স্বাস্থ্য ভবনে এর আগেই দাবি জানানো হয়েছিল। সোমবার ৩২ স্লাইসযুক্ত নতুন সিটি স্ক্যান মেশিন নেওয়ার ছাড়পত্র এসেছে। এর ফলে রোগী পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি।

রোগীর মৃত্যুতে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় সেবক রোডে। ঘটনায় চিকিৎসক ও নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার লেনে পথ অবরোধ করে বসে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম পবনকুমার শা (৩৪)। তিনি লোহারপট্টি এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, ওই তরুণ মনোরোগী ছিলেন। দুইদিন আগে ওই তরুণ স্টেশন ফিডার রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। যদিও এদিন দুপুরের দিকে তাঁকে সেবক রোডের ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, ভর্তি করানোর পরেই ওই তরুণকে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলতে থাকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এদিকে, রোগী কেমন রয়েছেন? সেব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু না বলায় সন্দেহ হয় পরিবারের। পরিবারের দাবি, রাতের দিকে আইসিইউ-তে জোর করে ঢোকার পর দেখা যায় রোগী আর নেই। পরে চিকিৎসকও জানিয়ে দেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, ওই রোগীর চিকিৎসক এদিন সকাল থেকে শহরে ছিলেন না। চিকিৎসক কোনও সহযোগিতা করেননি। দুপুরে ওই নার্সিংহোমে ঢোকানোর পরেও কোনও চিকিৎসা করা হয়নি। ওই নার্সিংহোমের এক কর্তা বলেন, 'রোগীকে ভর্তি করার সময় ব্লাড প্রেশার একেবারে কম ছিল। কাউন্সেলিং করানো হলেও বাঁচানো গেল না।' ভক্তিনগর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তিও হয়। পরে পুলিশ অবরোধ তুলতে সমর্থ হয়।

নয়া উপপ্রধান

নকশালবাড়ি, ১০ অগাস্ট : উপপ্রধান পেল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে মণিরাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপপ্রধান নির্বাচনের জন্য সভা ডাকা হয়। তৃণমূলের ১০ জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও বিজেপির ৫ জন সদস্য ছিলেন না। আশাপুর চা বাগানের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আসিস্টা খেরওয়ার উপপ্রধান নির্বাচিত হন। ২৯ জুন মণিরাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন গৌতম ঘোষ। গত ২৪ জুলাই তৎকালীন উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক প্রধান পদে বসেন। তারপর থেকেই উপপ্রধান পদটি ফাঁকা ছিল। ২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১৩টি এবং বিজেপি ৫টি আসন পেয়েছিল।

কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে ইউনিট কমিটি গঠন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম এই পাইকারি বাজারটির আনাজ, ফল এবং আদা, এই তিনটি সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে সোমবার কমিটি হয়েছে। আপাতত ২৯ জনের কমিটি গঠন করেছে সংগঠন নেতৃত্ব।

রাশিয়ায় চাকরির টোপে প্রতারণা, ধৃত মাস্টারমাইন্ড

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : মিলন মোড়ের চাকচিক্যে ভরা অফিসে ঢুকে প্লেসমেন্টের মাধ্যমে রাশিয়ায় যাওয়ার কথা শুনে পাহাড়ের এক তরুণ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। ই-ভিসা পাওয়ার পর অফিস থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পরই একটি সংস্থার ওয়ার্কিং পারমিট দেওয়া হবে। কথামতো আড়াই লক্ষ টাকা জমাও দেন। কিন্তু রাশিয়ায় নামার পর ওয়ার্ক পারমিট তো মেলেইনি, উলটে ওই কনসালটেন্সি সেন্টারও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

সোমবার প্রধাননগর থানায় দাঁড়িয়ে দীপেন্দ্র গিমিরে তাঁর ভাইয়ের সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলেন, 'কোনওভাবে আমরা টাকা জোগার করে ভাইকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলাম।'

পাশে দাঁড়িয়ে নেপালের বাসিন্দা সাগর তামাং দীপেন্দ্রর কথা শুনছিলেন। ক্ষোভের সুরে তিনি বললেন, 'প্রায় তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাজের জন্য আমাদের মাল্টায় পাঠানো হবে বলে কথা ছিল। চণ্ডীগড়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্পেশাল ট্রেনিংও দেওয়া হয়। কিন্তু আর কোথাও পাঠানো হয়নি। টাকাও ফেরত পাইনি।'

দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের কোতোয়ালি বাজার এলাকার বাসিন্দা ওয়াংদি লামা মিলন মোড় এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে কনসালটেন্সি সেন্টারের আড়ালে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রতারিতদের সূত্রে খবর, রাশিয়ায় গিয়ে সেই তরুণের ফেঁসে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওয়াংদি অফিসের ঝাঁপ বন্ধ করে উধাও হন। সেটি বছরখানেক আগের ঘটনা। বহু খোঁজ করেও তাঁর হদিশ না মেলায় প্রতারিতরা রবিবার রাতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আইসি বাসুদেব সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে রবিবার গভীর রাতে এসআই গোপাল মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি দল হায়দরপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। একটি বাড়ি থেকে ওই চক্রের মাথা ওয়াংদি লামাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

খোঁজ চলছে তিন অভিযুক্তের

পুলিশ সূত্রে খবর, ওয়াংদি মাস দুয়েক ধরে ওই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গত এক বছর ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকছিলেন। চাকরি নিয়ে প্রতারণার ঘটনায় এক বছর আগেই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়েছিল।

তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রে এক মহিলা সহ আরও তিনজন জড়িত। ওয়াংদি ২০২৩ সালে মিলন মোড় এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে জাল ছড়াতে শুরু করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ২০২৩ থেকে চলা এই চক্র কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছে। ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

ধৃত আরও তিন

নকশালবাড়ি, ১০ অগাস্ট : নকশালবাড়িতে গণপিটুনির ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও তিন। যা নিয়ে ধৃতের সংখ্যা পৌঁছাল পাঁচে। তবে এখনও পলাতক দক্ষিণ দয়ারাম সংসদের অধিকাংশ তরুণ। রবিবার ভোরবেলা নকশালবাড়ির দয়ারামজোতে চোর সন্দেহে এক তরুণকে খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধর করায় মৃত্যু হয় তাঁর। রবিবার মৃতের স্ত্রীর অভিযোগে সুরজ মল্লিক ও রঞ্জন সেনকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। এই দুজনকে পাঁচদিনের হেপাজতে পেয়ে জেরা করে পুলিশ সোমবার বাপ্পা শীল, নির্মল ঘোষ ও বিশু দাসকে গ্রেপ্তার করে। তবে ধৃতরা নির্দোষ দাবি তুলে কয়েকজন এদিন থানার সামনে ভিড় জমান। যদিও পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

সুরজ ওরাওঁয়ের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না অটল চা বাগানের সাতভাইয়া ডিভিশনের বাসিন্দারা। বিজেপি নেতা রামাশংকর দাস এদিন লোকজন নিয়ে মৃতের বাড়িতে যান। সুরজের স্ত্রী অনিন্তার সঙ্গে দেখা করে সহযোগিতার আশ্বাস দেন রামাশংকর। যদিও বিজেপির জেলা স্তরের কোনও নেতাই এখন পর্যন্ত সুরজের বাড়িতে যাননি। পা রাখেননি প্রশাসনিক আধিকারিক বা কোনও জনপ্রতিনিধি। দোষীদের প্রত্যেককে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছে আদিবাসী জনজাগরণ সমিতি। নকশালবাড়ি আদিবাসী ময়দানের জমায়েত থেকে পুলিশের গাফিলতি নিয়েও সরব হন অনেকে। এদিন মিছিল করে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা ছিল জনজাগরণ সমিতির। কিন্তু কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য এদিন সন্ধ্যায় পুলিশবাহিনী নিয়ে ময়দানে পৌঁছান নকশালবাড়ি থানার ওসি অজয় সিং। জমায়েত হওয়া বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির আশ্বাস দেন তিনি। পুলিশের আশ্বাস পেয়েই চা বাগানের বাসিন্দারা বিক্ষোভ কর্মসূচি বাতিল করেন।

পানিট্যাঙ্কিতে মার্কেট কমপ্লেক্স। -সংবাদচিত্র

মার্কেট কমপ্লেক্সে অবৈধ দোকান

ব্যবসায়ীদের নোটিশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : সরকারি মার্কেট কমপ্লেক্স অবৈধভাবে সম্প্রসারণ করে (ছাদ ও দেওয়াল বাড়িয়ে) বেশ কিছু দোকান বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এখন এই ব্যবসায়ীদের দোকানগুলির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়ার কথা বলেও টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা নজরে আসতেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এই ব্যবসায়ীদের নোটিশ পাঠিয়ে দোকানের তথ্য তলব করা হচ্ছে। এই বাজারের নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অণিমা সিংহ বলেছেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই ওই মার্কেট কমপ্লেক্স পরিদর্শনে যাব। তারপরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

দীর্ঘদিন আগে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে পঞ্চায়েত সমিতি একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করেছিল। সেখানকার মার্কেটে দুটি তল মিলে মোট ৩৮টি ঘর রয়েছে। এই মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ীদের পঞ্চায়েত সমিতিকে নিয়মিত ভাড়া মেটাতে হয়। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে অবৈধভাবে ২৪টি দোকান তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি এই দোকানগুলি তৈরি করেনি। অভিযোগ, মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সমিতি নামে একটি জমি মাফিয়া সিন্ডিকেট এই বেআইনি কারবার করেছে। ওই ২৪টি দোকানের প্রত্যেকটি ১০-১৫ লক্ষ টাকা করে বিক্রি হয়েছে। এই জমি মাফিয়া সিন্ডিকেট আশপাশে চা বাগানের প্রচুর জমি ২০১০, ১০১৫ সালে কয়েক দফায় হাতিয়ে নিয়ে সেখানেও প্লট করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা লুট করেছে বলে অভিযোগ। এই কারবারেও প্রায় ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সমিতির মাথারাই বেআইনিভাবে দোকানগুলি তৈরি করেছিলেন। সেসময় তাঁদের দাপট এতটাই ছিল যে, বেআইনি কারবার জেনেও কেউ মুখ খোলার সাহস পাননি।

অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদলের পর ওই ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সমিতির মাথারা দোকানে দোকানে গিয়ে জমির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়ার জন্য ৯০ হাজার টাকা করে দাবি করছেন। দু'-তিন জন ব্যবসায়ী টাকা দিয়েছেন। তাঁদের সিন্ডিকেটের এক নেতার গাড়িতে করে দার্জিলিং নিয়ে গিয়ে লিজপ্রাপ্ত একটি জমির প্লট দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

> পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ডেকে নথিপত্র চাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। নথিপত্র না দেখাতে পারলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **নান্টু মণ্ডল** বিরোধী দলনেতা, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

অর্থাৎ অন্য জমি দেখিয়ে মার্কেটের দোকানের রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দিচ্ছে সিন্ডিকেট।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ডেকে নথিপত্র চাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। কার কাছ থেকে কত টাকায় তাঁরা দোকান কিনেছেন, সেগুলি জানতে চাওয়া হবে। সঠিক নথিপত্র না দেখাতে পারলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি এই বাজার নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

মালদায় মাখনায় পোড়ে ওদের শৈশব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ অগাস্ট : খুব বেশি টাকা লাগবে না। মাত্র হাজার চল্লিশেক খরচ করতে পারলেই হল। মাস ছয়েকের জন্য একটি টগবগে কিশোরকে পাওয়া যাবে 'ক্রীতদাস' হিসেবে। ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে কাজ করবে। রাত জেগে গনগনে চুল্লির সামনে বসে থেকে মাখনা ফাটাবে। রোদে শুকোতে দেবে। যা বলা হবে, তা-ই করবে। খালি বাবা-মায়ের হাতে অগ্রিম টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। শিশুশ্রম আর ক্রীতদাস প্রথার এই অমানবিক মিশ্রণ চোখে পড়বে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা কারখানাগুলিতে এই সময়টায় একবার ঢুঁ মারলেই।

সুপারফুড, পুষ্টির উৎস, স্বাস্থ্যকর— মাখনার কথা বললেই এসব বিশেষণ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর এ রাজ্যে মাখনা বলতেই হরিশ্চন্দ্রপুরের কথা আসবেই। মাখনা প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদনের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এটা হল প্রদীপের আলো। আর বারবার এই মাখনা প্রক্রিয়াকরণে যথেচ্ছভাবে শিশুশ্রমিকের ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। সেটা হল আলোর তলার অন্ধকারটা।

গত বছরও মহকুমা শ্রম দপ্তর অভিযান চালিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার একাধিক মাখনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে বিহারের শিশুশ্রমিকদের উদ্ধার করেছিল। সেবার জানা গিয়েছিল, বিহারের দ্বারভাঙ্গা এলাকা থেকে ওই শিশুশ্রমিকদের বাবা-মাকে চড়া দাম দিয়ে তাদের ছয়-সাত মাসের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা কারখানায় অমানুষিক পরিশ্রম করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের সহযোগিতায় মুক্তি পেয়েছিল তারা। এ বছরও এই চিত্রটা বদলায়নি। দিন সাতেক আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকার একটি মাখনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে উধাও হয় চার নাবালক শ্রমিক। তদন্তে নেমে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ বিহারের কাটিহার স্টেশন থেকে প্রায় এক মাস পর তাদের উদ্ধার করে। কাজ করতে না চেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান। হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকার একটি মাখনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সামনে চায়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল এমনই এক নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক দীপেশের সঙ্গে। বাড়ি দ্বারভাঙ্গা জেলার হায়াঘাট এলাকায়। বাবা-মা পরিযায়ী নির্মাণশ্রমিক। স্কুলের খাতায় নাম থাকলেও যায় না দীপেশ। বাবা-মা তাকে দালালদের হাত ধরে মোটা টাকার বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্রপুর পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রে শিশু-কিশোররা মাখনা তৈরির কাজে নিযুক্ত।

বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে প্রতিবছর মাখনার মরশুমে ঘরদোর ছেড়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর চলে আসে লক্ষ্মণ, রমেশ, পাপ্পু, গোপালরা। তাদের কেউই এখনও কৈশোরের গণ্ডি টপকায়নি। কিন্তু এই বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে প্রতিবছর বাংলায় পাড়ি জমাতে হয় তাদের। কারণ, তারা না থাকলে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে সোনার ফসল মাখনা ভিনরাজ্য বা বিদেশে পাড়ি দেবে কী করে! গনগনে চুল্লির সামনে বসে কাজে একটু উনিশ-বিশ হলেই তাদের কপালে জুটবে মালিকের তিরস্কার। কখনও বা শারীরিক নির্যাতনও।

চাঁচল মহকুমা অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার নওশাদ আলি বলেন, 'শিশুশ্রম বেআইনি। এই কাজ আমরা কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না।'

দেওর-বৌদির কীর্তি

বৌদিকে বৌ সাজিয়ে এক সংস্থার থেকে তিন লাখ টাকা লোন নেন তরুণ। টাকা ফেরত না পেয়ে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে ফোন করে লোনদাতা সংস্থা। তারপরেই দেওর-বৌদির জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নয়া দল

নেতাজির আদর্শ নিয়ে কাজ করতে নতুন রাজনৈতিক দল 'আজাদ হিন্দ পার্টি'র মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন প্রবোধ চন্দ্র বসু। কটক থেকে এই দলের আত্মপ্রকাশ হবে। নেতাজিপ্রেমী গবেষকরা থাকবেন।

আত্মহত্যা

সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয় নেটপ্রভাবী সীমা দাস শাসমলের বিষ খেয়ে আত্মহত্যার অভিযোগে শোরগোল পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে। তাঁর শেষকৃত্যের আগে বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন স্বামীও। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জালে দুষ্কৃতী

খুন সহ ১০০-র বেশি মামলায় বিহারের দুষ্কৃতী ওয়াসিম আক্রম দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম থেকে তাঁকে পাকড়াও করল বিহার পুলিশ। তাঁকে পলাতক ঘোষণা করা হয়েছিল।

আজ ফের সুমিত সিআইডিতে

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : জমি দুর্নীতির পর চাকরি দুর্নীতি মামলায় সোমবার ভবানীভবনে হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। এদিনও নির্ধারিত সময়ের আগে সিআইডির মুখোমুখি হন সুমিত। টানা দু'দিন জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। ডেবরার চাকরি দুর্নীতি মামলায় আগেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন তিনি। পর পর তিনদিন হাজিরা দেওয়ার পরও গ্রেপ্তারির আশঙ্কা এড়াতে পারছেন না সুমিত। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া চারটি এফআইআর খারিজ চেয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর আইনজীবী বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজ সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। তাই ওই মামলার সঙ্গে সুমিতের আবেদনেরও শুনানির আর্জি জানানো হয়। যদিও সেই আবেদন গ্রহণ করেননি বিচারপতি। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী মামলার শুনানি হবে। মঙ্গলবারও তাঁকে ডাকা হয়েছে।

মসজিদ থেকে মাইক সরানোর আর্জিতে মামলা

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মাইক সরানোর প্রতিবাদে এবার সক্রিয়ভাবে মাঠে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে অভিযোগ করেন, রাজ্যজুড়ে মসজিদ থেকে লাউড স্পিকার সরানো হচ্ছে। কোন আইনের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। চলতি সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

কল্যাণের সওয়াল, 'রাজ্য শুধু মুখেই বলে, লিখিত নির্দেশ কোথায়?' ২০২০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করছে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর জামায়েত ই উলেমা সংগঠনের তরফেও মসজিদ থেকে মাইক সরানো এবং এসআইআরে বিবেচনাধীনদের ভবিষ্যৎ কী? এই অভিযোগে মিছিল করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। রাজাবাজার থেকে রানি রাসমণি পর্যন্ত ২০০০ লোক নিয়ে কর্মসূচির অনুমতি চাইলেও তা গৃহীত হয়নি আদালতে। বরং বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য শর্তসাপেক্ষে নির্দেশ দিয়েছেন, রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত ৭৫০ জনকে নিয়ে কর্মসূচি করা যাবে।

মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে চাকরি শুভেন্দুর

মমতাকে রাজধর্ম-পাঠ

হালিশহর ও কলকাতা, ১০ অগাস্ট : মমতার হালিশহরে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তাঁর হালিশহরে যাওয়াকে মমতাকে রাজধর্মের পাঠ দেওয়া বলেই দাবি করেছেন শুভেন্দু। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধানের সঙ্গী বিরজু কেওতের পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর পরেই রবিবার দলীয় কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এদিন রাজধর্মের পাঠ দেওয়ার সঙ্গেই রাজনীতি করতেই হালিশহর গিয়েছিলেন বলে মমতাকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হালিশহরে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার গাড়িতে পাথর, কাদা ও জুতো ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পালটা প্রতিবাদের পথে নামেন মমতাপন্থীরা। এরই মধ্যে প্রাথমিক তদন্তেই উঠে আসে হেপাজতে মৃত্যুতে পুলিশি গাফিলতির প্রমাণ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দুই সাঁড়াশি চাপে পুলিশ ও প্রশাসনের ভাবমূর্তি ফেরাতে দ্রুততার সঙ্গে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে সরকার। মমতা হালিশহর থেকে ফেরার পরেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রবিবার রাতেই হালিশহরে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো সোমবার সকাল ১০টায় পূর্বনির্ধারিত 'জনতার দরবার' কর্মসূচি পিছিয়ে হালিশহরে মৃতের পরিবারের পাশে পৌঁছে যান

মৃত তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও চাকরির ঘোষণাই শুধু নয়, পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর কথা কবুল করে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি-কে ক্লোজ ও আইও-কে সাসপেন্ড করা হয়। একইসঙ্গে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

মৃতের স্ত্রীও বলেন, 'আমি বিরোধী দল করতাম, তা সত্ত্বেও উনি এসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' রবিবার হালিশহরে গিয়ে মমতা পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেও এদিন তাঁরা বলেন, ''আমরা ওঁকে হাতজোড় করে বলেছিলাম, আর কারও সাহায্য লাগবে না। স্থানীয় প্রশাসন বিচার দিলে দিক, নাহলে আর কারও দরকার নেই।' এদিন তাঁর সরকারের প্রতি আস্থার প্রসঙ্গে মৃতের পরিবারের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রীও দাবি করেছেন, 'রবিবার মমতা আসলে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে এসেছিলেন। কিন্তু মৃতের পরিবার সেই সুযোগ ওঁকে দেয়নি। হালিশহরে এসে এটাই তাঁর বড় পাওনা।' মৃতের স্ত্রীও বলেন, 'আমি বিরোধী দল করতাম, তা সত্ত্বেও উনি এসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' এই প্রসঙ্গেই পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পূবসূরিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আজ আপনার কর্মীর বাড়িতে আমি গেলাম। রাজবংশী যুবক মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়েছিল। গত ১৫ বছরে ৩১৫ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে। একজনেরও বাড়িতে যাননি আপনি। হালিশহরে আপনার কর্মীর বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে শিক্ষা দিয়ে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী শুধু দলের নয়, রাজ্যেরও। যেটা আপনি ১৫ বছরেও করতে পারেননি।'

মুখ্যমন্ত্রীর হালিশহরে গিয়ে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোকে বিরোধীরা স্বাগত জানালেও রাজধর্ম পালন নিয়ে দাবিকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। বিরোধীদের দাবি, পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুকে ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হবে না জেনেই মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেছেন। বিরোধীদের মতে, অপরাধ দমনে বর্তমান সরকার আইনের তোয়াক্কা না করে সস্তা বিচারের রাস্তা বেছে নিয়েছে। বারুইপুরের এনকাউন্টার রাজনীতিই তার দৃষ্টান্ত। সরকারের এই মনোভাবের জন্যই আগামীতে পুলিশি সন্ত্রাস আরও বাড়বে। হালিশহরে পুলিশি হেপাজতে এই মৃত্যুই তা আবার প্রমাণ করল।

বাদল দিনে স্কুল থেকে ফেরা। নদিয়ায় সোমবার। -পিটিআই

শিল্পনীতি ঘোষণার আগে আজ বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার আগে মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে প্রায় ১০০ জন শিল্পপতিকে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছে রাজ্য সরকার। উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং সহ শীর্ষ আধিকারিকরা। এই বৈঠকের পরেই হবে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক। এদিকে সোমবার রাজ্যের শিল্প সচিব বন্দনা যাদবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, 'মঙ্গলবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে প্রায় ১০০ জন শিল্পপতি ও শিল্পদ্যোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা ছাড়াও দপ্তর সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ সহ অনেকেই।'

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'লগ্নি টানতে লগ্নিকারীদের মনোভাব ও চাহিদা জানা অত্যন্ত জরুরি। শিল্পনীতি ঘোষণার আগে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ যেমন জানানো হবে, তেমনই লগ্নিকারীদের প্রত্যাশাও জেনে নেওয়া হবে।' শিল্পসচিব বন্দনা যাদবও বৈঠকে লগ্নিকারীদের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের শিল্পনীতিতে কর্মসংস্থানকে বিশেষ শর্ত করে 'ইনসেনটিভ' বা সরকারি আর্থিক উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। যে শিল্প সংস্থা যত বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে, তারা তত বেশি ইনসেনটিভ পাবে। বাজেটে ইতিমধ্যে এই খাতে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।'

বৈঠকে রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংক, জমি নীতি, বিদ্যুতের মাশুলে ছাড় এবং উত্তরবঙ্গের চা, কাঠ ও পর্যটনভিত্তিক শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হবে। সরকার ইতিমধ্যেই ২৫টি সংস্থাকে জমি দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে চা, কাঠ ও পর্যটন ছাড়াও অন্যান্য শিল্পায়নের সম্ভাবনায় সরকার কী কী করতে পারে তা বৈঠকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। বিদ্যুৎ মাশুল ও শিল্প পরিকাঠামোর ব্যাপারে সরকার কী কী ছাড় দিতে পারে বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হবে। রাজ্যে শিল্প গড়তে গিয়ে শিল্পপতি ও শিল্পদ্যোগীদের যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয় তার জন্য সরকার তার নিশ্চিত আশ্বাসের কথাও জানাবে। মঙ্গলবার রাজ্যের পক্ষ থেকে তোলাবাজিমুক্ত শিল্পবান্ধব পরিবেশ ও হয়রানিহীন বিনিয়োগের আশ্বাসও দেওয়া হবে লগ্নিকারীদের।

> **লগ্নি টানতে লগ্নিকারীদের মনোভাব ও চাহিদা জানা অত্যন্ত জরুরি। শিল্পনীতি ঘোষণার আগে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ যেমন জানানো হবে, তেমনই লগ্নিকারীদের প্রত্যাশাও জেনে নেওয়া হবে।**
>
> **তাপস রায়,** *শিল্পমন্ত্রী*

দাম বাড়ছে পাউরুটির

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : চায়ের কাপে ডুবিয়ে হোক কিংবা মাখন-জ্যাম লেপে, বাঙালির চটজলদি প্রাতঃরাশে পাউরুটির চাহিদা অপরিসীম। তবে এবার সাধারণ মানুষের সেই অভ্যাসেই পকেটে টান পড়তে চলেছে। কাঁচামাল ও জ্বালানির লাগামছাড়া দামবৃদ্ধির মুখে পড়ে অবশেষে পাউরুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল 'ওয়েস্টবেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন'। আগামী ১৭ অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে প্রতি পাউন্ড পাউরুটিতে ৪ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে এলাকাভিত্তিক অনুপাত অনুযায়ী বাড়বে দাম। ওয়েস্টবেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, এতদিন এক পাউন্ড অর্থাৎ ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ছিল ৩২টাকা। ৪ টাকা বেড়ে তা হতে চলেছে ৩৬ টাকা। ২০০ গ্রাম অর্থাৎ হাফ পাউন্ড পাউরুটির দাম আগে ছিল ১৬ টাকা তা বেড়ে হবে ১৮ টাকা।

সপ্তম বেতন কমিশনের কাজ শুরু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : নবান্নে সোমবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত সপ্তম বেতন কমিশন। ক্ষমতাগ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিশ্রুতিমতো কমিশনের কাজ শুরু হওয়ায় কর্মচারী মহলে খুশির হাওয়া। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১৫ দিন অন্তর এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সংক্রান্ত 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সোমবার নবান্ন থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কাজ দ্রুত এগোতে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালু করবে কমিশন। এর মাধ্যমে কর্মী সংগঠনগুলি ও কর্মচারীরা সরাসরি তাঁদের পরামর্শ এবং পরিসংখ্যান পাঠাতে পারবেন। পাশাপাশি সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে কমিশনের সুপারিশ নিয়ে ছড়ানো খবরকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, 'কমিশন সবেমাত্র কাজ শুরু করল, তার আগেই সুপারিশ কীভাবে প্রকাশ্যে আসতে পারে?'

বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ

আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যেই যে ৬৪,৭৫৯ জন কর্মীর 'ই-সার্ভিস বুক' আপডেট হয়েছে, আগামী ২৫ দিনের মধ্যে তাঁদের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র মোট পরিমাণ প্রায় ১১,৯৮৩ কোটি টাকা। যদিও কমিটির বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ও অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র জানান, সরকার ইতিধ্যেই প্রায় ৭,৭৮১ কোটি টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। অক্টোবরের বেতনে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণার পর পুজোর আগেই এই প্রথম কিস্তির বকেয়া পাওয়ার খবরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের উৎসবের আনন্দ বহুগুণ বেড়ে গেল।

বামে রুষ্ট তসলিমা

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : প্রায় দু'দশকের নির্বাসন কাটিয়ে পুরোনো প্রিয় শহর কলকাতায় ফিরেছেন তসলিমা নাসরিন। কিন্তু ফেরার পর সাদর অভ্যর্থনার পাশাপাশি কিছু বাঁকা প্রশ্নও তাঁকে সইতে হয়েছে, হচ্ছে। অভিযোগ, মূলত বামপন্থীদের দিক থেকেই উড়ে এসেছে তির্যক প্রশ্নের তির। সেই তাঁদেরই এবার কড়া ভাষায় বিঁধলেন বাংলাদেশি কবি-সাহিত্যিক তসলিমা। তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে সিপিএম শিবিরের একাংশের সমালোচনা ও 'বিজেপির এজেন্ট' তকমাকে তীব্র আক্রমণ করে সমাজমাধ্যমে বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন তিনি।

২০০৭ সালে কলকাতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার স্মৃতি উসকে তসলিমার প্রশ্ন, দীর্ঘ উনিশ বছর পর

তাঁর চেনা শহরে ফেরা কেন অপরাধ হিসাবে দেখা হচ্ছে? তাঁর দাবি, একদা ঘনিষ্ঠ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বা বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণ নেতা মেঘমল্লার বসুরা এখন তাঁর বিরুদ্ধে 'বিষ' ঢালছেন। ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, 'হঠাৎ কী হল এঁদের? আমার বিরুদ্ধে এত বিষ কেন? আমার অপরাধটা কী? উনিশ বছর পর আমি পশ্চিমবঙ্গে ফিরেছি- এটাই অপরাধ?'

তসলিমার মতে, বামপন্থীরা তাঁকে ফেরানোর কোনও উদ্যোগই নেয়নি। বিপরীতে বর্তমান বিজেপি সরকার ও কয়েকটি নাগরিক সংগঠন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। এই রাজনৈতিক বৈপরীত্যই বামেদের 'ভাবমূর্তিতে' আঘাত করেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। নিজেকে কোনও শিবিরের অনুগত নন দাবি করে তসলিমা জানান, 'কৃতজ্ঞতা আনুগত্যের চুক্তি নয়।' ইউরোপ নিরাপত্তা দিলেও 'আপনত্ব' দিতে পারেনি বলেই তিনি ভাষা ও সংস্কৃতির টানে ফিরেছেন। তাঁর দাবি, তাঁকে বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে ফেলে রাখতে চেয়েছিলেন বামপন্থীরা।

তসলিমা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'লজ্জা আমার নয়, লজ্জা তাঁদের- যাঁরা আমাকে তাড়িয়েছিলেন।'

বেতারবার্তা

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাধারণত স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতিই বেতারমাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষেও সেই রীতি মেনে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর মাধ্যমে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নিয়মানুযায়ী তারপরেই এবার বেতারমাধ্যমে রাজ্যবাসীকে বার্তা দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালের বেতারবার্তা দেননি। তাই বর্তমান বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বেতারের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে কী বার্তা দেন সেদিকে নজর সকলের।

বৃষ্টিস্নাত কলকাতা। সোমবার। ছবি : পূর্ণাভ রাহা

এইচআইভি আক্রান্ত কর্মীকে ছাঁটাই

ঘাটাল, ১০ অগাস্ট : এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কারণে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠল ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। 'সুবিচার' চেয়ে নবান্ন ও স্বাস্থ্য ভবনে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই অস্থায়ী কর্মী। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে তাঁকে কাজে আসতে বারণ করা হয়েছে। অথচ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার তাঁকে কাজের জন্য 'ফিট' সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ২০০৭ সালে এইচআইভি সংক্রমণের কথা জানতে পারেন ওই কর্মী। অভিযোগকারীর বক্তব্য, 'সুপার স্যরই অন্য কর্মীদের সামনে এইচআইভি আক্রান্ত বলে আমাকে কাজে রাখা যাবে না বলেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করার নথি নবান্ন ও স্বাস্থ্য ভবনে জমা দিয়েছি। ওয়ার্ড মাস্টারের রোস্টারেও আমার নাম রয়েছে।' পাশাপাশি ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা মাস কাজ করিয়ে মাত্র ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। বর্তমানে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার তাঁর।

সুপার মহেশ্বর মান্ডি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ওই কর্মী ২০১৬-'১৭ সাল থেকে মজুরিভিত্তিক কাজ করতেন। এইচআইভি আক্রান্ত কাউকে কাজে আসতে বারণ করা হয়নি। অভিযোগ সত্যি হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। মন্ত্রী বলেন, 'এইচআইভি আক্রান্ত কাউকে জড়িয়ে ধরলে সংক্রমণ ছড়ায় না। এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।'

অভিযানে গ্রেপ্তার মীনাক্ষী, সুজনরা

আসানসোল ও কলকাতা, ১০ অগাস্ট : কেন্দ্র ও রাজ্যের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, শ্রমকোড বাতিল, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে সোমবার দেশজুড়ে আইন অমান্য ও জেল ভরো কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বামেরা। এদিন এই কর্মসূচি সফল করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পথে নামে বামপন্থী সংগঠনগুলি। কিন্তু এই অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বাঁকুড়া, আসানসোল সহ বিভিন্ন জেলায়। আসানসোলে গ্রেপ্তার করা হয় সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ বাম নেতাদের। উত্তর ২৪ পরগনাতে পলাশ দাশ, গার্গী চট্টোপাধ্যায়দের এবং ডায়মন্ড হারবারে গ্রেপ্তার করা হয় সুজন চক্রবর্তীদেরও। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরও। শেষমেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামাতে হয় র‍্যাফ। বিভিন্ন জেলাতেই আটক করা হয় বাম নেতাদের। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষের জীবন জীবিকা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে দেবে এত জায়গা কোথায়।'

আসানসোলের কর্মসূচিটি চেলিডাঙা থেকে মিছিল শুরু হয়ে বার্নপুর রোড ধরে পুলিশ লাইনের দিকে এগোতে থাকে। আগে থেকেই ব্যারিকেড করে, জল কামান তৈরি রেখে পুলিশ মিছিল আটকেছে বলে অভিযোগ। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে চাইলে বাম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের। যদিও ভগৎ সিং মোড়ের কাছে পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যান তাঁরা। পরে ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা হলে পুলিশের সঙ্গে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মীনাক্ষীরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী বলেন, 'সাধারণ মানুষ ও সংবিধান রক্ষার স্বার্থে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর এবং বস্তিবাসীরা পথে নেমেছেন। জনরোষ চরম সীমায় পৌঁছেছে। অধিকারের দাবিতে আমাদের এই লড়াই, আন্দোলন চলবে।' বীরভূমে জেলা শাসকের দপ্তরের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম। কিন্তু সিউড়ির মূল রাস্তাতেই তাদের মিছিল আটকায় পুলিশ। একাধিক বাম নেতা-নেত্রীকে আটকও করে পুলিশ। হুগলির কর্মসূচিতে কর্মী-সমর্থকদের পুলিশ আক্রমণ করে বলে অভিযোগ।

তিরঙ্গা যাত্রায় সম্প্রীতির বার্তা মহানগরে

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : এবার সরকারি উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হবে গোটা রাজ্যে। সোমবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশব্যাপী 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রায় কলকাতার কেন্দ্রীয় মিছিলে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাখি বন্ধন উৎসব পালনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঐক্য ও সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাখি বন্ধন উৎসবকে সরকারিভাবে পালন করার ঘোষণা করলাম। ধর্মীয় মাহাত্ম নয়, নিজেদের মধ্যেকার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত সেরা করার লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করব।'

'হর ঘর তিরঙ্গা'র কেন্দ্রীয় মিছিলের জন্য ৭০ হাজার জাতীয় পতাকা সরকারি উদ্যোগে বিলি করার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। রাজপথে এই জমায়েতে সরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যোগদানের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকদের উপস্থিতিও নজর কেড়েছে। এর পাশাপাশি এই কর্মসূচিকে সফল করতে কেন্দ্রীয়ভাবে সক্রিয় ছিল দল। কলকাতার তিনটি জেলা সংগঠন ও পার্শ্ববর্তী দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া থেকে গাড়ি বোঝাই করে লোক আনা হয়েছিল। মিছিলকে আকর্ষণীয় রূপ দিতে চেষ্টার কোনও কসুর ছিল না সরকারের। এবার এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ শামিল হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নিজেই জাতীয় পতাকা হাতে এই কর্মসূচিতে শামিল হলেন তিনি। তাঁর পাশে ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল, দিলীপ ঘোষ, শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল

অভয়ার মাকে পাশে নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

খাঁ, দীপক বর্মন, অর্জুন সিং সহ বহু নেতা ও মন্ত্রী।

ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তি থেকে বিড়লা তারামণ্ডল পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করে রাজ্য। বেলুন উড়িয়ে ও রাষ্ট্রীয় গীত বন্দেমাতরম গানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রথম রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন, আপনারা সকলে প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে হর ঘর তিরঙ্গা কর্সূচিকে সফল করুন।' দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রীর ডাক এখানে পৌঁছাতে দেওয়া হত না। অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে হত, পশ্চিমবঙ্গে করতে না দেওয়াটা রাষ্ট্রনীতি হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত করা হয়েছিল। সেখান থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। রাজ্যের মানুষ ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিরঙ্গা যাত্রা করতে চাইছে।'

West Bengal Labour Welfare Board
P-3, C.I.T. Scheme, VII M, Kankurgachi, Kolkata-700054
N.I.T. No.: WBLWB/323/ETENDER/ 2026, Dt. 05.08.2026
Tender is hereby invited for **Catering Services, Infrastructure Decoration and other items** for organizing Sports (such as Track & Field) Chess, Volleyball, Football, etc., Cultural Programme/Competition & other events in Kolkata and different districts within the State. Necessary information may be seen in the website **https://wbtenders.gov.in** **Published Date of NIT:** 11.08.2026. **Bid Submission Start date:** 11.08.2026 (online). **Bid Submission closing date:** 24.08.2026 (online).

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৮৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

চিন্তায় লাগাম

একদিনে দুই না। নয়াদিল্লি ও কলকাতায়। উভয় ক্ষেত্রেই না মুক্তচিন্তায়। কলকাতায় নেহা বোরার সভার অনুমতি বাতিল। নয়াদিল্লিতে উমর খালিদের লেখা বই নিয়ে আলোচনায় না। দুই জায়গায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি বাতিল করেছে একেবারে শেষমুহূর্তে। নেহা এখন ছাত্র আন্দোলনের সর্বভারতীয় পরিচিত মুখ। উমর জনপ্রিয় ছিলেন ছাত্র নেতা হিসেবে। যিনি ১০ বছর ধরে জেলে বন্দি। কলকাতায় নেহার ভাষণ দেওয়ার কথা।

অনুমতি বাতিলের অর্থ সরাসরি কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা। দুজনই তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি। দেশের শাসক শিবিরের উদ্দেশে উভয়ই প্রশ্নের তর্জনী তুলেছেন। তাহলে কি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। ভাগবত তরুণ প্রজন্মের কথা ধৈর্য ধরে শোনার পরামর্শ দিয়েছেন। সেকথা শাসকের পক্ষে বিরক্তিকর ও বিরোধী অবস্থানের হলেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নবীন প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী বলে বার্তা দিচ্ছেন। তাহলে সেসব কি শুধু কথার কথা?

নেহা ও উমর শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজেদের অবস্থানে দৃঢ়। জেল খেটেও উমরের সেই অবস্থানে বিন্দুমাত্র খামতি পড়েনি। দুজনই নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। নেহা এখনও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। উমর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে ফেলেছেন। তাঁর যে বইটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, তা আসলে সেই পিএইচডি থিসিসটি।

নেহার ভাষণ ও উমরের বই নিয়ে আলোচনার কর্মসূচি বাতিলের পক্ষে যুক্তি কী? নেহা শুধু সর্বভারতীয় ছাত্র নেতা নন, তিনি ছাত্র সংগঠন 'আইসা'র সর্বভারতীয় সভাপতি। 'আইসা' ঘোষিতভাবে নকশালপন্থার সমর্থক। উমরের বিরুদ্ধে দেশের সরকারের দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আছে। কার্যত বিনা বিচারে তিনি ১০ বছর কারাগারে আটক আছেন। প্রকাশ্যে কী বলা হচ্ছে। কলকাতায় আইসা নেত্রীর কর্মসূচি ছিল মৌলালি যুবকেন্দ্রে, যা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ওই একইদিনে শহিদ ক্ষুদিরাম দিবসের কর্মসূচি থাকায় সেখানে নেহাকে ভাষণ দিতে দেওয়া যাবে না। শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস কোনও আকস্মিক কর্মসূচি নয়। সেটা জানা থাকা সত্ত্বেও আইসা নেত্রীকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের জবাব মেলেনি। খালিদের বই 'ফ্র্যাকচার্ড কমিউনিটিজ' নিয়ে আলোচনার জন্য জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) একটি অডিটোরিয়াম আগাম বুক করা ছিল। তাহলে সেই বুকিং বাতিল হল কেন?

জেএনইউ কর্তৃপক্ষ সাফাই দিয়েছে, বুকিং করার সময় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশদে জানানো হয়নি। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে অর্ধসমাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুকিং দেওয়া হয়েছিল কেন? স্বভাবতই এই প্রশ্নের উত্তর নেই জেএনইউ-এর কাছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আলোচনার গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করে পিছু হটেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জেএনইউ কর্তৃপক্ষ। অথচ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তচিন্তার চর্চার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেকদিন থেকে পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠান যেমন বাম নেতা প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরির জন্ম দিয়েছিল, তেমনই বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী। যা থেকে বোঝা যায়, মুক্তচিন্তার অভিমুখ সবসময়ই নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি। মুক্তচিন্তা এমনই। যা বিভিন্ন লোককে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে শেখায়। সেই চিন্তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজের নিজের অবস্থান ও ভবিষ্যতের চলার পথ ঠিক করে নেন।

এই হল বাকস্বাধীনতার মর্মবস্তু। যা আমাদের দেশের সংবিধান স্বীকৃত। নেহা হয়তো কলকাতার অন্য জায়গায় রামমোহন হলে ভাষণ দেবেন শেষপর্যন্ত। কিন্তু উমর খালিদের বই নিয়ে আলোচনা শেষপর্যন্ত হবে কি না, তা অনিশ্চিত। এসবই বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার শামিল। ভাগবত ও মোদির বক্তব্যের মূল বিষয়ের চেয়ে যার অনেক তফাত। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই দ্বিচারিতার অভিযোগ উঠতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা এতে চিন্তায় লাগাম পরানোর চেষ্টা স্পষ্ট।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ছাত্র ক্ষোভ ও রাজনীতির নতুন অঙ্ক

নিট কেলেঙ্কারি ও দিল্লির রাজপথে জেন জেড প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ মোদি সরকারের অহংকারে সপাটে ধাক্কা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আত্মতুষ্ট শাসকদলের এই রক্তক্ষরণকে বিরোধীরা শেষপর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বিকল্পে রূপ দিতে পারবে কি না, সেটাই এখন জাতীয় রাজনীতির আসল কোটি টাকার প্রশ্ন।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

দিল্লিতে জেন জেডের বিক্ষোভ। -ফাইল চিত্র

রাজনীতিতে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে— দেওয়ালের লিখন সময়মতো পড়তে না পারলে সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে। নিট-ইউজি ২০২৬-এর নজিরবিহীন প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জেরে দিল্লির বুকে আছড়ে পড়া ছাত্র আন্দোলন ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বকে ঠিক সেই অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সামনেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জেন জেড প্রজন্মের ক্ষোভের মাত্রা ও তীব্রতা বুঝতে কেন্দ্র যে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিল, তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আর সেই ভুলের মাশুল দিতে গিয়েই শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কুর্সি ছাড়তে হয়েছে। যে নরেন্দ্র মোদিকে সচরাচর কোনও চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে দেখা যায় না, কৃষক আন্দোলনের দীর্ঘ অচলাবস্থার পর ফের একবার তরুণ সমাজের অদম্য জেদের কাছে তাঁকে একপ্রকার পিছু হঠতেই হল। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়— শাসকদল যে ব্যাকফুটে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই; কিন্তু এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক ফায়দা তুলে বিরোধীরা কি সত্যি পারবে নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে?

পুরো ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সরকার শুরু থেকেই পরিস্থিতিকে চরম লঘু করে দেখেছিল। যখন যন্তরমন্তরে পরিবেশ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক অনশনে বসেছিলেন কিংবা অভিজিৎ দীপকের ডাকে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র ব্যানারে তরুণরা জড়ো হচ্ছিল, তখন শাসক শিবিরের অনেকেই বিষয়টিকে স্রেফ কিছু মেট্রো শহরের 'পাশ্চাত্য মানসিকতার' তরুণদের ক্ষোভ বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতার বয়ান তো এমনও ছিল যে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া মানে ছাত্ররা নাকি প্রস্তুতির জন্য 'আরও বেশি সময়' পেল! মধ্যবিত্ত পরিবারের যে তরুণ-তরুণী দিনরাত এক করে সরকারি চাকরির বা প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাঁদের কাটা ঘায়ে এই বয়ান নির্লজ্জ নুনের ছিটে দেওয়ার মতো কাজ করেছিল। উপরন্তু বেকার তরুণ-তরুণীদের নিয়ে বিচার ব্যবস্থার অবমাননাকর মন্তব্য সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়।

সরকারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল ২০ জুলাই, সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে ছাত্র বিক্ষোভের ওপর দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার। সিএএ বিরোধী আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক মেরুকরণ করে একে কোনও নির্দিষ্ট কোণঠাসা গোষ্ঠীর প্রতিবাদ বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়নি। কারণ আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা কোনও দলের ক্যাডার ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন দেশের বৃহত্তর মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই বরাবর নরেন্দ্র মোদির কট্টর সমর্থক ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। ফলে টেলিভিশনের পর্দায় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের লাঠি আর রক্তাক্ত ছাত্রদের ছবি যখন প্রতিটি ড্রয়িংরুমে পৌঁছে গেল, তখন মোদি সরকারের পক্ষে ড্যামেজ কন্ট্রোল করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টও স্পষ্ট করে দেয় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই তরুণ প্রজন্ম যদি বেঁকে বসে, তবে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট বা পঞ্জাবের মতো আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কপালে চরম দুর্ভোগ নাচছে।

তবে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দিয়ে কি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে গেল? সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, রোগটা অনেক গভীরে। সরকার এবং তাদের সমর্থক গোষ্ঠী পুরো বিষয়টিকে স্রেফ একটি 'পরীক্ষা পরিচালনার প্রযুক্তিগত ত্রুটি' কিংবা কিছু অসাধু চক্রের কাজ হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু সত্যটা হল, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক গভীর পচনের শিকার। বছরের পর বছর কোচিং সেন্টারের খাঁচায় বন্দি থাকা, ডিগ্রি পাওয়ার পরেও চাকরির নিশ্চয়তাহীন এক অনিশ্চিত অন্ধকারের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের যুবজীবন। যে তরুণ সমাজ আজ অর্থনৈতিকভাবে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, সরকার তাদের কয়েকটা সস্তা ললিপপ ধরিয়ে দিয়ে ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করছিল। কিন্তু আত্মসম্মান ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের দাবিতে রাজপথে নামা এই জেন জেড প্রজন্ম বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারা স্রেফ প্রতিশ্রুতির মোড়কে নিজেদের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখতে রাজি নয়।

এখন বড় প্রশ্ন হল, বিরোধীরা এই মোক্ষম সুযোগটাকে কতটা নিজেদের পালে হাওয়া টানার জন্য ব্যবহার করতে পারছে?

বিজেপির এই রক্তক্ষরণ নিঃসন্দেহে বিরোধী শিবিরের মনোবল বাড়িয়েছে। বিশেষ করে যখন প্রধানমন্ত্রী আবাসের সামনে ধর্না দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে রাহুল গান্ধির রক্ত ঝরার ছবি কিংবা অখিলেশ যাদবকে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সারা দেশে আলোড়ন ফেলেছে, তখন কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মতো দলগুলো যুবসমাজের পাশে দাঁড়ানোর জোরালো বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বা উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার মতো দলগুলো যখন অভ্যন্তরীণ নানা টানাপোড়েনে কিছুটা ব্যাকফুটে, তখন জাতীয় রাজনীতিতে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই এই সরকার-বিরোধী হাওয়াকে প্রধান চালিকাশক্তি করতে চাইছে।

শুধু এক মন্ত্রীর ইস্তফা বা কিছু কর্তাকে ছাঁটাই করে শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া অসম্ভব। কোচিং কালচারের ফাঁদ আর কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা আজ দেশের মধ্যবিত্ত তরুণদের চরম ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তবে সরকার যেমন ভুল পদক্ষেপে নাকানিচোবানি খেয়েছে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটও কিন্তু এই গণবিক্ষোভকে নিছক 'মোদি বনাম রাহুল' রাজনৈতিক দ্বৈরথে নামিয়ে এনে হতাশ করেছে। কোনও স্পষ্ট নীতিগত রূপরেখা ছাড়া কেবল সরকার-বিরোধিতা করে জেন জেড প্রজন্মের আস্থা অর্জন করা বিরোধীদের পক্ষেও সহজ হবে না।

কিন্তু এখানেই বিরোধীদের আসল রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সংসদ ভবনে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য যে নীতিগত ও গঠনমূলক বিকল্প ভাবনার রূপরেখা বিরোধীদের পেশ করা উচিত ছিল, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে আবারও চিরাচরিত 'মোদি বনাম রাহুল' দ্বৈরথে পরিণত হল। যুবসমাজ আজ পুরোনো ধাঁচের এই রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি দেখে ক্লান্ত। তারা এমন এক রাজনৈতিক বিকল্প চাইছে, যা শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবে না, বরং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা, বাস্তবসম্মত কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার এক স্পষ্ট রূপরেখা সামনে রাখবে।

বিরোধী দলগুলোকে মনে রাখতে হবে, ছাত্ররা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের জন্য যে লড়াই চালিয়েছে, তা ছিল পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত এবং অরাজনৈতিক। বিরোধীরা যদি ভেবে বসে যে ছাত্র আন্দোলনের এই ক্ষোভ আপনাআপনি তাদের ব্যালট বাক্সে এসে ভোট হয়ে জমা পড়বে, তবে তারা মস্ত বড় রাজনৈতিক ভুল করবে। তরুণ প্রজন্মের এই নতুন শক্তির কাছে কোনও দলই 'অচ্ছুৎ' বা 'চিরস্থায়ী পছন্দের' নয়। তারা যেমন বিজেপি সরকারের দীর্ঘকালীন অহংকারকে চুরমার করতে পারে, তেমনই বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প না পেলে বিরোধীদেরও অনায়াসে বর্জন করার ক্ষমতা রাখে।

অন্যদিকে, বিজেপিও যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এমন নয়। ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামার সুনাম তাদের রয়েছে। ইমেজ ফেরাতে ইতিমধ্যেই নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন, এনটিএ-র একাধিক শীর্ষ কর্তাকে ছাঁটাই এবং কঠোর অ্যান্টি-পেপার লিক বিলের মতো পদক্ষেপ নিয়ে তারা ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণ আর দলীয় অনুগামীদের একচ্ছত্র প্রভাব কায়েম হয়েছে, তাতে খোলস বদলে কতখানি আসল সংস্কার হবে, তা নিয়ে বড়সড়ো সংশয় থেকেই যায়।

সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর এই ছাত্র আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিকে এক অভূতপূর্ব বাঁকে এনে দাঁড় করিয়েছে। জেন জেড প্রজন্ম বুঝিয়ে দিল যে, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়েও সরকারের শীর্ষ স্তরকে কাঁপিয়ে দেওয়া সম্ভব। শাসকের দাম্ভিকতা যেমন রাজপথে ধাক্কা খেয়েছে, তেমনই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সামনেও হাজির হয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতার এক অগ্নিপরীক্ষা। এই উত্তাল ছাত্র ক্ষোভকে বিরোধীরা কি বাস্তবসম্মত নীতি ও বিশ্বাসের শক্তিতে এক সুসংহত রূপ দিতে পারবে, নাকি সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার তাগিদে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবে? আগামীদিনের রাজনীতি সেই উত্তরের ওপরেই নির্ভর করছে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে শহিদ হন ক্ষুদিরাম বসু।

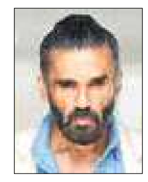

১৯৬১

অভিনেতা সুনীল শেট্টির জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমি কথা বললে বামেদের আপত্তি নেই। ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে একই কথা বললে তারা অস্বস্তিতে পড়ে। মুসলিম মৌলবাদীরা অন্যায় করলেও তাদের সমালোচনা বামপন্থীদের একাংশ সহ্য করতে পারে না। হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদকে আলাদা চোখে দেখা মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, সেটা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

স্বামী রবার্টের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে জাপান থেকে উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে ছুটে এলেন স্ত্রী মিয়াকো। এর আগেও তাঁরা এখানে এসেছিলেন। সরযু নদীর পবিত্র জলে স্বামীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেন। ভালোবাসার টান মন ছুঁয়েছে নেটিজেনদের!

ভাইরাল/২

৫ লক্ষ টাকা প্লাস্টিকে মুড়ে চাষের জমিতে পুঁতে রেখেছিলেন রাজস্থানের বালোত্রার এক কৃষক। তারপর বেমালুম ভুলে যান কোথায় রেখেছেন। কয়েকমাস বাদে প্যাকেটটি খুঁজে পান। প্লাস্টিক খুলে দেখেন টাকার বেশিরভাগই গিয়েছে উইপোকার পেটে।

জনমন
জনমত

মমতাকে আক্রমণের ঘটনায় ধিক্কার জানাই

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলের অপকর্মের সাজা ভোটের মাধ্যমে জনগণ দিয়ে দিয়েছেন। ভোট পরবর্তীতে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের উপর ডিম ছুড়ে আক্রমণ যেমন সাধারণ নাগরিক হিসেবে পছন্দ করিনি, তেমনি ৯ অগাস্ট হালিশহরে মমতার গাড়ির উপরে আক্রমণের নিন্দা করছি। আমরা জানি তিনি অনেক অপকর্মের মূল মাথা, তবুও বলছি তিনি একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সর্বোপরি তিনি একজন মহিলা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা যদি কোনও চুরি বা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে অবশ্যই আইনগতভাবে তাঁদের বিচার করা উচিত। কিন্তু প্রকাশ্যে এইভাবে হেনস্তা করে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়।

সাধারণ মানুষ অনেক আশা নিয়ে তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপিকে রাজ্যের ক্ষমতায় এনেছে। আশা করি, বিজেপির কার্যকর্তারা তৃণমূলের ঘৃণ্য আচরণ, চাকরি চুরি, পাথর চুরি, বালি চুরি ও তোলাবাজি সহ সমস্ত অপকর্ম থেকে দূরে থেকে মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। আমরা সাধারণ নাগরিক সরকারের ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করব, তেমনই খারাপ কাজের সমালোচনা করব। এটাই গণতন্ত্র।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পর্যটনমন্ত্রীকে কুর্নিশ

২৮ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'মন্ত্রীর ভাবনায় সূর্য সেন পার্ক' শীর্ষক খবরটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল বিপ্লবী আত্মাহুতি দিয়েছেন, মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষকে সামনে রেখে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বাংলার উৎসর্গীকৃত এই মহান বিপ্লবীর মূল্যায়নে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কের যে বহুবিধ উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শিলিগুড়ি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ ও পাঠাগারের তরফে তাঁকে কুর্নিশ জানাই।

যিশুতোষ সেন
সম্পাদক, শিলিগুড়ি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ ও পাঠাগার।

সংরক্ষণ : ন্যায়, প্রয়োজন ও পুনর্বিবেচনা

সামাজিক বঞ্চনা দূর করতে সংরক্ষণ প্রয়োজন, তবে প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করাও জরুরি।

আবীরলাল মণ্ডল

ভারতে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংরক্ষণবিরোধী প্রচার সেই পুরোনো বিতর্ককে ফের সামনে এনেছে। উচ্চবর্ণের মানুষের একটি অংশের অভিযোগ, একই পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও জন্মপরিচয়ের কারণে কেউ সুযোগ পাচ্ছেন, অথচ বেশি নম্বর পেয়েও আর্থিকভাবে দুর্বল সাধারণ শ্রেণির তরুণ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু সংরক্ষণের উদ্দেশ্য শুধু দারিদ্র্য দূর করা নয়। এতে রয়েছে সামাজিক বৈষম্য, জাতিগত বঞ্চনা এবং শিক্ষা, চাকরি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং সামাজিক বঞ্চনা এক জিনিস নয়। একজন দরিদ্র সাধারণ শ্রেণির ছাত্র অর্থের অভাবে পিছিয়ে পড়তে পারেন, অন্যদিকে একজন দলিত বা আদিবাসী ছাত্র অর্থনৈতিক অসুবিধার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যের উত্তরাধিকারও বহন করতে পারেন। তাই সংরক্ষণকে শুধু দরিদ্রের সুবিধা হিসেবে দেখলে এর সাংবিধানিক ভিত্তি আড়াল হয়ে যায়।

স্বাধীনতার আগে থেকেই সামাজিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোলহাপুরের ছত্রপতি সাহু মহারাজ ১৯০২ সালে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের পুনা চুক্তির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরিবর্তে বঞ্চিত শ্রেণির জন্য সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেই সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা হয়। স্বাধীনতার পরে সংবিধান তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির জন্য শিক্ষা, সরকারি চাকরি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হয়। ১৯৯২ সালের ইন্দ্রা সাহনী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই সংরক্ষণ বহাল রাখে এবং সাধারণভাবে ৫০ শতাংশের সীমা নির্ধারণ করে। আদালত অবশ্য ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথাও স্বীকার করেছিল। ফলে রাজ্যভেদে সংরক্ষণের কাঠামো এক নয়। তামিলনাড়ুতে ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। তবে রাজ্যভিত্তিক ব্যবস্থাকে সর্বভারতীয় নিয়ম হিসেবে দেখা ঠিক নয়।

তথ্যের গুরুত্বও গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালের জনগণনায় তপশিলি জাতির অংশ ছিল ১৬.৬৩ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতির অংশ ৮.৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তাঁদের জন্য সংরক্ষণের হার যথাক্রমে ১৫ ও ৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জনসংখ্যার ৫২ শতাংশের বহুল উদ্ধৃত হিসাবটি মণ্ডল কমিশনের ১৯৩১ সালের জনগণনাভিত্তিক অনুমান। ২০১১ সালের জনগণনায় সর্বভারতীয় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জনসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ সরকারি হিসাব প্রকাশিত হয়নি। এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৭ সালের জনগণনায় জাতিগণনা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে সংরক্ষণ নীতির পুনর্মূল্যায়নে আরও নির্ভুল তথ্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

দরিদ্র সাধারণ শ্রেণির তরুণ কেন সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না, এই প্রশ্নও বৈধ। তার উত্তর তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ তুলে দেওয়া নয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতার ভিত্তিতে ১০৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হয়েছে এবং ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট তা সাংবিধানিকভাবে বহাল রেখেছে। সংরক্ষণ যেন উন্নত সরকারি শিক্ষা, পুষ্টি, প্রশিক্ষণ, বৃত্তি ও কর্মসংস্থানের বিকল্প না হয়ে ওঠে। পুরুলিয়ার দরিদ্র সাঁওতাল শিশু এবং কলকাতার সচ্ছল পরিবারের শিশুর পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ এক নয়। সমতা প্রতিষ্ঠার অর্থ তাই শুধু শেষ ধাপে কয়েকটি আসন সংরক্ষণ নয়, বরং শুরু থেকেই পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা।

সংরক্ষণ ভারতের সামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক হাতিয়ার। এর ফলে বহু বঞ্চিত মানুষ শিক্ষা, চাকরি, প্রশাসন ও রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সংরক্ষণ জাতপাতের অবসান ঘটাতে পারেনি। আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতের কারণে বৈষম্য, সামাজিক বয়কট এবং আন্তঃজাত বিবাহকে কেন্দ্র করে হিংসার ঘটনা ঘটে। তাই সংরক্ষণকে না সম্পূর্ণ বাতিল করা যায়, না তাকে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা হিসেবে দেখাই যুক্তিসংগত। প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন, যাতে সুবিধা প্রকৃত বঞ্চিতের কাছে পৌঁছায়। একইসঙ্গে উন্নত শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে বৈষম্যের মূল কারণগুলির মোকাবিলা করতে হবে। সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের মধ্যে প্রকৃত ভারসাম্যের পথ সেখানেই।

(লেখক অক্ষরকর্মী ও এডুকেটর।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বাধা, বিঘ্ন বা রোকটোক ৩। ভোরবেলা বা সকালবেলা ৫। ভালো-খারাপ বা কল্যাণ ও অকল্যাণ ৬। পৌরাণিক এক পাহাড়ের নাম ৭। আপদ-বিপদ বা সংকট ৯। যা জোর করে দখল করা হয়েছে ১২। মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩। মনে খুব দুঃখকষ্ট বা আঘাত পাওয়া।

উপর-নীচ : ১। সদা, সর্বদা বা সব সময় ২। সমুদ্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৩। সাময়িক বিরতি বা অব্যাহতি ৪। এই প্রাণীর সঙ্গে সাপের শত্রুতা আছে ৫। গভীর আওয়াজ ৭। সুবিধের লোক নয়, দুষ্ট প্রকৃতির ৮। যিনি খুব রেগে আছেন ৯। শারীরিক আঘাত বা চোট ১০। বীণার মতো এক ধরনের বাজনা ১১। জীবনসঙ্গী বা স্বামী।

সমাধান ■ ৪৫১৯

পাশাপাশি : ১। শমন ৪। বাবলা ৫। যোগ ৭। তলব ৮। বিভীতক ৯। প্রত্যাহৃত ১১। বিবাস ১৩। মাসি ১৪। বনেট ১৫। লেপন।

উপর-নীচ : ১। শঙ্কিত ২। নবাব ৩। ওলাবিবি ৬। গন্ধক ৯। প্রতিমা ১০। তরিবত ১১। বিটলে ১২। সন্ধান।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শেখ হাসিনাকে ফেরত চায় ঢাকা

তারেক-দীনেশ সৌজন্য সাক্ষাৎ 'ইতিবাচক'

ঢাকা, ১০ অগাস্ট : অবশেষে! বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' করলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। শেখ হাসিনার পতনের পর ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচিত সরকার গঠনের পর নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ ছিল। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও কার্যকর এবং গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সেরে বেরিয়ে দৃশ্যতই খুশি দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'আমরা শুধু সীমান্তই ভাগ করি না, আমরা স্বপ্নও ভাগ করি।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'খুবই ভালো লাগলো। আমি কূটনীতিক নই। এটা ছিল জনগণের প্রতিনিধির সাথে জনপ্রতিনিধির সাক্ষাৎ। আমি খুবই আনন্দিত যে ওনার সাথে আমার দেখা হল। দেখা হওয়ার সাথে সাথে মনে হয়নি যে প্রথমবার আমি ওনার সাথে দেখা করেছি। খুবই ভালো। খুবই বিনয়ী।'

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় ভারতে আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা। ২০২৪-এ কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে ভয়াবহ দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এরপর থেকেই ভারতে তাঁর অবস্থানকে কেন্দ্র করে দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়।

এর পাশাপাশি, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ এবং তাঁর সহযোগী আলমগীর হোসেনকে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তারের পর দ্রুত ফেরত পাঠানোর দাবি জানানো হয়েছে ঢাকার তরফে। ভারতে আটক অন্যান্য আসামিদের হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও দিল্লির কাছে সক্রিয় সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

এদিনের বৈঠকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে ঢাকায় নিজের দুই মাসের কাজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন দীনেশ ত্রিবেদী। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তাৎপর্য তুলে ধরে ভারতের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। বাংলাদেশও সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে দুই দেশের বন্ধুত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে। এদিনই ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ এবং বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গেও আলাদা করে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দু-পক্ষের মধ্যে নিরাপত্তা ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা তারেক ও দীনেশের। সোমবার ঢাকায়।

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও... পড়ুয়াদের বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার রাঁচিতে। সোমবার।

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত শতাধিক

বোগোটা, ১০ অগাস্ট : কয়েক সেকেন্ডের তাণ্ডব। আর তাতেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত কলম্বিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। সোমবার শক্তিশালী ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভয়াবহ এই দুর্যোগে অন্তত ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮৭ জন। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পশ্চিম কলম্বিয়ার চোকো প্রদেশের সান হোসে দেল পালমারের কাছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০৭ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের কেন্দ্র। রাজধানী বোগোটা-সহ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ইকুয়েডর ও পানামাতেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির খবর এসেছে পশ্চিম কলম্বিয়ার একাধিক এলাকায়।

পেরেইরা, কালি, কিবদো এবং মানিজালেস-সহ অন্তত ২০টি পুরসভা এলাকায় ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে। বহু বাড়ি ও অন্যান্য ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কিছু ভবন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারে রাতভর তল্লাশি চালাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীরা। দুর্গম এলাকায় পৌঁছনোই

এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমিকম্পের জেরে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। একাধিক বিমানবন্দরের পরিষেবাতেও সাময়িক প্রভাব পড়ে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে কলম্বিয়া সরকার। প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েলা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করাই এখন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এদিকে, ভূমিকম্পের পর আফটারশকের আশঙ্কাও রয়েছে। উদ্ধারকাজের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একের পর এক জীবনের সন্ধান চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। ভয়াবহ কম্পনের পর এখন কলম্বিয়ার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- আর কতজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব?

ঝাড়খণ্ডে জেপিএসসি-তে দুর্নীতির প্রতিবাদ

ছাত্রদের ঠেকাতে লাঠি, জলকামান

রাঁচি, ১০ অগাস্ট : ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (জেএসএসসি) নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল রাঁচিতে। সোমবার হাজার হাজার পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী বিধানসভা অভিযানের ডাক দিলে তাঁদের থামাতে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীরা এগোনোর চেষ্টা করলে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। দুপুরের মধ্যে বিধানসভা চত্বরে পৌঁছে যায় আন্দোলনকারীরা। সেখানেই অবস্থান করতে থাকে তারা। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বিধানসভা ভবন। রাতের দিকে বিশাল পুলিশবাহিনী তাড়া করে আন্দোলনকারীদের হঠিয়ে দেয়। তবে গভীর রাতে পড়ুয়াদের একাংশ ফের বিধানসভা চত্বরের আশপাশে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলে বেশ কিছুক্ষণ। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে জেপিএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল খিয়াংতেকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। পাশাপাশি, সিআইডির তলবের পর কমিশনের তিন সদস্যও পদত্যাগ করেছেন।

সরকারের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কয়েক দফা বৈঠক হলেও জট কাটেনি। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, বিতর্কিত পরীক্ষাগুলি বাতিল করে সিবিআই তদন্ত নিশ্চিত করা। গত ৯ দিন ধরে অনশনরত ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো সোমবার অসুস্থ অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে করেই মিছিলে যোগ দেন। পুলিশি বাধার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'সরকারই এই বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে। আমার অনশনের চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছে আমাদের আটকানোর জন্য দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া। সরকার কেন এই বিশৃঙ্খলা চাইছে?'

আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের পর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমারের অভিযোগ, 'শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছিল। সরকার ১৪তম জেপিএসসি পরীক্ষা বাতিল সহ অধিকাংশ দাবি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্বার্থে হাইজ্যাক করেছে এবং ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে হিংসার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

> **অহিংস আন্দোলনে পুলিশি হামলার আমরা কড়া নিন্দা জানাই। ছাত্রদের অধিকার আছে কথা বলার। ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত শিক্ষার্থীদের কথা শোনা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।**
>
> **রাহুল গান্ধি**
> লোকসভার বিরোধী দলনেতা

অন্যদিকে, বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়ে আটক হয়েছেন বিজেপির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা গত ১৫ দিন ধরে রাজপথে অনশন করছে, হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। আর এই একনায়কতান্ত্রিক সরকার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ না করে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করছে। সরকার অনিয়ম ধামাচাপা দিতেই সিবিআই তদন্তের দাবি এড়িয়ে যাচ্ছে।'

আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, 'সীমান্তের শত্রুদের জন্যই অস্ত্র তৈরি হয়। আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে ন্যায়বিচার দেওয়া হবে। আর এই সমস্যার সমাধান লাঠি-বন্দুক নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। শত্রুপক্ষের ফাঁদে পা দেবেন না।'

জেএমএম-কংগ্রেস শাসিত ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়া-পুলিশ সংঘাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদরত শিক্ষার্থীদের ওপর বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ ভুল। ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, অহিংস আন্দোলনে পুলিশি হামলার আমরা কড়া নিন্দা জানাই। ছাত্রদের অধিকার আছে কথা বলার। ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত শিক্ষার্থীদের কথা শোনা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।'

সরকারের দাবি, তারা আন্দোলনকারীদের ৯৮ শতাংশ দাবি মেনে নিয়েছে। তবে জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চের নেতা রবীন্দ্র পাসোয়ানের স্পষ্ট বার্তা, '১৩টির মধ্যে মাত্র ৩টি পরীক্ষা বাতিলের আশ্বাস দিয়েছে সরকার। সিবিআই তদন্তের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না।' এদিকে, পুলিশের ছোড়া জল কামানকে কেন্দ্র করে এদিন দেখা গিয়েছে এক 'জলছবি'। পাটনার নিট আন্দোলনের মতোই রাঁচিতেও শিক্ষার্থীদের একাংশকে ক্ষোভ ভুলে জলকামানের ধেয়ে আসা জলের নীচে নাচতে দেখা যায়।

লালকেল্লায় এবার বন্দে মাতরম গান

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : দেশের আশিতম স্বাধীনতা দিবসে এক নতুন ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। এই প্রথম ১৫ অগাস্ট লালকেল্লায় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশিত হবে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বন্দে মাতরম-এর এবার সার্ধশতবর্ষপূর্তি চলছে। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত। সোমবার এই তথ্য দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকের সচিব আরকে সিং। লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রেও রাখা হয়েছে বন্দে মাতরম-এর ছ'টি স্তবককে।

সরকারি অনুষ্ঠানে এখন নিয়ম করে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগনমন'-র মতো জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' পরিবেশিত হয়। তার সময়ও নির্দিষ্ট। বিধি অনুযায়ী, বন্দে মাতরম-এর ছটি স্তবক ১৯০ সেকেন্ডে (৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড) -এ পরিবেশন করতে হয়। ১৫ অগাস্টের নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লালকেল্লায় পৌঁছানোর পর বাজানো হবে বন্দে মাতরম। উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবেন। তারপরে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। এবারের স্বাধীনতা দিবসের মূল বিষয় যুবশক্তি। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তুলে ধরা হবে তরুণদের অবদানের কথা। যুবশক্তির বিশেষ কুচকাওয়াজে প্রায় ২,৫০০ এনসিসি ক্যাডেট, 'মাই ভারত' ভলান্টিয়ার লালকেল্লার উল্টোদিকে মানবশৃঙ্খলে বন্দে মাতরম তৈরি করবে। বায়ুসেনার এম-১৭ হেলিকপ্টার বন্দে মাতরম-এর ১৫০বছরের ব্যানার নিয়ে লালকেল্লায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ওপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডজয়ী ১৯জন মেধাবি শিক্ষার্থীকে। কুইজ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত দিল্লি সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে।

ইন্দিরার খুনির ছেলে পঞ্জাবের ভোটে প্রার্থী

চণ্ডীগড়, ১০ অগাস্ট : আসন্ন ২০২৭ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বড়সড় রাজনৈতিক চাল দিল সংগঠন 'ওয়ারিস পঞ্জাব দে'। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম হত্যাকারী বেয়ান্ত সিংয়ের পুত্রকে বিধানসভা ভোটের ময়দানে প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সংগঠনটির এই পদক্ষেপ রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র রাজনৈতিক ও আদর্শগত আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

কারাবন্দি প্রধান অমৃতপাল সিংয়ের নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনের সাম্প্রতিক নানা রাজনৈতিক তৎপরতা পঞ্জাবের রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর আগে লোকসভা নির্বাচনেও এই ধারার প্রার্থীরা ভোটের ময়দানে অংশ নিয়েছিলেন। এবার সরাসরি ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে প্রার্থী ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিজেদের নির্বাচনী উপস্থিতিকে আরও পোক্ত করতে চাইছে সংগঠনটি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত পঞ্জাবের সীমান্ত রাজনীতি এবং সার্বিক নির্বাচনী মেরুকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

হরমুজ এড়িয়ে ভারতকে জুড়তে তৎপর রাশিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট : ভূমধ্যসাগর আর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধাবহে আন্তর্জাতিক জলপথের নিরাপত্তা এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বসফরাস প্রণালী কিংবা হরমুজ প্রণালীর মতো ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথকে বাইপাস করতে এবার সরাসরি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত স্থলপথে রেললাইন পাতার ভাবনা

শুরু করেছে মস্কো। রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মারাত খুসনুলিন জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের কারণে 'ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর' থমকে থাকায় এই বিকল্প রেল যোগাযোগকে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

রুশ সংবাদ সংস্থা তাস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খুসনুলিন স্পষ্ট জানান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ওপর দিয়ে ভারত পৌঁছনোর যে কোনও কার্যকর বিকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তুত রাশিয়া। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়, তবে মস্কো থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সরাসরি পণ্যবাহী ট্রেনের এই রুট বদলে দিতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুরো মানচিত্রকেই। বর্তমানে চিন থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ১৩ হাজার কিলোমিটারের 'ইউ-মাদ্রিদ' লাইন পৃথিবীর দীর্ঘতম মালবাহী পথ।

তবে এই প্রকল্পের পথ কিন্তু মোটেও মসৃণ নয়। দুটি মহাদেশ ও চারটি দেশকে যুক্ত করার পাশাপাশি মূল কাঁটা পাকিস্তানের ভূখণ্ড। বৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তান দিয়ে যাওয়া ট্রেনের সুরক্ষা এবং কার্গোর নিরাপত্তার জন্য কতটা নিশ্চিত গ্যারান্টি পাওয়া যাবে, তার ওপরই নির্ভর করছে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রেল করিডোরের ভবিষ্যৎ।

রাম মন্দিরে ইন্টারভিউ

লখনউ, ১০ অগাস্ট : মঙ্গল ও বুধবার রাম মন্দিরের প্রথম সিইও নিয়োগের ইন্টারভিউ হবে। পাঁচ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে ১৮ জনকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। সিইও পদে যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে সনাতনী হিন্দু, সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ও নেশামুক্ত হতে হবে। ট্রাস্ট সূত্রে খবর, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সিইও পদে প্রাধান্য পাবেন। প্রশাসনিক কাজ সঠিকভাবে চালাতে মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তা বা সিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। ইন্টারভিউ নেবে উচ্চপর্যায়ের কমিটি।

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে ১০০

গুয়াহাটি, ১০ অগাস্ট : বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে অসমে। রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। রাজ্যের একাধিক নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নতুন আরও কিছু জায়গা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোলাঘাট জেলা। শুধু এই জেলাতেই ৭০ হাজার মানুষ বন্যাকবলিত। শিবসাগর জেলায় ৪০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যায় প্রায় ১২ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ও ফসল নষ্ট হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছে ৪৫৬টি গ্রাম।

অভিষেকের বিদেশযাত্রায় সায়

'মামলা আছে বলে চিকিৎসার অধিকার কাড়া যায় না'

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোখের চিকিৎসার জন্য তিন সপ্তাহের বিদেশযাত্রার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশ খারিজ করে এই সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলেই তাঁর মৌলিক চিকিৎসার অধিকার খর্ব করা যায় না। শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, 'প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিদেশে যাওয়ার এবং নিজের পছন্দের চিকিৎসা পরিষেবা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে।' আদালত মনে করিয়ে দেয়, মূল মামলাটি কেবল একটি নির্বাচনি ভাষণের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

এর আগে ৫ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেকের আর্জি খারিজ করেছিল কারণ, তিনি এসএসকেএম-এর গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সামনে হাজিরা দেননি। রাজ্য সরকারের পক্ষে এএসজি এসভি রাজু ১৬টি মামলার প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক আর দেশে নাও ফিরতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর জবাবে অভিষেকের আইনজীবী গোপাল শংকরনারায়ণন জানান, সাংসদ তাঁর 'অপারেশন সিঁদুর' কর্মসূচির জন্য পাওয়া কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করবেন এবং তাঁর পরিবার ভারতেই থাকে, তাই পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি আমেরিকায় পূর্বের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে চান।

শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অভিষেককে তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচি ও বিদেশে অবস্থানের ঠিকানা তদন্তকারী সংস্থাকে জানাতে হবে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে সেই ভ্রমণসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ না করে তার গোপনীয়তা রক্ষা করার কড়া নির্দেশও দিয়েছে বিচারপতিদের বেঞ্চ।

হকিংয়ের সঙ্গে একাসনে দীপক

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৬ সালের মর্যাদাপূর্ণ 'ডির্যাক পদক' পেলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক দীপক ধর।

ইতালির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্স (আইসিটিপি) পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা শাখায় দীর্ঘদিনের নিরলস গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ এই সম্মান প্রদান করেছে। অধ্যাপক ধরের সঙ্গে এবছর এই গৌরব ভাগ করে নিয়েছেন বার্নার্ড ডেরিডা, মার্ক মেজার্ড এবং হাইম সোম্পোলিনস্কি। ১৯৮৫ সাল থেকে চালু হওয়া এই পদকটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্টিফেন হকিংয়ের মতো বিশ্ববন্দিত পদার্থবিদরাও অতীতে এই সম্মান অর্জন করেছেন। ডির্যাক পদককে পদার্থবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

ডির্যাক পদক জয়ে

অধ্যাপক ধরের গবেষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হল 'স্যান্ডপাইল মডেল'। বালুকণার পতনের সাধারণ নিয়ম দিয়ে কীভাবে জটিল সিস্টেমের ভারসাম্য বোঝা সম্ভব, তা তিনি শিখিয়েছেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব বর্তমানে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, রাস্তার যানজট কিংবা অর্থনৈতিক বাজারের আকস্মিক অস্থিরতা বিশ্লেষণের কাজে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০২২ সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে তিনি অর্জন করেন পদার্থবিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্মান 'বোল্টজমান মেডেল'। এছাড়া তাঁর মুকুটে রয়েছে পদ্মভূষণ এবং শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের পালক।

১৯৫১ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে জন্ম দীপকবাবুর। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি কানপুর থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি আমেরিকার ক্যালটেকে যান। সেখানে কিংবদন্তি বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের অধীনে গবেষণার বিরল সুযোগ পান এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বিদেশের নিশ্চিত কেরিয়ার ছেড়ে দেশের টানে তিনি ফিরে আসেন টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে। পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে খুশি আইসিটিএস-বেঙ্গালুরুর এই অধ্যাপক বিনীতভাবে জানিয়েছেন, 'বোল্টজমান মেডেলজয়ী প্রথম ভারতীয় আমি হলেও, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সে আমার আগেও অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী দুর্দান্ত কাজ করেছেন।'

দোভালের 'এজেন্ট', ধৃত ভুয়ো আমলা

পাটনা, ১০ অগাস্ট : ধরা পড়লেন অজিত ডোভালের 'আন্ডারকভার এজেন্ট' বলে যিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন সেই মনীশ গুপ্ত ওরফে চিকু। রবিবার পুলিশ মনীশকে বিহারের খাগাড়িয়া জেলার জামালপুরের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বাড়ি থেকে বিদেশি মদ, একাধিক ফোন, এটিএম কার্ড, বহু ব্যাংকের কার্ড, হরিণের সিং, উদ্ধার হয়েছে। খাগাড়িয়ার এসপি জানিয়েছেন, মনীশ আইএএস অফিসার সেজে টেসলা গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন। ভুয়ো আইকার্ড দিয়ে প্রতারণা, জালিয়াতি করে বিপুল সম্পত্তি, অর্থ উপার্জন করেছেন।

বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্রাত্য মহিলা গবেষকরা

বিজ্ঞানচর্চায় জয়জয়কার সত্ত্বেও

বেঙ্গালুরু, ১০ আগস্ট : দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও উচ্চশিক্ষার পরিসরে মেয়েদের জয়জয়কার বাড়লেও কর্পোরেট দুনিয়া যেন এখনও পিছিয়ে সেই পুরোনো ধ্যানধারণাতেই। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম 'রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটিস্টিকস' অনুযায়ী, দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে মহিলা বিজ্ঞানীদের উপস্থিতি মাত্র ১৭.৮ শতাংশ! যা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির (২১.২ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে ভারতে সামগ্রিকভাবে মহিলা গবেষকদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। ২০২০-২১ সালে যেখানে এই অংশীদারিত্ব ছিল ১৮.৬ শতাংশ, ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে পৌঁছেছে ২৯ শতাংশে। গোটা দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ পূর্ণসময়ের গবেষকের মধ্যে দেড় লক্ষই এখন মহিলা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা গবেষকদের হার সর্বোচ্চ (৩৬ শতাংশ), আর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তা ২৮ শতাংশ। এমনকি সরকারি তহবিলে চলা গবেষণামূলক প্রকল্প পরিচালনায় মহিলাদের নেতৃত্ব এক লাফে বেড়ে ৩০ শতাংশ ছুঁয়েছে।

অথচ কর্পোরেট সেক্টর যখন গবেষণার খরচের দিক থেকে প্রায় সরকারের সমানে সমান (প্রতি ১০০ টাকায় সরকার খরচ করে ৪৮ টাকা, বেসরকারি সংস্থা ৪৫ টাকা), তখন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে মহিলাদের সুযোগ দেওয়ার বেলায় তাদের এই অনীহা চরম লিঙ্গবৈষম্যকেই তুলে ধরছে। দেশীয় বিজ্ঞান গবেষণায় নারীর মেধা কি তবে কেবল শিক্ষাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকবে? প্রশ্ন তুলছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সত্যজিতের ভূমিকায় জিতু, ঋত্বিক-রুদ্রনীল

গুপি গাইন বাঘা বাইন নির্মাণের পিছনের গল্প নিয়েই তৈরি হচ্ছে 'মহারাজা তোমারে সেলাম'। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্ত ঠিক এভাবে পথের পাঁচালির নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি নিয়ে তৈরি করেছিলেন অপরাজিত। সৃজিতের ছবিতে আছেন জিতু কমল, রুদ্রনীল ঘোষ, ঋত্বিক ভৌমিক, শতাব্দী রায় প্রমুখ। জিতু যখন আবারও এ ছবিতে আছেন, তখন তিনিই সত্যজিৎ হবেন, ধরে নেওয়া হয়েছে। ঋত্বিক ও রুদ্রনীল হয়তো গুপি ও বাঘা। প্রত্যেক ছবি নির্মাণের পিছনে একটা গল্প থাকে। সত্যজিতের এই রূপকথাকে পর্দায় নিয়ে আসার জন্য যে পথ পার হয়েছিলেন, সেই আড়ালের গল্প নিয়েই তৈরি হচ্ছে 'মহারাজা তোমারে সেলাম'। সৃজিতই বলেছেন, 'আমি গুপি গাইন বাঘা বাইন-এর জন্ম ও নির্মাণের সেই অবিশ্বাস্য সত্য কাহিনিই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।'

বস সৌরভ

বিগ বস-এর সঞ্চালক তিনি। নতুন সফর শুরু করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩০ অগাস্ট থেকে স্টার জলসায় শুরু হবে শো। নতুন সিজনের টিজার দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়েছে। টিজারে সৌরভ বলেছেন, 'দুর্গ জয় সহজ নয়'—তাঁর কথায়, 'যুদ্ধে জেতা বড় নয়, চাপের মুখে কে কীভাবে কাজ করে, সেটাই কথা। একটা ঘরে অনেক প্রতিযোগী, বিভিন্নরকম সিচ্যুয়েশন, নানা সমস্যা, কীভাবে তারা মাথা ঠান্ডা রেখে, সমস্যার সমাধান করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তার পরিকল্পনা আর প্রয়োগ—এটাই বিগ বস শো-এর ফরম্যাটকে ইউনিক করেছে। 'দুর্গ জয় সহজ নয়' লাইনটাই বিগ বস-এর সফরকে সঠিকভাবে তুলে ধরছে। প্রতিযোগীরা খেলাটা কীভাবে খেলবে, তা দেখার জন্য আমি উন্মুখ। খেলার প্রতিটা বাঁকবদলে বাংলার মানুষও শামিল হবে।'

এ যেন সেই চেনা ক্যাপ্টেন সৌরভ, খেলার আগে সতীর্থদের রণকৌশল জানিয়ে, প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে মাঠে নিজেদের ১০০ শতাংশ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে দিচ্ছেন—তার মধ্যে বলে দিচ্ছেন দুর্গ জয় সহজ নয়, কোনও কিছু সহজ নয়, প্রতিটি ইঞ্চি লড়াই করেই জিততে হয়। শহরের পাঁচতারা হোটেলে শো নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সৌরভ। দাদাগিরির থেকে আলাদা ফরম্যাটের শো-তে কেন এলেন? এই প্রশ্নে সৌরভের উত্তর, 'বিগ বস' তাঁর খুব এক্সাইটিং লেগেছে। এই ঘর মানে তো ঝগড়া, অশান্তি। সৌরভ সামলাবেন কী করে। তাঁর উত্তর, 'এতদিন কত ঝগড়া সামলেছি, গত ৩০ বছরে মাঠে কত মনোমালিন্য, সমস্যার সমাধান করেছি নিজের মতো করে। বাড়িতেও মা, স্ত্রী, মেয়ে সংসার সামলায়, প্রত্যেকের নিজের মতো একটা পদ্ধতি আছে, তাদের দেখেছি। তাই এই ঘর সামলে নেব। আমি আত্মবিশ্বাসী।' ঝামেলা হলে কি তিনি রাফ অ্যান্ড টাফ হবেন? সৌরভের বাউন্ডারি, 'না নরমই থাকব। আমি নরমই, মাঠে এবং সব জায়গায়। তবে সবটাই নির্ভর করছে অংশগ্রহণকারীদের ওপর। সবাই এক হয় না। তবে সবাই মানুষ। তাই সেভাবেই বিষয়টা দেখব।' এই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্টার জলসার বিজনেস হেড সুমন্ত বসু। তিনি বলেন, 'অনেকদিন পর বিগ বস আবার বাংলায় আসছে। শো-তে চমক আছে, সৌরভের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারঅ্যাকশন হবে অংশগ্রহণকারীদের। তাঁর সঞ্চালনাতেও চমক থাকবে। ফরম্যাটেও কিছু পরিবর্তন হবে।' এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শো কীভাবে এগোচ্ছে কতটা সফল হচ্ছে দেখে, ভেবে দেখা হবে এতে সাধারণ মানুষ অংশ নিতে পারবেন কিনা।

শো-তে সৌরভের লুকও চমকে দিয়েছে। লেদার জ্যাকেট, রোদচশমা পরে বুলেট চালিয়ে বিগ বস-এর ঘরে ঢুকছেন তিনি—সেই 'মাচো' লুকে অনুরাগীরা মোহিত। সৌরভও বেশ তৃপ্ত এই সাজে, নিজেই জানালেন সে কথা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় লেদার জ্যাকেট পরেই এসেছিলেন। তিনি বলেন, শো-এর সঞ্চালক হয়েই তিনি খুশি, প্রতিযোগী হবেন না কারণ তিনি এক সপ্তাহের বেশি থাকতেই পারবেন না। তিন মাস ধরে একটা ঘরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রতিযোগী কারা, তা তিনি জানেন না বলেই জানিয়েছেন। সুমন্ত বসুও এ ব্যাপারে কথা বলেননি। শোনা গিয়েছে ইমপার প্রাক্তন সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, জিতু কমল, ঊষষী চক্রবর্তী, সায়ক চক্রবর্তী, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, তিথি বসু, যশ দাশগুপ্ত, নুসরত জাহান প্রমুখ বিগ বস-এর ঘরে যাবার জন্য প্রস্তাব পেয়েছেন।

একনজরে সেরা ৫

সলমন, সঞ্জয় একসঙ্গে

সলমন খান ও সঞ্জয় দত্তের ৭ ডগস মুক্তি পাবে ২১ অগাস্ট। ছবিতে ওঁদের ক্যামেও আছে। ড্রাগ পেডলিং নিয়ে নির্মিত ছবির পরিচালক আদিল এল আরবি ও বিলাল ফাল্লাহ। প্রধান ভূমিকায় ইজিপশিয়ান অভিনেতা করিম আবদেল আজিজ ও আহমেদ এজ। সলমন ও সঞ্জয়কে গত বছর এপি ধিলোনের গান ওল্ড মানিতে দেখা গিয়েছিল।

আবার রিফিউজি

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাতে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ। পিছনে বাজছে অমিত কুমারের গাওয়া ছবির গান, এ ক্যাওড়া। ক্যাপশনে লিখেছেন, আবার রিফিউজি ? ফলে নেটমহলে অনুরাগীরা প্রসেনজিৎকে সেই চেনা অবতারে দেখতে চাইছেন, তবে নির্মাতারা নীরব।

গ্রেপ্তার পরিচালক

৩৩ বছরের এক অভিনেত্রীকে চিত্রনাট্য শোনানোর ছুতোয় ডেকে তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ছেন ৭৩ বছরের পরিচালক শাকিল নূরানি। তাঁর ঝুলিতে জরু কা গুলাম, বড়ে দিলওয়ালের মতো ছবি আছে। অভিনেত্রীর দাবি, তাঁকে মাদক মেশানো পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান করে তাঁর যৌন হয়রানির ভিডিও করে তাঁকে ব্ল্যাকমেলিং করা হচ্ছিল।

মানসীর ছবি

মানসী সিনহার ছবি 'বেগনি রঙের আলো', মা আর সন্তানের গল্প। এই গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এক নারীর একাকীত্ব, সংসারের উদাসীনতার সঙ্গে লড়াই। এর মধ্যে সে খোঁজে নিজের সত্ত্বা, নিজের অস্তিত্ব। সে ভাবে, সন্তান কি হবে আমার শেষ জীবনের আশ্রয় ? অভিনয়ে সোহিনী সরকার, বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, চন্দন সেন প্রমুখ।

সঞ্চালক অজয়

অনুপ সোনিকে সরিয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক ক্রাইম পেট্রোলের সঞ্চালক হচ্ছেন অজয় দেবগণ। আপাতত তিনি ১৫ পর্বের শুটিং করেছেন, পরে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন এরপর আর শুটিং করবেন কিনা। রাজেশ তৈলাংগও ধারাবাহিকের পরবর্তী পর্বগুলিতে সঞ্চালক হবেন এবং কত পর্বের জন্য, তা নির্ভর করছে অজয়ের সঞ্চালনার ফলাফলের ওপর।

সায়ন্তিকার শনির দশা

সায়ন্তিকার নাকি শনির দশা চলছে। সে খবর শুনেছেন? ইমনের সেটে এসে জ্যোতিষী তাঁকে বলে গিয়েছেন, তাঁর কপালটা একেবারেই রাজনীতির জন্য নয়। তাছাড়া এখন তাঁর সময়টাও ভালো নয়। সেটা অবশ্য ভোটের বাক্সেই বোঝা গেছে। বিজেপির সজল ঘোষের কাছে বরানগর কেন্দ্রে হেরেছেন সায়ন্তিকা। তারপর থেকে তিনি অবশ্য রাজনীতি থেকে অনেকটাই দূরে। নিজের ব্যক্তিগত মুহূর্ত তুলে নিয়ে আসেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেই নিয়ে ফটোশুট করেন।

এবার হইচই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ইমনের সঞ্চালনায় 'কর্মা কলিং' নন ফিকশন শো-তে এসে নতুন করে ঝামেলায় পড়লেন সায়ন্তিকা? সেখানে এক জ্যোতিষীকে সায়ন্তিকা জানিয়েছেন, তিনি এতদিন সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন, ঠিক সেই জায়গায় ফের ফিরতে চান। সায়ন্তিকার কথার উত্তরে জ্যোতিষী সোজা জানান, রাজনীতি তাঁর একেবারেই কেরিয়ার নয়! এই টিজারে দেখা গিয়েছে, সায়ন্তিকাকে জ্যোতিষী বলছেন, যে তাঁর শনির দশা চলছে।

তবে এর পাশাপাশি সায়ন্তিকাকে খুশির খবরও দিয়েছেন জ্যোতিষী। তিনি অভিনেত্রীকে জানান, ব্যক্তিগত জীবনে নতুন কিছু ঘটতে চলেছে অভিনেত্রীর সঙ্গে। সেটা কি প্রেম, নাকি বিয়ে, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি জ্যোতিষী।

অপারেশনের সময় সোনুর গলায় রফির গান

হাতের অনামিকায় একটি মাংসপিণ্ড দেখা গিয়েছিল, তারই অস্ত্রোপচার করতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন গায়ক সোনু নিগম। অপারেশনের সময়েই গাইলেন মহম্মদ রফির সেই চিরদিনের গান, 'সুহানি রাত ঢল গয়ি'। অভিভূত হবার মতোই খবর। এ খবর জেনে নেটমহল এবং অন্যরাও মুগ্ধ, বিস্মিত। কিন্তু এর কারণ কি। গায়ক জানিয়েছেন, 'হঠাৎই অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন এই কঠিন পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্য গান স্বাভাবিক আর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছে, অপারেশনের টেনশন কাটাতে গানটাই আশ্রয় হয়ে উঠেছে।' চিকিৎসকরাও এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে বিস্মিত হলেও উপভোগ করছেন—তাঁরা অপারেশন করছেন, সোনু গান গাইছেন। সোনু মহম্মদ রফিকে গুরু মানেন, বহুবার এ কথা বলেছেন। ২০০৬-এ মহম্মদ রফির গান গেয়েই তাঁকে শ্রদ্ধা জনিয়েছিলেন।

বিপদ থেকে রক্ষা শেহনাজের

শুটিং করতে গিয়ে এ কি বিপত্তি। অভিনেত্রী শেহনাজ গিলের নাকের নথ খুলে সোজা মুখে ঢুকে গেল। আর সেখান থেকে আরেকটু হলেই পেটে চলে যাচ্ছিল। অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন শেহনাজ। একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শট দেওয়ার সময় নথটি মুখে চলে যাওয়ায় চরম অস্বস্তিতে পড়ে যান শেহনাজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে আসেন সহ-অভিনেতা সৌরভ সচদেবা। গলায় বা খাদ্যনালীতে আটকে থাকা জিনিস বের করার চিরাচরিত পদ্ধতি মেনে তিনি শেহনাজের পিঠে চাপড় মারতে শুরু করেন। তবে এত বড় অঘটনের পরেও পেশাদারিত্বের নজির গড়ে কাজ থামাননি অভিনেত্রী।

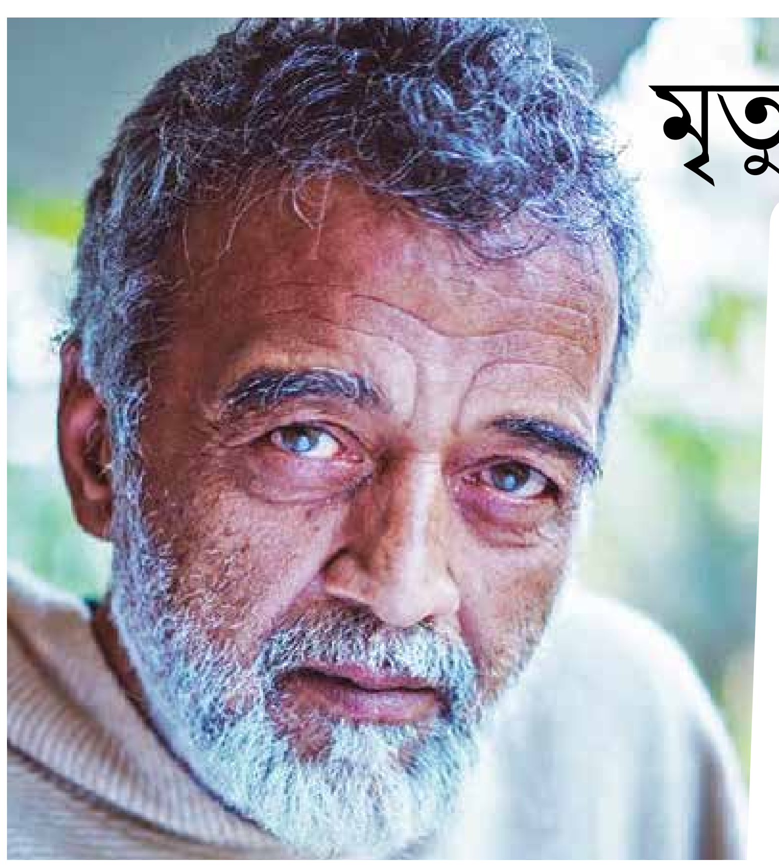

মৃত্যুর জন্য তৈরি লাকি আলি?

যেখানে শো করতে যান, নিজের ব্যাগে সবসময় কাফন নিয়ে ঘোরেন লাকি আলি! কনসার্টের মঞ্চে তাঁর গলায় এই কথা শুনে চমকে উঠলেন শ্রোতারা। লাইভ কনসার্টে গান গাইতে গাইতে হঠাৎই মৃত্যুর প্রসঙ্গ। আবেগঘন গলায় জীবনের চরম সত্যের কথা তুলে ধরে শ্রোতা-দর্শকদের চোখ জলে ভাসালেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী লাকি আলি। ৬৭ বছর বয়সি এই জনপ্রিয় ইন্ডি-পপ তারকা জানান, জীবনের যে কোনও পরিস্থিতিতে মৃত্যুর জন্য তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত।

মঞ্চে পারফর্ম করার সময় ভক্তদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জবাবে লাকি আলি বলেন, 'আমি জানি, আমি আপনাদের সবাইকে ভীষণ ভালোবাসি। তবে একদিন আমাদের সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি আপনাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করছি না, কিন্তু আমি নিজে সত্যি প্রস্তুত। তাই যখনই কোথাও ভ্রমণ করি, নিজের সঙ্গে কাফনের কাপড় নিয়ে ঘুরি। যেখানেই আমার মৃত্যু হোক না কেন, সেখান থেকেই আমায় স্বাচ্ছন্দ্যে বিদায় নিতে দিও।'

শিল্পীর এই কথা শুনে উপস্থিত বহু অনুরাগী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ তিন দশক ধরে তাঁর গান শুনে আসা এক ভক্ত জানান, এতদিন গানের জগতে দীর্ঘ পথ হাঁটলেও লাকি আলির প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটুও কমেনি।

উল্লেখ্য, নয়ের দশকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করা লাকি আলি পরবর্তীতে 'কহো না পেয়ার হ্যায়', 'যুবা', 'বাচনা অ্যায় হাসিনো', 'আনজানা আনজানি', 'তামাশা' প্রভৃতি ছবির মতো একাধিক ব্লকবাস্টার ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন। তবে স্বাধীনভাবে গান গাইবেন বলে ২০১৫ সাল থেকে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন শিল্পী। কারণ সেখানে তাঁর বিরক্তি আর একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল।

আমার শহর

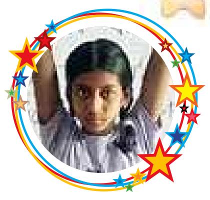

ছোট্ট তারা

বারোঘরিয়া প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির মিতা মজুমদার যোগাসনে পারদর্শী। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ আয়োজিত বিজ্ঞান অভীক্ষায় অংশ নিয়ে সুনাম কুড়িয়েছে।

খোকা ঘুমালো থেকে ডিজিটাল থেরাপি

পৃথিবীর আদিলগ্ন থেকেই শিশুদের নিশ্চিন্ত ঘুমে তলিয়ে দেওয়ার মূল জাদুমন্ত্র ছিল সুর ও রূপকথা। 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো'র মায়াবী ছন্দ হোক, বা 'লা-লা-লা-লা লোরি' কিংবা ইংরেজি লালাবাই 'ইউ আর মাই সানশাইন'-এর সুর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মা-ঠাকুমার স্নেহের ওমেই শৈশবের ঘুম নিয়ে বাড়িতে এসেছেন ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিরা। কিন্তু আধুনিক জীবনের দ্রুতগামী চাকার নীচে পড়ে আজ ফিকে হয়ে আসছে সেই চেনা ছবিটা। শিলিগুড়ি শহরের তিন প্রজন্মের স্মৃতিকথা আর অভিজ্ঞতা মেলাতেই উঠে এল এক অদ্ভুত সত্য— রূপকথার সেই মায়াবী রাজত্ব আজ থমকে গিয়েছে মোবাইল স্ক্রিন আর অডিও স্টোরির ডিজিটাল আঙিনায়। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

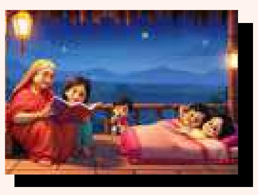

জ্যোৎস্নামাখা উঠোন

অতীতের পাতায় চোখ মেললে আজও পাওয়া যায় রূপকথার সেই আবেশ। শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার আশি ছুঁইছুঁই বিশাখা দত্ত স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমার নাতি তো লালকমল আর নীলকমলের গল্প না শুনে ঘুমোতেই চাইত না। সন্ধ্যায় চাঁদের আলো উঠোনে এসে পড়লেই বাচ্চাদের বায়না শুরু হত। আলোর মাঠ পেরিয়ে আসা ভূতেদের গল্প। ডাকাতদলের রোমাঞ্চকর বিবরণ। কত কী। এসব গল্প আমিও শুনেছিলাম আমার মায়ের কাছে।' একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি সত্তরোর্ধ্ব সুরঞ্জন দাসের গলায়। একটু আবেগপ্রবণ হয়েই তিনি বললেন, 'কারেন্ট চলে গেলেই নাতিরা ছুটে আসত। ভূতের গল্প শুনে ভয়ে বুকে সেঁটে থাকত তারা। গল্প শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ত। তারপর কোলে করে ওদের ঘরে নিয়ে যেতাম। এটা আমাদের নিত্যদিনের নিয়ম ছিল।'

মিলেনিয়াল মা-বাবা

কালের নিয়মে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেছে। বেড়েছে ব্যস্ততা। শৈশবের সেই ছড়াগান ও গল্প শোনানোর মানুষের অভাবও প্রকট হয়ে উঠেছে। লেকটাউনের বাসিন্দা বিদিশা চক্রবর্তীর ছেলে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। ইংরেজিমাধ্যমের ছাত্র হওয়ায় তাকে ছোটবেলায় 'ইউ আর মাই সানশাইন' শোনাতেন তিনি। বিদিশাদেবী ও তাঁর স্বামী দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত। তিনি বলেন, 'ছেলে যখন ৪-৫ বছরের ছিল, তখন গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে হত। এখন অবশ্য আলো নেভালেই ও ঘুমিয়ে পড়ে।'

অন্যদিকে, কর্মজীবী মা তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বিষয়টি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ''ঘর আর বাহির দুটোই সামলাতে হয়। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এতটাই ক্লান্ত থাকি যে ২ বছরের মেয়েকে গান শোনানোর শক্তি থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে মোবাইলে কোনও 'বেডটাইম স্টোরি' চালিয়ে দিই। ও ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধ করি। তবে ছুটির দিনে ছোটবেলার শোনা গল্পগুলো ওকে একটু নিজের মতো বানিয়ে বলি।''

এখন হেডফোন

ছোটবেলায় শোনা সেই গল্পের টান কিন্তু বড় বয়সেও সহজে পিছু ছাড়ে না। শিলিগুড়ির বাসিন্দা মানিক চৌধুরী জানান, ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনে আর মায়ের বুকে আলতো থাপড়ানি খেয়ে ঘুমাতেন তিনি। কিন্তু সেই দিন হারিয়ে গেলেও অভ্যাস বদলায়নি। মানিক বলেন, ''এখন প্রতিদিন রাতে মোবাইলে কোনও ভৌতিক বা গোয়েন্দা গল্প চালিয়ে হালকা আওয়াজে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। এটি আমার কাছে এক ধরনের 'ডিজিটাল থেরাপি'র মতো কাজ করে।''

একই অভিজ্ঞতা সুরভি দাসেরও। সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝে সময় না পেলেও রাতে ঘুমোনোর আগে কানে হেডফোন গুঁজে গল্প শোনা চাই-ই চাই। সুরভির কথায়, 'ছোটবেলায় মা এত পরির গল্প আর ঠাকুরমার ঝুলি শুনিয়েছে যে, সেই অভ্যাসটাই আজ অডিও স্টোরি শোনার অভ্যাসে বদলে গিয়েছে।'

পরিবর্তিত রূপরেখা

মা-ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সেই নস্টালজিয়া হয়তো ডিজিটাল যুগে কিছুটা ম্লান হয়েছে। স্থান নিয়েছে ইয়ারফোন আর অডিও অ্যাপ্লিকেশন। তবে সুরের তরী বদলালেও এবং উপস্থাপনের ধরন পালটালেও, গল্পের প্রতি মানুষের মধ্যে শৈশবের সেই আদিম আকুলতা আজও কিন্তু পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি— তা রয়ে গিয়েছে অন্য কোনও রূপে।

সুর ও শিশুমনস্কতা

লেখক বিপুল দাস বলেন, ''আদিম যুগে ঘন জঙ্গলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মাঝেও জংলি সুর তুলে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন মা-মাসিরা। আধুনিক শিশু মনোবিদরাও এখন বলেন, গর্ভকালীন অবস্থা থেকেই শিশুকে সুর ও ছড়া শোনানো উচিত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই কণ্ঠস্বর তার চেনা মনে হয়, সে নিরাপদ বোধ করে। প্রতিটি ঘুমপাড়ানি গানের মধ্যে যে দুলুনি বা ছন্দ থাকে, তা শিশুর মস্তিষ্ককে শান্ত করে। আধুনিক চিকিৎসার 'মিউজিক থেরাপি'র মূল সুর আসলে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের এই প্রাচীন ঘুমপাড়ানি গানেই।''

সংঘের শিবিরে লক্ষ্য জেন জেড

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : ইন্টারনেট, ডিজিটাল ইত্যাদি শব্দ ছাপিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে ট্রেন্ডিং এখন জেন জেড। সামাজিক সংগঠন বিস্তারেও লক্ষ্য তরুণ প্রজন্ম। ব্যতিক্রম নয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আধুনিক প্রজন্মের মানসিকতা বোঝার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সংঘ পরিবারে। সেই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে নবীনদের পরিবারকেও। বিশেষ করে পরিবারের মহিলা সদস্যদের।

সেই লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গজুড়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সমস্ত তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে শিলিগুড়ির মাধব ভবন থেকে। এই ভবনটি আরএসএসের উত্তরবঙ্গের সদর দপ্তর। সংঘের সমস্ত শাখায় শারীরিক কসরত, প্যারেড ইত্যাদি নিয়মিত হয়ে থাকে। যাতে যুক্ত থাকেন মূলত তরুণরাই। সেই কসরতের গণ্ডি পেরিয়ে জেন জেড-এর পছন্দের বিষয় প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হচ্ছে। মাধব ভবনে কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে এসব নিয়ে।

যেখানে তরুণ সমাজকে নিজেদের ভাবনা খোলাখুলি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য মুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। ডিজিটাল মাধ্যম কীভাবে তরুণদের সিদ্ধান্ত ও জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে, তা নিয়ে নিয়মিত সমীক্ষা ও আলোচনা করছেন সংঘের প্রচারকরা। জেন জেড-এর সমস্যার পাশাপাশি তাদের কৌতূহলকে গুরুত্ব দিয়ে দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই সংঘের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রচারপ্রমুখ সমীর ঘোষের দাবি, 'জেন জেড দেশের সঙ্গেই রয়েছে। তাদের নিয়ে নানা কর্মসূচি চলে আমাদের।' আরএসএসের উত্তরবঙ্গের আরেক কর্তার বক্তব্য, 'অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের কথা শোনা হচ্ছে। তাঁরা যাতে ভুলপথে চালিত না হন, আমরা নানাভাবে বোঝাচ্ছি।' ইন্টারনেট ও সমাজমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর বা সংঘের ভাষায় 'দেশবিরোধী' প্রচার থেকে তরুণদের সুরক্ষিত রাখতে তাঁদের পরিবারকে সচেতন করার ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই কাজে বেছে নেওয়া হচ্ছে মায়েদের, যাতে তাঁরা সন্তানদের সংঘের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করতে পারেন। সেজন্য আয়োজিত হচ্ছে মাতৃ-সম্মেলন। উত্তরবঙ্গের ৭০ জনের বেশি মহিলাকে নিয়ে তিনদিনের একটি বর্গ সোমবার শিলিগুড়ির প্রণামি মন্দির এলাকায় শেষ হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই কর্মসূচি পরিচালনা করছে। জাতীয়তাবাদের পাঠ ঘর থেকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এই কর্মসূচিতে।

'মাতৃ-বর্গ'-এ মায়েদের সতর্ক করা হচ্ছে, কীভাবে তাঁদের সন্তানরা অনেক সময় অজান্তেই ক্ষতিকর বা দেশবিরোধী ভাবনার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি সন্তানদের কীভাবে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার পাঠ দেওয়া যায়, তা শেখানো হচ্ছে। তিনদিনের বর্গ নিয়ে সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের নেতা অনুপকুমার মণ্ডল বলেন, 'মায়েরা তাঁদের সন্তানদের যাতে সঠিক পথ দেখাতে পারেন এবং ছেলেমেয়েরা যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হন, সেজন্য শিবিরে আলোচনা হয়েছে।'

সামাজিক মেলবন্ধন, পারিবারিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মকে মূলস্রোতে ধরে রাখতে আরএসএস-এর আরেক কর্মসূচি 'বৈচারিক প্রবোধন' নামে একটি সেমিনার সোমবার হয়েছে শিলিগুড়ি কলেজে। সেখানে ৩৫০ জন পড়ুয়া ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দেন নেতারা। উপস্থিত ছিলেন আরএসএসের উত্তরবঙ্গের প্রচারক শ্যামাচরণ রায়।

নান্টুর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগে চক্রান্ত-চর্চা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচন ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। ঠিক তার আগে জমি দখলের অভিযোগ ওঠার ঘটনা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে দাবি নান্টু পালের। তবে এমন ষড়যন্ত্রের পিছনে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে, দলেরই কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা অবশ্য খোলসা করে বলতে চাননি নান্টু। বিজেপি নেতা নান্টুর দাবি, শুভানুধ্যায়ীদেরই কেউ কেউ নাকি তাঁকে জানিয়েছেন, এই চক্রান্তের সন্দেহের কথা। বর্তমানে নান্টু শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। আবার আসন্ন নির্বাচনে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর বিজেপির টিকিট পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

নান্টুর দাবি, সামনে ভোট। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে দুটি ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁরা বিজেপির প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে কালিমালিপ্ত করে কাউন্সিলারের টিকিট থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। নান্টু বলেছেন, 'আমি এসব মনে করছি না, জনগণ মনে করছে। যাঁরা আমার ভালো কামনা করেন, তাঁরা মনে করছেন যে ভোটের আগে আমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে প্রচার করার চেষ্টা করছে।' দলের কেউ যুক্ত রয়েছেন কিনা প্রশ্ন করলে নান্টু বলেন, 'আমি এটা বলব না। তবে সামনে ইলেকশন। সে সময় কি আমি যাব অন্যায় কাজ করতে?'

দলের অন্দরে নান্টুর বিরুদ্ধে জমি দখলের মতো ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ নিয়ে চর্চা হচ্ছে। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলেন, 'এটা দলের কোনও বিষয় নয়। আইনের বিষয়। যে সময়কার ঘটনা, সে সময় তিনি (নান্টু) হয়তো বিজেপিতে ছিলেন না।' আর নান্টু এদিন দাবি করেন, তিনি ওই বিতর্কিত জমির মালিক নন। তাঁর মা জমিটি কেনার জন্য কানাইলাল পালের কাছে বায়না করেছিলেন। সম্প্রতি নান্টুর চোখের অপারেশন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নাকি তাঁর পক্ষে জমি দখল করার অভিযোগ ভিত্তিহীন। যদি ফোন করে হুমকি দিয়ে থাকেন, তার কল রেকর্ড দেখানোর দাবি করেছেন তিনি।

স্বাধীনতা সপ্তাহ

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : স্কুলে স্কুলে শুরু হল স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহ পালন। সোমবার জাতীয় পতাকা অঙ্কন ও স্বাধীনতা দিবসের উপর পোস্টার তৈরির মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনেক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সামেটিভের পরীক্ষা চলায় এদিন ছোট করে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এদিন তরাই তারাপদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে বোঝানো হয়।

এছাড়াও, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি স্কুলে পড়ুয়াদেরও এদিন স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে অবগত করা হয়। স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সামসিয়া হাই মাদ্রাসাও। এদিন জগদীশ প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ারা স্বাধীনতা দিবসের উপরে মডেল তৈরি করে। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় কেউ পতাকা, কেউ আবার নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর ছবি আঁকে। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র দীপ দাস বলে, 'স্বাধীনতা দিবসের জন্য আমি জাতীয় পতাকার রং অনুযায়ী উইন্ড চেন বানিয়েছি। স্কুলের শিক্ষকরা আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছেন।' এক সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান করা হবে। স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলগুলোতে মূল অনুষ্ঠান হবে।

ধৃত ফল চোর

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : গাড়িচালকের গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে একের পর এক আপেলের কার্টন চুরির ঘটনায় চেকপোস্টের এক ফল ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ফল ব্যবসায়ীর নাম সুভাষ পাল। তিনি

টুকরো খবর

দক্ষিণ পলাশের বাসিন্দা। তাঁর বাড়ি ও দোকান থেকে চুরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ২০০ কেজিরও বেশি আপেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও ধৃত ব্যক্তি তিনজনকে নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে একাধিকবার ফল চুরির ঘটনা ঘটিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় আপেলবোঝাই এক ট্রাকচালক এই চক্রের খপ্পরে পড়েন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মূল চক্রী সুভাষের নাম পায় পুলিশ। এরপরই সুভাষকে রবিবার রাতে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্থান বদল

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : মমতাপন্থী তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেছেন, ''প্রতিবারের মতোই যথাযথভাবে 'মধ্যরাতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন' কর্মসূচি পালন করব। পুলিশি অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।'' ২৫ বছর ধরে শিলিগুড়িতে ওই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে এই আয়োজন হত। তবে এবছর সেখানে পার্কিং জোন গড়ে উঠেছে। তাই, তৃণমূল অনুষ্ঠানের স্থান বদল করেছে। এবার শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে অরুণোদয় সংঘের মাঠে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। দলীয় সূত্রে খবর, গৌতম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। অন্যদিকে, দলীয় পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব জেলা সভাপতি কুন্তল রায় কিংবা কোনও প্রবীণ নেতৃত্বের কাঁধে বর্তাবে।

ইনটেক ওয়েলে সবুজ সংকেত

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : অবশেষে পরিস্রুত জল সরবরাহ নিয়ে জট কাটতে চলেছে। আম্রুত-২-এর অধীন মেগা জল প্রকল্পের কাজে গতি আসতে চলেছে। গজলডোবায় ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য পুরনিগমের তরফে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ডাকা বৈঠকে সবুজ সংকেত দিল ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুসারে, বৈঠকের তিন সপ্তাহের মধ্যেই ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিতভাবে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে চলতি মাসেই ছাড়পত্র মেলার সম্ভাবনা প্রবল। পুর কর্তাদের একাংশের দাবি, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এক বছরের মধ্যে মেগা জল প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। যদিও এ বিষয়ে পুর প্রশাসক কিংবা কমিশনারের তরফে কোনও মন্তব্য মেলেনি।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিলিগুড়ি শহরে ক্রমেই জনবসতি বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পানীয় জলের চাহিদাও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার নিরিখে শহরে প্রতিদিন আনুমানিক ১১২ মিলিয়ন লিটার পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজন হয়। যদিও এখন মেরেকেটে ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন লিটার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ফলে চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত একাধিক উঁচু এলাকায় পানীয় জল পৌঁছোচ্ছে না। সেই তালিকায় শহরের ২, ৫, ১০, ১৮, ২০, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪১, ৪২, ৪৪ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে। ওই সব জায়গায় নিয়ম করে পুরনিগমের তরফে জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়। তবে এভাবে আর কত দিন চলবে? সেই প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসী। পুর কর্তারা আশ্বাস দিচ্ছেন, মেগা জল প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে থাকা বিস্তর ফারাক মেটাতে তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ মেগা জল প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রথম ধাপের কাজ খানিকটা এগোলেও ইনটেক ওয়েল তৈরির

জন্য ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কর্তৃপক্ষের তরফে ছাড়পত্র না মেলায় সেই কাজ থমকে রয়েছে। তবে এত দিনে আশার আলো দেখা দিয়েছে। যদিও ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র মিললেই যে সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে, তা অবশ্য নয়। পুর কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, ছাড়পত্র মেলার পর ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য প্রথমে চূড়ান্ত নকশা তৈরি করা হবে। সেই নকশা বন দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন মেলার পরই পাকাপাকিভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। সেই কাজ শেষ হতে কমপক্ষে ন'মাস সময় লাগবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বাইক-স্কুটার-গাড়ি। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

প্রথম ১৫ দিন ফ্রি, তারপর পার্কিং ফি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : পরিকল্পনামতোই সোমবার থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে গাড়ি, বাইক রাখার প্রক্রিয়া শুরু হল। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এদিন এলাকা পরিদর্শন করতে এসে বলেছেন, 'আগামী ১৫ দিন ফ্রি সার্ভিস দেওয়া হবে। ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই সার্ভিস চালু থাকবে।' ১৫ দিন পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার, ট্রাফিক প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সমিতির লোকেদের দিয়ে একটা যৌথ কমিটি গঠন করা হবে। পুরনিগমের কাছে পুরো পার্কিংয়ের জায়গা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ওই কমিটি পার্কিং প্লেসের পরিচালনা করবে। ১৫ দিন পর থেকে সামান্য চার্জ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।

এদিকে, গোটা পার্কিং এরিয়াকে জোন-১ ও জোন-২, এই দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। জোন ১-এ ব্যবসায়ীরা নিজেদের বাইক, গাড়ি রাখবেন, যাঁদের বিধান রোড এলাকায় দোকান রয়েছে। তাঁদের নির্দিষ্ট একটি স্টিকারও দেওয়া হবে। জোন-২ তে ক্রেতারা গাড়ি, বাইক রাখবেন। সিভিক ভলান্টিয়াররা এই পার্কিং এলাকার তদারকিতে থাকবেন। পার্কিংয়ের বাকি থাকা পরিকাঠামোগত কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তারজন্য এক-দুইদিনের মধ্যেই পরিদর্শনে উপস্থিত এসজেডিএ-র সিইও বীর বিক্রম রাইকে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী। পর্যটনমন্ত্রী সেবক রোডের সমস্যা সমাধান করতে ব্যবসায়ী ও ট্রাফিক পুলিশের কর্তাদের দ্রুত বৈঠকে বসতে বলেন। তিনি বলেন, 'হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ছোট ছোট গাড়িতে ওনাদের মাল লোডিং-আনলোডিং করতে হবে। ওনারা ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গাড়ি রাখার ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। তবে আর কীভাবে মাল লোডিং আনলোডিংকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তারজন্য বৈঠকের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

এদিন ফের দখলদারির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শংকর। বর্ধমান রোড উড়ালপুলের নীচের অংশের দখলদারিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, 'উড়ালপুলের নীচের অংশ নিয়ে আলোচনা করে শহরবাসীকে জানিয়ে দেব। তবে একটা কথা বলতে চাই, কেউ যেন দখলদারির কথা না ভাবেন।'

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : সাইবার অপরাধ রুখতে পড়ুয়াদের সচেতন করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেট। সাইবার অপরাধের বাড়বাড়ন্ত রুখতে ১৩২টি স্কুলের প্রায় দেড় লক্ষ পড়ুয়াকে সচেতন করতে ৬ অগাস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান থানার আধিকারিকরা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে বোঝান। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা কলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা, সন্দেহজনক ওয়েবসাইট বা লিংকে ক্লিক না করা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করা হয়। বিভিন্ন গেমিং অ্যাপ নিয়েও পড়ুয়াদের সতর্ক করা হয়। পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতন করে পুলিশ। সোমবার ভক্তিনগর থানার আধিকারিকরা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এটিএসআর মহিপাল স্কুলে সাইবার অপরাধ নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

একটি বালতির জন্য আস্ত যুদ্ধ

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালির বোলোনিয়া আর মোদেনা শহরের মধ্যে এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধেছিল। আর সেই যুদ্ধের কারণ ছিল একটি কাঠের বালতি। মোদেনার কিছু সেনা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে বোলোনিয়া শহরের কেন্দ্রীয় কুয়ো থেকে একটি সাধারণ কাঠের বালতি চুরি করে নিজেদের শহরে নিয়ে এসেছিল। এই অপমানের বদলা নিতে বোলোনিয়া সোজা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, যাতে মারা যান হাজার হাজার সেনা।

খোলসে ব্যাং

আফ্রিকান বুশ ব্যাঙের জীবনচক্র প্রকৃতিতে সত্যিই অদ্ভুত। খরা বা মারাত্মক গরমের সময় এরা মাটির অনেক নীচে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে পড়ে। তারপর শরীর থেকে এক ধরনের আঠালো রসে নিজেদের মুড়ে ফেলে এক শক্ত খোলস বানায়। এই খোলসের ভেতরে এরা খাবার বা জল ছাড়াই টানা কয়েক বছর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকতে পারে। বৃষ্টির ছোঁয়া পেলেই সেই খোলস আবার গলে যায় এবং এরা জ্যান্ত বের হয়ে আসে।

আকাশে ভেসে থাকা ভূতুড়ে শহর

চিনের আনহুই প্রদেশের আকাশে কয়েক বছর আগে হাজার হাজার মানুষ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখেন। মেঘের ওপর ভেসে উঠেছিল বিশাল বিশাল আধুনিক বহুতল আর বাড়ির ছায়া। দেখলে মনে হবে যেন আকাশের বুকে আস্ত এক মায়াবী শহর ভেসে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে ফাতা মরগানা নামের এক বিশেষ আলোকভ্রম বলা হয়, যেখানে আলোকরশ্মি বাতাসের বিভিন্ন স্তরে প্রতিসরিত হয়ে বহু দূরের শহরের প্রতিবিম্বকে আকাশে ফুটিয়ে তোলে।

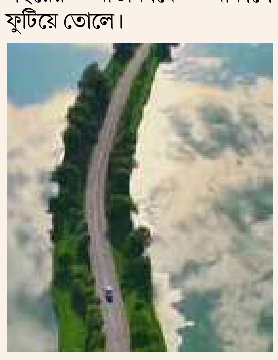

পাখির ডানায় ইতিহাস লেখা

নিউজিল্যান্ডের কেয়া তোতা হল বিশ্বের একমাত্র তোতাপাখি, যা বরফাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। এরা অসম্ভব বুদ্ধিমান আর কৌতূহলী স্বভাবের। নতুন কিছু দেখলেই এরা তা পরীক্ষা করে দেখতে ভালোবাসে। পাহাড়ে যাওয়া পর্যটকদের গাড়ির টায়ারের রবার, ওয়াইপার কিংবা ব্যাগের জিপ কেটে ফেলার জন্য এদের বদনাম থাকলেও, এদের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের অবাক করে।

অপহৃত চা চাষিকে ফেরানো নিয়ে জটিলতা

‘বিনিময়ের’ শর্ত ওপারের

রামপ্রসাদ মোদক ও পূর্ণেন্দু সরকার

রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি, ১০ অগাস্ট : চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশে আটক ভারতীয় নাগরিক দীপঙ্কর গোপের ফিরে আসা। বিন্দুমাত্র আশার আলো দেখা তো দূরের কথা, অপহৃত ভারতীয়র ফেরা নিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। বাংলাদেশে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, পঞ্চগড় থানার ওসি দাবি করছেন, ভারতীয় দীপঙ্কর অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে বাংলাদেশি একটি সূত্র জানিয়েছে, আজহার নামে এক বাংলাদেশির বাবাকে বিএসএফ আটক করেছে। তিনি মুক্তি পেলেই দীপঙ্করের মুক্তি মিলবে। ভারতীয় পুলিশ এবং বিএসএফ মুখে কুলুপ এঁটে থাকায় সীমান্তের গ্রামে উত্তেজনা বাড়ছে। দু-একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না গেলে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কাও থাকছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে, দীপঙ্করকে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিবি পঞ্চগড় সদর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পঞ্চগড় সদর থানার আধিকারিক সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন। অন্যদিকে

- অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতের জেলে বন্দি তমিজউদ্দিনকে ছাড়লে দীপঙ্করকে ছাড়া হবে বলে পালটা শর্ত বাংলাদেশিদের
- পঞ্চগড় থানার পুলিশকর্তা ভিডিওয় জানাচ্ছেন, দীপঙ্কর অনুপ্রবেশ করেছেন বাংলাদেশে
- বিএসএফের ভূমিকায় ক্ষোভ মারাত্মক আকার নিচ্ছে সীমান্তে

ভারতের জেলে থাকা বাংলাদেশি নাগরিক তমিজউদ্দিন মোহাম্মদের ছেলে আজহার মোহাম্মদ এবং প্রতিবেশী মোহাম্মদ জুয়েল হক দাবি করেছেন, বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। ভারতে আটক বাংলাদেশি নাগরিক তমিজউদ্দিনকে ছেড়ে দিলেই দীপঙ্করকেও ছেড়ে দেওয়া হবে।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে চরম আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে দীপঙ্করের পরিবার। দীপঙ্করের খুড়তুতো ভাই সঞ্জু গোপ বলেন, ‘জানতে পেরেছি বাংলাদেশে দীপঙ্করকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগ দায়ের করেছে। গোটা বিষয়টি এখন একটি লম্বা সময়ের ব্যাপার। পরবর্তীতে কী হবে, কে জানে। দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পরিবারের সবাই দিন কাটাচ্ছি।’ অন্যদিকে দীপঙ্করের কাকা গোপাল গোপ বলেন, ‘আজকে তেমন কিছুই হয়নি। বিএসএফের একটি চিঠি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু তারা সেটি আজকে দেয়নি। কালকের মধ্যে বিএসএফ রাজগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ওই চিঠি তুলে না দিলে বিকেলে এলাকার মানুষ চাউলহাটি বিওপি ঘেরাও করবে।’

সব মিলে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দীপঙ্করের ব্যাপারে আবেদন জানাবেন তাঁর বাবা মিন্নিলাল গোপ। জলপাইগুড়ির চাউলহাটি এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিকে অপহরণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের জাতীয় সংগঠন ‘সিস্টা’। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মেল করে সিস্টা-র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, গত ৮ অগাস্ট সকালে জলপাইগুড়ির চাউলহাটি গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদ্র চা চাষি দীপঙ্কর গোপ নিজের চা বাগানে স্প্রে করার সময় বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে এসে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের পঞ্চগড় পুলিশের হেপাজতে রয়েছেন। ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সংগঠনের আবেদন, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত আলোচনা করে দীপঙ্করের নিরাপদ মুক্তি নিশ্চিত করা হোক। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী চা বাগানগুলিতে বিএসএফের নজরদারি ও নিরাপত্তা আরও জোরদার এবং চা চাষিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য হিলিপ রায় বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে বিএসএফের তরফে শুধু আশ্বাসের কথা শুনছি। কিন্তু কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না। সোমবার ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনও ফ্ল্যাগ মিটিং হয়নি। ওপারেও বিষয়টি আইনের আওতায় চলে যাওয়ায় কীভাবে সমাধানসূত্র বের হবে, বুঝতে পারছি না।’

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের তরফে এদিন তেমন কোনও তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। রাজগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিকের চটজলদি জামিন পাওয়া কঠিন।

জল্পেশ জমজমাট। চতুর্থ সোমবারে উপচে পড়া ভিড়।

এনবিএসটিসি’র চেয়ারম্যান পদে লড়াই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চেয়ারম্যানের নাম এখনও ঘোষণা হয়নি। আপাতত সংস্থাটির সমস্ত দেখভালের দায়িত্ব রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই নিগমের চেয়ারম্যান পদ ঘিরে লড়াই শুরু হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের বাইরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতাদের কয়েকজনের নামও চেয়ারম্যানের দৌড়ে রয়েছে বলে চর্চা চলছে। তবে শেষপর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই চেয়ারম্যান ঠিক হবে বলে জানা গিয়েছে।

সংস্থার এক আধিকারিকের কথায়, ‘চেয়ারম্যানের দৌড়ে বেশ কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত কে দায়িত্ব পাবেন তা জানতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে যিনিই দায়িত্ব পান তিনি কাজের মানুষ হলেই ভালো।’

কোচবিহারের ইতিহাসের সঙ্গে সরকারি এই পরিবহণ ব্যবস্থাটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অধিকাংশ সময় কোচবিহার থেকেই কাউকে সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তবে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব এবং আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সৌরভ চক্রবর্তীরাও একদা নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। এনবিএসটিসির সদর দপ্তর কোচবিহারে। আধিকারিকদের একাংশের দাবি, প্রশাসনিক কাজের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বিগত রাজ্য সরকার কোচবিহার থেকেই কাউকে চেয়ারম্যান করার আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রধান অফিস কোচবিহারে থাকায় সেখানকার কেউ দায়িত্ব পেলে কাজের সুবিধা হয়।

সূত্রের খবর, এবার শিলিগুড়ি থেকে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান করার জোরদার দাবি উঠছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির এক চিকিৎসকের নাম ভাসছে। তিনি সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতার নামও চর্চায় রয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে কয়েকজনকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। সংঘের শ্রমিক সংগঠনও চাইছে, এবার অন্তত শিলিগুড়ি থেকেই কেউ পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান হন। তাঁদের যুক্তি, এনবিএসটিসি’র প্রধান দপ্তর কোচবিহারে হলেও উত্তরবঙ্গের মূলকেন্দ্র শিলিগুড়ি। সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত রুটের যোগাযোগ হয়। নিগমের আয়ের ক্ষেত্রেও শিলিগুড়ি ডিপোর নাম প্রথম দিকেই রয়েছে।

অন্যদিকে, কোচবিহারের দুই বিধায়কের নামও চেয়ারম্যানের দৌড়ে শোনা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে একজন দু’বারের বিজেপি বিধায়ক। তিনি কোনও মন্ত্রীপদ পাননি। ফলে নিগমের চেয়ারম্যানের দৌড়ে তাঁর থাকা স্বাভাবিক বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যজন রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। ফলে তিনিও যে হাল ছাড়ার পাত্র নন, তা নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা চলছে। তবে

- এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পদ নিয়ে বিজেপির অন্দরে জোরদার চর্চা
- শিলিগুড়ি থেকে চেয়ারম্যান করার দাবিও এবার জোরালো হয়েছে
- কোচবিহারের দুই বিধায়কের নামও চেয়ারম্যানের দৌড়ে রয়েছে বলে খবর

রাজ্যের অন্যান্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে অনেক সময় প্রতিমন্ত্রীদেরও দেখা যেত। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গের প্রতিমন্ত্রীরাও যে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাতে পারেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার বক্তব্য, ‘বিধায়কদের অনেকে মন্ত্রী হতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কাউকে যদি চেয়ারম্যান করা যায় সেটা ভালো হবে। তবে দলীয় নেতা কিংবা সমাজের গুণী মানুষরা যাতে সরকারি কিছু পদে বসতে পারেন সেই দিকটিও দেখতে বলা হয়েছে।’ তবে সবই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর নির্ভর করছে বলে তিনি জানান।

কুণালদের বিক্ষোভে

প্রথম পাতার পর

বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিভাস সর্দার ও মেটিয়াবুরুজের আবদুল খালেক মোল্লাকে। পরে ব্যানার নিয়ে বিধানসভা চত্বরে মিছিলেও হাঁটেন তাঁরা। তাঁদের এই ভূমিকার সাফাইও দেন তিনজন। তৌসিফুরের স্পষ্ট কথা, ‘মমতাদিদির ছবি না থাকলে ৫০০ ভোটও পেতাম না। ঋতব্রত শিবিরের পক্ষ থেকে প্রথমে আমাদের বলা হয়েছিল, মমতাদিই আমাদের চেয়ারম্যান থাকবেন। কিন্তু আজ হবে, কাল হবে করে এখনও হয়নি। দিদি যেখানে, আমিও সেখানে।’ বিভাস বলেন, ‘মমতার দেওয়া প্রতীকে জিতেছি। আমাদের নেত্রীকে আঘাত করা হয়েছে। তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কেরই তাই প্রতিবাদ করা উচিত।’

আরেক ঋতব্রতপন্থী বিধায়ক আবদুল খালেকের ভাষায়, ‘আমি ঋতব্রতপন্থী ঠিকই, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ শোভনদেব ও কুণাল ছাড়াও সোমবারের কর্মসূচিতে মমতা শিবিরের বিধায়কদের মধ্যে হাজির ছিলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্র, আলিফা আহমেদ, বাবর আলি প্রমুখ। কুণালের কথায়, ‘হামলাকারীদের সরকার মদত দিচ্ছে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না।’ তিনি দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার দাবি করেন। পরে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও স্পষ্ট যে, তাঁর শিবিরে সব ঠিক নেই। তিন বিধায়কের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘সংখ্যাটা আমাদের ৬৫। এর নীচে নামবে না। অধ্যক্ষ ডাকলেই আমরা ৬৫ জন হাজির হয়ে যাব।’ যদিও পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, ‘তৌসিফুর ও বিভাসের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তবে আবদুল খালেক দৃঢ়ভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন।’

মমতার ছবি না থাকলে ভোট পেতেন না বলে তৌসিফুরের বক্তব্য প্রসঙ্গে ঋতব্রতের কথায়, ‘তৌসিফুর প্যারাট্রুপে নামা প্রার্থী। ওঁকে প্রশ্ন করুন, বসিরহাটের বিধায়ক টিকিট পেলেন না কেন? তৌসিফ তো ভালোভাবে বাংলাই বলতে জানেন না। টিকিট পেলেন কীভাবে? জিজ্ঞাসা করুন, বিদেশে ওঁর কীসের ব্যবসা আছে?’ ঋতব্রতের এই মন্তব্যে স্পষ্ট তাঁর শিবিরে মনোমালিন্য আছে। অনেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলা মেনে নিতে পারছেন না।

একইভাবে তিন সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান ও ইউসুফ পাঠানকে নিয়ে বিব্রত এনসিপিআই। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত ওই সাংসদ এনসিপিআই-তে থাকলেও এনডিএ-র শরিক হতে নারাজ। বিজেপির ঘনিষ্ঠ হতেও তাঁদের আপত্তি আছে। এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদাররা এনডিএ-কে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আসন পুনর্বিন্যাস বিলে সমর্থন জানাবেন বলেছেন। ওই তিন বিধায়ক তার ধারেকাছে নেই।

বরং আবু তাহের, খলিলুররা দলীয় অবস্থানের বদলে এনডিএ-কে বিষয়ভিত্তিক সমর্থন পর্যন্ত রাজি আছেন। বরং আবু তাহেরের কথায়, ‘রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হলে আমরা রুখে দাঁড়াব। এই অবস্থানের কারণে ও মঙ্গলবার এনডিএ-র মঙ্গল মিলানে তাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন বলায় এনসিপিআইয়ে অনৈক্যের ছবিটার আভাস মিলছে।

মিলল গাড়ি

ফাঁসিদেওয়া, ১০ অগাস্ট : বিডিও-র বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনার অভিযোগ তুলে ধর্নায় বসার পর অবশেষে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গাড়ি দেওয়া হল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তি মার্ডি কিসকুকে সরকারি গাড়ি প্রদান করা হয়েছে। তবে স্থায়ী সমিতি গঠন না হওয়া, উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকা এবং সভাপতির নিজস্ব চেম্বার না পাওয়ার ক্ষোভ এখনও রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, ‘সভাপতিকে উপযুক্ত ঘর বা চেম্বার বরাদ্দ না করা হলে, আগামী বুধবার আবার বিডিও অফিসে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হবে।’

শুনবে কে?

প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিকভাবেই পদ থেকে সরে যান ৪৭ জন কাউন্সিলার। নয়া প্রশাসক, কমিশনার আরও একাধিক পদের দায়িত্বে রয়েছেন। তাছাড়া, রোজকার কাজকর্ম সামলাচ্ছেন সরকারি আধিকারিক-কর্মীরা। অভিযোগ, ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে বিশেষ একটা মাথাব্যথা নেই। শহরবাসী কখনও পুরনিগম অফিসে ছুটছেন, কখনও বরো অফিসে। দিনশেষে অধিকাংশকেই কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে ফিরতে হচ্ছে বাড়ি। শহরবাসীর কথায়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা থাকলে নাগরিক সমস্যা ইস্যুতে খুব একটা বিপাকে পড়তে হয় না। কাউন্সিলাররা সুরাহা করতেন বহুক্ষেত্রে। তবে প্রশাসক বোর্ড বসার পর থেকে ছবিটা বদলে গিয়েছে।

১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুব্রত বলছিলেন, ‘বিজেপির তরফে যে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁকে আমরা এখনও দেখিনি। প্রাক্তন কাউন্সিলারের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছি। দিনকয়েক আগে শচীন-সৌরভ কলোনি ও কলেজের-২ নম্বর গেটের উলটোদিকের রাস্তায় পথবাতি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রাক্তন কাউন্সিলারকে জানিয়েই সমাধান মিলেছে। খুব তাড়াতাড়ি ভোট প্রয়োজন।’ একই কথা ২১ নম্বরের মামন সূত্রধরের। ভোটের পক্ষে সওয়াল করলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়দীপ সরকারও। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের রতন সাহার অভিযোগ, ‘সুকান্তনগরে নিয়মিত পানীয় জল পাওয়া যায় না। আসার সময়ও নির্দিষ্ট নয়। কাকে বলব এসব, কে শুনবে আমাদের কথা?’

রতনের শেষ কথাগুলির মতো উত্তর খুঁজছে গোটা শহর।

ফিরলেন জগদীশ

সিতাই, ১০ অগাস্ট : ভোটের ফলাফলের তিন মাস পর রাতের আঁধারে সিতাইয়ে ফিরলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং তাঁর স্ত্রী বিধায়ক সংগীতা রায়। রাজ্যে বিজেপির জয়ের পর ৪ মে সিতাই থেকে চম্পট দেন তাঁরা। এর পর সিতাইয়ে ফেরার চেষ্টা করলেও আর ফিরতে পারেননি। মাঝে একবার কোচবিহারের নিজেদের বাড়িতে এলেও জনরোষের ভয়ে সিতাইমুখো হননি। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিশাল পুলিশবাহিনীর ঘেরাটোপে গ্রামে ফিরতে হল প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদকে। যদিও সকাল থেকে তাঁদের ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়ে সিতাই ব্লকজুড়ে। তাই তাঁদের আটকাতে সকাল থেকেই সাগরদিঘি ও কামতেশ্বর সেতু সংলগ্ন রাস্তায় জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তায় অপেক্ষা করেন তাঁরা। যদিও সাংসদ, বিধায়ক কেউই সিতাইয়ে আসেননি। সন্ধ্যার পর সাংসদ-বিধায়ক কোচবিহারের বাড়িতে ফেরেন। পরে চুপিসারে গ্রামে ফিরতে হয় তাঁদের।

বিবৃতি দিতে

প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত।’ একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখবেন, তখন বিরোধীদের উচিত শান্ত থেকে জবাবটি শোনা। আলোচনা শুরু হলে আমাদের গভীরে গিয়ে কথা বলা দরকার।’

অন্যদিকে সরকারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ‘দাবিটা কখনও এমন ছিল না যে, অমিত শা সংসদে সাধারণ কোনও বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। দিল্লিতে তরুণদের ওপর গুলি চালানোর অনুমতি কে দিয়েছিল, শা-কে তা স্পষ্ট করতে হবে। ছররা বন্দুক চালানো হয়েছে, পড়ুয়াদের পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়েছে। এর জবাব দিতে হবে।’

তাঁর কথায়, ‘তিনি আমাদের সন্তানদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে থাকলে তিনি দোষী। সেজন্য তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। আর যদি তিনি জানতেনই না যে এমন ঘটনা ঘটছে, তবে তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদে থাকার অধিকার নেই।’ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘শা’র মনগড়া কথায় আমাদের আগ্রহ নেই। প্রথমে পরিষ্কার করতে হবে যে, তিনি গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন কি না। তারপর অন্য আলোচনা।’

‘ইন্ডিয়া’ জোট শুধু ছাত্র নিগ্রহ নয়, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রণামি চুরির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের অভিযোগ, ‘প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ট্রাস্টিরা রাম মন্দিরের টাকা চুরি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৫ দিন ধরে এবিষয়ে নীরব। বিরোধীরা দেশের যুবসমাজ ও সত্যের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাবে।’

অধরা দুষ্কৃতীরা

ইসলামপুর, ১০ অগাস্ট : শনিবার দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন ইসলামপুরের রাজা ভীম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নজরুল। দু’দিন পেরিয়ে গেলেও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন মেয়ে নেহা ইসলাম সহ পরিবারের বাকিরা। নেহা বলেন, ‘আমরা চাই দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে তাদের ফাঁসির সাজার ব্যবস্থা করা হোক।’ প্রতিক্রিয়া জানতে ইসলামপুরের পুলিশ সুপারকে ফোন করা হলেও যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : মাটিগাড়া থানার চৈতন্যপুরে দিনের আলোয় নদী থেকে বালি-পাথর তোলা চলছে। মাটিগাড়ার বিডিও প্রীতম দাস শর্মা, বিএলএলআরও, আইসি মনোজিৎ সরকার সহ প্রশাসনের একটি দল সোমবার এলাকায় অভিযান চালায়। প্রশাসনের কর্তারা আসতেই ট্র্যাক্টর সহ বেআইনি কারবারিরা পালিয়ে যায়।

নয়ছয়ের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

‘শেষ হিসেব আমার দেখা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে এখন কিছু বলতে পারব না। সবটা প্রশাসন দেখবে।’

পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ টাকা, ২০ টাকা হিসেবে তোলা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের টাকা ওয়ার্ডের কমিটির একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়। অ্যাকাউন্টটি যৌথভাবে কাউন্সিলার ও ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদকের নামে থাকে। সেখান থেকে তিন চাকার ভ্যান সহ বিভিন্ন খরচ মেটানো যায়। তবে বরোতে হওয়া বার্ষিক অডিটে রসিদ দিয়ে সেই হিসেব দেখাতে হয়। কাউন্সিলারের সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাবতীয় হিসেব পুরনিগমে জমা দিতে হয়। কয়েকজন কাউন্সিলার এখনও সেই হিসেব না দেওয়ায় অডিটও করা যাচ্ছে না বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

এদিকে, পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে পর্যটনমন্ত্রী একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করতে বলেন। শংকরের কথায়, ‘বিভিন্ন সময় আমার কাছে ছোট ছোট পুর পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে। ওই ছোট ছোট সমস্যা সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। এই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই পুর কমিশনারকে নতুন একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করতে বলেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘বহু সংস্থা রয়েছে। প্রয়োজনে তারা নিজেরাই এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে।’

মন্ত্রী এছাড়াও প্রতিটি পার্কিং জোনে বোর্ড লাগানোর কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, ‘কিছুদিন ধরে শুনছিলাম, মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও পার্কিংয়ের টাকা নেওয়া হচ্ছে। আজ একটি পার্কিংয়ের জায়গায় দাঁড়ানোর পরেই আমাকে সেখানকার কর্মী একটি স্লিপ দেন। তাঁর পার্কিং জোন নম্বর ৪ বলে তিনি দাবি করেন। ওই অংশের পার্কিংয়ের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। পরে খবর পাই, জোন-১, ২, ৩-এর সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে।’ বোর্ড লাগানো হলে বিষয়টি সবার বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

সেবক রোড থেকে সরছে বিদ্যুতের খুঁটি

মাটিতে গড়াগড়ি ইন্টারনেটের তার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : সেবক রোডে বসানো হয়েছে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের তার। সেই প্রক্রিয়া শেষ হতেই খুঁটি সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। এতে বিপাকে পড়েছে কেবল ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী ছোট, বড় সংস্থাগুলি। সেবক রোডের পাশে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ফাইবার অপটিক কেবল। এমন পরিস্থিতিতে ইন্টারনেটের তার কীভাবে ও কোথা দিয়ে টানা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আগামীদিনে শহরে পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি কেবল ইন্টারনেট অ্যাসোসিয়শনের তরফে পুরনিগমের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এই পরিস্থিতির জন্য বিগত সরকারের নীতিকে দুষছেন ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে সোমবার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।

সভাপতি হরিকৃষ্ণ গোয়েল বলেছেন, ‘টেলিকমের জন্য ২০২৩ সালে রাইট অফ ওয়ে রুল এসেছিল। কিন্তু এ রাজ্যে বিগত সরকার আমাদের সেই নিয়মের অঙ্গ হিসেবে স্টেকহোল্ডার বানায়নি। পূর্বতন সরকারের নীতির কারণে সমস্যা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গনা, গুজরাট, অসমে রাজ্য সরকার ইন্টারনেটের তার টানার জন্য ইউটিলিটি পোল তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে কোনও ব্যবস্থা নেই।’

অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে প্রায় ২৫টি সংস্থা ইন্টারনেট পরিষেবা দিচ্ছে। যার অধীন প্রায় ৫০০ অপারেটর রয়েছে। ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থাগুলি ফাইবার অপটিক কেবল টানার জন্য বিদ্যুতের খুঁটিই ব্যবহার করে। কিন্তু সেবক রোডে বিদ্যুতের খুঁটি সরিয়ে নেওয়ায় সেই কেবল রাস্তার পাশে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেবক রোডের পাশাপাশি হিলকার্ট রোড, বিধান রোডেও মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই দুটি রোডের বিদ্যুতের খুঁটিও যদি খুলে ফেলা হয়, শহরে ইন্টারনেট পরিষেবা ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। এরপর ব্যবসায়ীরা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা জানান। শংকর বলছেন, ‘সবাই মিলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।’ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মহাদেব প্রামাণিকের বক্তব্য, ‘বিদ্যুতের খুঁটি তুলে নেওয়ার পর আর বিকল্প কোনও খুঁটি নেই যা ব্যবহার করে আমরা ইন্টারনেটের তার টানতে পারি। মাটির তলা দিয়ে ইন্টারনেটের তার নিয়ে যাওয়ার খরচ অনেক। অনেকবার পুরনিগমের দ্বারস্থ হলেও বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

বটেশ্বরে পুজো ছাড়া অসম্পূর্ণ জল্পেশ দর্শন

প্রথম পাতার পর

কেন, তার প্রকৃত উত্তর কারও কাছে নেই।

সোদর খই শিব মন্দিরও অনেকটা আড়ালে। ময়নাগুড়িতে এখনও তার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রচলিত লোককথা, বটেশ্বরের স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গে জল ঢাললে তা গিয়ে সোদর খই মন্দিরের শিবের কাছে পৌঁছায়। চার শিবধামের ইতিহাস খুঁজলে সঠিক তথ্য মেলা ভার। লোককথা ও নথি মিলিয়ে একটি তত্ত্ব সামনে আসে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে কামরূপ রাজ্যের এই এলাকায় ইন্টারলকিং সিস্টেমে পাথর বসিয়ে তিন মন্দির তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা।

কামরূপ রাজবংশের রাজা জল্প শিবের উপাসনা করে জল্পেশে মন্দির স্থাপন করেন বলে কথিত আছে। আরেক সূত্র অনুযায়ী, ১৫২৪ সালে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পিতা বিশ্বসিংহকে জল্পেশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। নরনারায়ণ ১৫৬৩ সালে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১০০ বছর পর রাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফের এটি নতুনভাবে নির্মাণ করেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে কোচ রাজবংশের বশ্যতা অস্বীকার করে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে মহীদেব রায়কত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোচ রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে অস্বীকার করেন। এরপর মন্দিরটি বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৯ সালের ৩০ জানুয়ারি রাজা জগদেন্দ্রদেব রায়কতের স্ত্রী রানি জগদেশ্বরী দেবী এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। জটিলেশ্বর মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এই ধামের ক্ষেত্রে রাজা জল্প ও বশিষ্ঠ মুনির বোর্ডটি ভরসা। বটেশ্বর অ্যাংলো-ভুটান যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে নষ্ট হয়, পরে আর সংস্কার হয়নি।

এই ধামগুলি নিয়ে নানা গল্প থাকলেও সমস্ত ইতিহাস ঠিকমতো সংরক্ষণে কিন্তু সেভাবে উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাই জল্পেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুজো দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছেটালেও জটিলেশ্বর বা বটেশ্বর আজও ব্রাত্য রয়েছে। বংশানুক্রমে বটেশ্বরের পুরোহিত তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, ‘সরকার হোক কিংবা ইতিহাসবিদ সকলেই জল্পেশের গুণগান করেন। কিছু মানুষ জটিলেশ্বর নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু, এই বটেশ্বর চিরকাল গাছের ছায়ায় থেকে গিয়েছেন। এত লোক এই পথ দিয়ে যায় জল্পেশধামে পুজো দিতে। এই মন্দিরে ভুলে দু-একজন এসে ঢুঁ মেরে যায়। স্থানীয়রা ছাড়া কেউই আসে না। কিন্তু, আজ ইংরেজরা সোনার লোভে এই মন্দির না ভাঙলে হয়তো আজ এই মন্দিরেরও নাম থাকত।’

উত্তরের প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মাও তাঁকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর মতে, মন্দিরটির ইতিহাস ১২০০ বছরের বেশি পুরোনো। আশপাশের মাটির নীচে প্রচুর মন্দিরের পাথর রয়েছে। ঠিকমতো সমীক্ষা করলে এই মন্দির তৈরি সম্ভব। মানুষের জন্য প্রচারের অভাব রয়েছে। সব মন্দির মিলিয়ে একটি চতুর্ধাম প্রোজেক্ট করা যেতেই পারে। তাঁর কথায়, ‘যদি বটেশ্বর থেকে একটি সরলরেখা টেনে নিয়ে যাওয়া হয় জটিলেশ্বরে, তাহলে জটিলেশ্বর এবং বটেশ্বর থেকে শীর্ষরেখাটি জল্পেশে মিলিত হবে। অর্থাৎ জল্পেশ শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত। ত্রিভুজের দুই প্রান্তের বাহু (বটেশ্বর ও জটিলেশ্বর) থেকে পুজো দিয়ে যাত্রা শুরু করলে তবেই মহাদেবকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আরাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করবে।’ তাঁর কথায়, ‘জল্পেশ হল শিব ও শক্তির মিলনস্থল।’

পৌঁছেই অনুশীলনে সরফরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অগাস্ট : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা!

কঠিন শ্রীলঙ্কা সফরে পৌঁছানোর পর থেকে ভারতীয় দলের অন্দরে একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি ছিল। কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে অধিনায়ক শুভমান গিল, সবাই কমবেশি চাপে ছিলেন।

সাময়িকভাবে হলেও সেই চাপ উধাও। বদলে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ফুরফুরে মেজাজ। বদলে যাওয়া পরিবেশের নেপথ্যে রয়েছে অনুশীলন ম্যাচে জয়। অধিনায়ক শুভমানের ফিট হয়ে ওঠার মতো ঘটনা। উপরি হিসেবে গতকালই জাতীয় নির্বাচকরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, বি সাই সুদর্শনের বদলি সরফরাজ খানের নাম। দলে ডাক পাওয়ার পরই গতকাল রাতের দিকে মুম্বই থেকে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছেন সরফরাজ। সোমবার সকালে কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে দীর্ঘসময় অনুশীলনও করেছেন সরফরাজ। শরীরের মেদ ঝরিয়ে, ওজন কমিয়ে 'নিউ লুক' সরফরাজকে আজ অনুশীলনে রীতিমতো সিরিয়াস বলে মনে হয়েছে। নেটে স্পিনের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ব্যাটিংও করেছেন তিনি।

বি সাই সুদর্শনের বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেলেন সরফরাজ খান। গলে সোমবার।

সাইয়ের পরিবর্ত হিসেবে সরফরাজ টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার পর প্রশ্ন উঠছে, তিনি কি প্রথম একাদশে থাকবেন? আপাতত এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা সিরিজের প্রথম টেস্টের আগে এখনও দিন পাঁচেক বাকি। মঙ্গলবার টিম ইন্ডিয়ার কলম্বো থেকে গলে পৌঁছানোর কথা। ভারত মহাসাগরের কোলের উপর থাকা শহর গলে পৌঁছে অনুশীলনের পরই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করবে। যদিও তার আগে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের তিন

প্রস্তুতিও দারুণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু। তিনি বলেছেন, 'খুব ভালো অনুশীলন হয়েছে আমাদের। ম্যাচ প্র্যাকটিসের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। আমরা সেটাই করেছি। পুরো দলই অনুশীলন ম্যাচের মাধ্যমে ছন্দ পেয়েছে।' এদিকে, গলে প্রথম টেস্টের আসরে ঘূর্ণি পিচ হবে বলে ধরেই নিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সেকথা মাথায় রেখেই আজ স্পিনের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটারদের দীর্ঘসময় অনুশীলন করানো হয়েছে। শুধু ঘূর্ণি উইকেটই নয়, টিম ইন্ডিয়ার

তিন নম্বরে দেবদত্ত, ইঙ্গিত সীতাংশুর

নম্বর জায়গাটা প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছে। অনুশীলন ম্যাচে অপরাজিত ১৪২ রানের ইনিংস খেলা দেবদত্ত পাডিক্কালকেই তিন নম্বরে ভাবা হচ্ছে বলে খবর। দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের কথায়ও তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে আজ। সীতাংশুর কথায়, 'দেবদত্ত দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে অনুশীলন ম্যাচে। ওকে দেখে মনেই হয়নি খেলতে কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে। দলের বাকি আরও অনেকেই ভালো করেছে। কিন্তু তারপরও আমি আলাদাভাবে দেবদত্তের নাম করব।'

১৫ অগাস্ট থেকে গলে প্রথম টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের সামনে সমস্যা হিসেবে হাজির হতেই পারে রিভার্স সুইংয়ের চ্যালেঞ্জও। সাধারণত, উপমহাদেশের স্পিন সহায়ক পিচে বল পুরোনো হয়ে গেলে রিভার্স করে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে এব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। এসবের মধ্যেই আজ সকালে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। তাঁর ব্যাটে ঘোড়ার মুখের নয়া লোগো দেখা গিয়েছে। একইসঙ্গে পুষ্পার ঢংয়ে সতীর্থদের সঙ্গে খুনশুটিতেও মেতেছিলেন জাড্ডু।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জয়ী লভলিনা বরগোহাঁই।

লভলিনার প্রতিবাদের প্রশংসা মোদির মুখে

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : নিজের বাসভবনে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেখা করেন কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ীদের সঙ্গে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষাও। সেখানেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপচরিতায় উঠে এল নানা প্রসঙ্গ। কমনওয়েলথে রুপোজয়ী অসমের বক্সার লভলিনা বরগোহাঁইয়ের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। গ্লাসগোর এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রেস্তোরাঁয় ভারতের মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের অস্তিত্ব ছিল না। যা দেখে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন লভলিনা। সে কথাই এদিন লভলিনার থেকে জানতে চান মোদি। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'কী হয়েছিল সেদিন? ভিডিওয় দেখেছি তুমি ঝগড়া করছিলে।' সেদিনের কথা তুলে ধরে লভলিনার উত্তর, 'আমাদের পারফরেন্স দারুণ ছিল। সেদিন ছিল গেমসের শেষ দিন। আমরা উৎসবের মেজাজে ছিলাম।

'নরেন্দর নামকে ঘৃণা করি', আলাপচারিতায় উঠে এল মজার ঘটনা

ওই সময় দেশের বিকৃত মানচিত্র দেখে মোটেই ভালো লাগেনি। আমি ভদ্রভাবে ওঁদের ব্যাপারটা বলি। ওঁরা আমার কথা শুনে মানচিত্র বদলেও দেন।' যা শুনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, 'আনন্দের মাঝেও যে তুমি দেশের মানচিত্রের বিষয়টি তুলে ধরেছ, সেটা সাধারণ বিষয় নয়। আমি নিশ্চিত তোমার এই ঘটনা দেশবাসী বহুকাল মনে রাখবে।'

অন্যদিকে, হালকা মেজাজের আলাপচরিতায় উঠে এসেছে নানান মজার ঘটনাও। এমন একটি ঘটনা তুলে ধরেন সোনাজয়ী বক্সা নরেন্দ্র বেরওয়াল। তিনি ২০১৫ সালের একটি ঘটনার কথা এদিন সামনে এনে বলেছেন, 'বিশ্ব মিলিটারি গেমসে পাকিস্তানের এক বক্সারকে হারাই। ম্যাচের পর মেডিকেল রুমে ও আমায় বলে, ভাইজান, আপনার নাম নরেন্দ্র, আপনার কোচ নরেন্দর, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর নামও নরেন্দর। এই নামটাকে আমি এখন ঘৃণা করি।' যা শুনে হাসি ধরে রাখতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী।

'আইস-বাথে' খোশমেজাজে তিলক ভার্মা ও ঈশান কিষান।

নয়া শুরুর অপেক্ষায় 'বিদ্রোহী' সরফরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অগাস্ট : সবাই ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যর্থতার পর তিনি দল থেকেই বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল, পারফর্ম করতে না পারা। সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সরফরাজ খানের ফিটনেস নিয়েও।

এমন ঘটনা মেনে নিতে পারেননি সরফরাজ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে মুখ খুলে হয়ে উঠেছিলেন 'বিদ্রোহী' ক্রিকেটার। নিজের বক্তব্য যেমন স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, তেমনই আরও পরিশ্রম করে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞাটাও সেরে ফেলেছিলেন তিনি।

২০২৪ সালে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই টেস্ট ম্যাচ এখনও ভোলেননি সরফরাজ। হয়তো কখনও ভুলতেও পারবেন না। তাই বি সাই সুদর্শনের পরিবর্ত হিসেবে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভারতীয় দলে ফের সুযোগ পাওয়ার পর তিনি নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর। দুই বছর পর ফের টিম ইন্ডিয়ার সংসারে সরফরাজ।

মাঝের সময়ে সরফরাজের মনের অন্দরে রীতিমতো ঝড় বয়ে গিয়েছে। জীবনের নানা ওঠাপড়া নতুনভাবে চাক্ষুষ করেছেন। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জেদও ধরে রেখেছিলেন। যার প্রমাণ, ফিটনেস নিয়ে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার জন্য ১৭ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলা। দুই বছর আগের সরফরাজের সঙ্গে এখনকার বিস্তর অমিল। এতটাই যে অনেকে দেখলে তাঁকে চিনতেই পারবেন না। মাঝের সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন। ভারতীয় 'এ' দলের হয়েও সফল হয়েছেন। মুম্বইয়ে বর্ষার সময় অনুশীলনের সুযোগ না পেয়ে সরফরাজ ছুটে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। সেখানে দীর্ঘসময় থেকে অনুশীলন করেছেন। কিন্তু তারপরও ভারতীয় দলে সুযোগ আসছিল না। সাইয়ের চোটে কিছুটা আচমকাই এসেছে সুযোগ। টিম ইন্ডিয়ায় ফের ডাক পাওয়ার পর গতরাতের দিকে বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে সমাজমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করে সরফরাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, মাঠে নেমে কিছু করে দেখানোর জন্য ঠিক কতটা মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

৬ টেস্টে মোট ৩৭১ রান। একটি শতরান ও তিনটি হাফ সেঞ্চুরি। বছর দুয়েক আগে নিউজিল্যান্ডের সিরিজের পর যখন ভারতীয় টেস্ট দল থেকে ছিটকে যান সরফরাজ, মনে করা হয়েছিল তিনি আর ফিরতে পারবেন না। কিন্তু নাছোড় মনোভাবের সুবাদে সরফরাজ ফিরলেন। এখন শুধু মাঠে নামার আপেক্ষা। গলে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে ১৫ অগাস্ট। কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৩ অগাস্ট। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের ধারণা, অন্তত একটা সুযোগ পাবেন সরফরাজ। সেটা তাঁর প্রাপ্য। সরফরাজকে নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিলের ভাবনা ও পরিকল্পনা কোন পথে বইছে, সেটাই এখন দেখার।

ব্যাটের লোগোতে ঘোড়ার মুখ বসিয়ে নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

হাল ছেড়ো না, বার্তা জাহিরের

যুবরাজকে নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন সামির

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : তাঁকে নিয়ে রীতিমতো হইচই। ঘরোয়া ক্রিকেটে টানা সাফল্যের পরও গৌতম গম্ভীরদের গুডবুকে নেই তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট মহলের একাংশ যা নিয়ে সরবও। যাঁকে নিয়ে বিতর্ক, সেই মহম্মদ সামি অবশ্য অন্য মেজাজে। মাতলেন ভারতীয় সাজঘরে প্রথমবার পা রাখার পুরোনো স্মৃতিতে। তুলে ধরলেন, সিনিয়ার যুবরাজ সিংয়ের নির্দেশে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ানোর গল্প।

২০১৩ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেক। নভেম্বরে ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট আঙিনায় পা রাখা। সেই সময়ের স্মৃতিরোমন্থনে সামি বলেছেন, 'প্রথমবার ভারতীয় দলে। ম্যাচের আগের দিন টিম মিটিং। আমিও গিয়েছি। যেদিকে তাকাই আমার প্রিয় তারকাদের ভিড়, যাঁদের দেখে বড় হয়েছি। যুবরাজ সিং হঠাৎ আমাকে বলে, চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে কিছু বলতে! উঠে দাঁড়াই। কিন্তু একঝাঁক তারকাকে সামনে দেখে ভাষা হারিয়েছিলাম। শুধুমাত্র নিজের নাম, কোথা থেকে উঠে এসেছি বোধহয় বলতে পেরেছিলাম। আর কী বলেছিলাম মনে নেই।'

শিখর ধাওয়ানের বিন্দাস মেজাজের কথাও সামির গলায়। বলেছেন, 'মজাদার চরিত্র ছিল ও। ম্যাচ হেরে সবাই আমরা মনমরা। সাজঘরে চুপচাপ। শিখর কিন্তু উলটো। জোরে জোরে হাসত। কেন হাসছ, জিজ্ঞেসে করলে বলত, হেরেছি বলে হাসছি! যে কোনও সময় টেবিলের ওপর উঠে নাচতে শুরু করে দিত। সাজঘরের পরিবেশ বদলে দিত। ওর কথায়, হার-জিত থাকবে, কিন্তু মেজাজই আসল রাজা।'

এদিকে, জাহির খান আবার সামিকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। জাহির বলেছেন, 'দল, টিম ম্যানেজমেন্টের অন্যরকম ভাবনা থাকতেই পারে, কিন্তু লড়াই ছাড়লে চলবে না। যা সুযোগ পাবে, তা কাজে লাগাতে হবে। তবেই কিন্তু নির্বাচকদের নজরে থাকা সম্ভব হবে। আমার বিশ্বাস, সামি নিজেও হাল ছাড়বে না।'

গুরনুর ব্রারের মতো নতুনদের ওপর আস্থা রাখছেন জাহির। তাঁর মতে, নতুনদের প্রায় প্রত্যেকের গতি ভালো। এই তালিকায় গুরনুর অন্যতম। দীর্ঘ এবং সফল কেরিয়ারের সমস্ত রসদ রয়েছে। কিছুদিন পাঞ্জাবের স্পিডস্টারের সঙ্গে কাজ করেছেন জাহির। ছাত্রের প্রতিভা নিয়ে সংশয় নেই। অপেক্ষা শুধু, সেই প্রতিভার বিকাশ কীভাবে ঘটাতে সক্ষম হয় গুরনুর ব্রার।

'খতম করে দেব'

সৌরভ-ডোনাকে প্রাণনাশের হুমকি চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অগাস্ট : একটি চিঠি। আর সেই চিঠি নিয়েই তোলপাড় বাংলার ক্রিকেটমহল।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অফিসে একটি চিঠি এসেছিল সম্প্রতি। সেই চিঠিতে সৌরভ ও তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে 'খতম করে দেওয়ার' হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মহারাজ ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন মহারাজ। রাতের দিকের খবর, পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, একটি কুরিয়ার কোম্পানির মাধ্যমে চিঠিটি পৌঁছেছিল সিএবি সভাপতির অফিসে। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই সেই কুরিয়ার কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে খবর। এভাবে প্রাণনাশের হুমকি চিঠি নিয়ে সৌরভ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সিএবি সভাপতিকে মেরে ফেলার হুমকি চিঠির খবর সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই হইচই শুরু হয়েছে বাংলার ক্রীড়া মহলে। রাজ্য রাজনীতিতেও এমন ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অজি যুব দলে নতুন মুখ

ভারত সফরের জন্য প্রস্তুত নীল প্যাটেল

মেলবোর্ন, ১০ অগাস্ট : অজি ক্রিকেটে আরও এক ভারতীয়র উত্থান।

নীল প্যাটেল। সেপ্টেম্বরে ভারতগামী অনূর্ধ্ব-১৯ অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম মুখ। নীলের পরিবার চলতি দশকের গোড়ায় সে দেশে পা রাখে। সেখানেই জন্ম নীলের। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই দাদুর সঙ্গে খেলার হাতেকড়ি। আপাতত সেই

অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল প্যাটেলকে।

ব্যাট-বলকে পাথেয় করে স্বপ্নের ডানা মেলছে। সতেরোতেই অজি-১৯ দলে ডাক। তাও একেবারে বাপঠাকুরদাদের জন্মভূমি ভারতে, ভারতের বিরুদ্ধে খেলার চ্যালেঞ্জ।

স্পিন-অলরাউন্ডার নীল প্রস্তুত যে কোনও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে। উত্তেজিত 'পিতৃভূমি' ভারতে খেলার জন্য। সফরে তিনটি ওডিআই ম্যাচের পাশাপাশি রাজকোট, আহমেদাবাদে দুটি চারদিনের ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার পেস, বাউন্স, ঘাসের পিচের বদলে তুলনামূলক পাটা, শুকনো, স্পিন সহায়ক উইকেটের চ্যালেঞ্জ। নীলের কথায়, 'ভারতে খেলব। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতের গরম বেশি। উইকেটও অন্যরকম। ভিন্নধর্মী যে পরিবেশে মানিয়ে নিতে হবে। সবমিলিয়ে অনেক কিছু শিখব।'

নীলের বাবা পুনিত প্যাটেল ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়া চলে যান। সেখানেই ২০০৯ সালে নীলের জন্ম। আর পাঁচটা ভারতীয়র মতো ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগ। অজিদের ক্রিকেট-পরিকাঠামোও নীলের ক্রিকেট-স্বপ্ন পূরণের পথ প্রশস্ত করে। নীল আরও বলেছেন, 'সিডনিতে প্রচুর ভারতীয়র বাস। অজিরা তো রয়েইছে। সেদিক থেকে ছোট থেকে খেলাটার প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিক।'

রিকি পন্টিং, স্টিভেন স্মিথদের সাফল্য নীলের স্বপ্নকে আরও উসকে দেয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিন-অলরাউন্ডারের কথায়, 'রিকি পন্টিং, স্টিভেন স্মিথদের মতো অজি ক্রিকেটারদের খেলা দেখে বড় হয়েছি। ভালো লাগার তালিকায় বেশ কিছু ভারতীয় ক্রিকেটারও রয়েছেন। যাঁদের খেলা উপভোগ করতাম, যাঁদের সাফল্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

এবার বাইশ গজে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলার সুযোগ। গত বছর সিডনি প্রিমিয়ার ক্রিকেটে হাজারের বেশি রান করেন। পাশাপাশি স্পিন বোলিংয়েও শান দেওয়ার কাজ জারি। নীলের মতে, গ্রেড ক্রিকেটে খেলার পর থেকে তাঁর ব্যাটিংকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ওপেনও করেছেন। ব্যাটিংয়ে তাই বাড়তি ফোকাস। পাশাপাশি অফস্পিনও করেন। বিশ্বাস, সেপ্টেম্বরের ভারত সফরে স্পিন বোলিং নিয়ে আরও নতুন কিছু শেখার সুযোগ মিলবে।

কুলদীপের হয়ে 'ব্যাট' ভাজ্জি-রাহানের

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : কুলদীপ যাদবকে নিয়ে থিংকট্যাংকের মনোভাবে অবাক প্রাক্তনদের একাংশ। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কেন প্রথম একাদশে নিয়মিত নন, এদিন একসুরে প্রশ্ন তুললেন হরভজন সিং, আজিঙ্কা রাহানে। প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজনের সাফ কথা, কুলদীপকে নিয়মিত খেলানো উচিত। ম্যাচ উইনার। এমন একজনকে দলে বাইরে রাখা অযৌক্তিক।

গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিতে অবাক প্রাক্তনরা

২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচে ১৫ উইকেট নেন কুলদীপ। ওভার পিছু রানরেট ৪.৪৫। কিন্তু গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর কুলদীপের মতো বিশেষজ্ঞ স্পিনারের বদলে স্পিন-অলরাউন্ডাররা গুরুত্ব পাচ্ছে! অথচ, গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সেরা হয়েছিলেন কুলদীপ। হরভজন যে প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'কুলদীপ দলের অন্যতম প্রধান স্পিনার, যে নিজ ক্ষমতায় দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখে। আমি দলে থাকলে, এমন প্লেয়ারকে খেলাতাম, যে ম্যাচ উইনার।'

ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন-জুজু নিয়েও মুখ খুলেছেন টার্বুনেটর। অভিযোগ, বেশিরভাগ ব্যাটারের রক্ষণ বলতে কিছু নেই। পুরো দিন ক্রিজে কাটিয়ে দেওয়ার মতো ধৈর্যেরও অভাব। ফল সবার সামনে। সেরা ব্যাটাররাও পর্যন্ত স্পিনের চ্যালেঞ্জ নিতে পারছে না। অনিয়মিত স্পিনারদের সামনেও প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে ব্যাটারদের স্পিন-দুর্বলতা।

একইভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্পিনার হওয়ার ইচ্ছে কমছে বলেও মনে করেন। হরভজনের কথায়, স্পিন হল শিল্প। স্পিনাররা শিল্পী। কিন্তু বর্তমানে যে ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে সেরা শিল্পীরাও মুখ থুবড়ে পড়ছে। ফলস্বরূপ, এখন কেউ স্পিনার হতে চায় না। অফস্পিনার হতে গেলে কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সেই ইচ্ছেটুকু নেই বেশিরভাগের মধ্যেই।

হরভজনের সুরেই কুলদীপ-ইস্যুতে টিম ম্যানেজমেন্টের দিকে আঙুল তুললেন রাহানেও। সদ্য অবসর নেওয়া প্রাক্তন মিডল অর্ডার ব্যাটারের মতে, 'গত ৪-৫ বছরে অনেক উন্নতি করেছে কুলদীপ। বাতাসে বলের গতি বাড়ানো নিয়েও পরিশ্রম করেছে। কিন্তু ব্যাটিং হোক বা বোলার, বারবার দলে ঢোকা আর বাদ পড়লে ছন্দ বজায় রাখা মুশকিল।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের বড় ভরসা হতে চলেছেন কুলদীপ যাদব।

গম্ভীরদের মনে করিয়ে দিলেন কুলদীপ ম্যাচ উইনার। দলের উচিত পাশে থাকা এবং কুলদীপের দক্ষতাকে কাজে লাগানো। অতীতের কথা তুলে ধরে রাহানে আরও বলেছেন, 'দক্ষ বোলার। তাই সবসময় ওকে সমর্থন করেছি। ওর প্রতি আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিলাম। বুঝতে হবে কুলদীপ ম্যাচ উইনার। কিন্তু সমস্যা হল একটা ম্যাচ খেলিয়ে পরের ৪-৫টা ম্যাচ বসিয়ে রাখা হচ্ছে। ফলে ছন্দে ব্যাঘাত ঘটছে। একজন ক্রিকেটার বিশেষত বোলারদের ক্ষেত্রে যা বড় সমস্যা।'

> কুলদীপ দলের অন্যতম প্রধান স্পিনার, যে নিজ ক্ষমতায় দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখে। আমি দলে থাকলে, এমন প্লেয়ারকে খেলাতাম, যে ম্যাচ উইনার।
>
> -হরভজন সিং

বরুসিয়ার কাছে হার আর্সেনালের

লন্ডন, ১০ অগাস্ট : প্রাক মরশুমে টানা দ্বিতীয় হারের মুখ দেখল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে বরসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে ৩-২ গোলে বিধ্বস্ত ইপিএল চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের ৭ মিনিটে স্যামুয়েল ইনাসিও বরুসিয়াকে এগিয়ে দেন। হাইড্রেশন ব্রেকের আগে ব্যবধান বাড়ান গ্রিক ফুটবলার কনস্ট্যান্টিনোস কারেৎসাস। ৫৪ মিনিটে ইথান এনওয়ানেরি একটি গোল শোধ করেন। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে বরুসিয়ার হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন জোয়ানে। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্সেনালের হয়ে দ্বিতীয় গোল ভিক্টর গোয়েকেরেসের।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগে ব্রুনো গুইমারেসকে প্রথমবার দর্শকদের সামনে হাজির করেছিল আর্সেনাল। কয়েকদিন আগেই ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে এই ব্রাজিলিয়ান তারকাকে সই করিয়েছে মিকেল আর্তেতার দল।

গোল উৎসবে বাগানের চিন্তা
সুযোগ নষ্ট

> আমরা গ্রুপের সব কয়টি ম্যাচ জিতলেও এটা জানি যে, নকআউট থেকে চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। তাই এত গোল দিয়েও আমরা মাটিতেই পা রাখতে চাই। নকআউট থেকে আরও অনেক কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে, এটা জানি। যেখানে একটা ভুল করলেই সব শেষ। কোচ যেভাবে পরিকল্পনা করবেন, তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করব।
>
> -সাহাল আব্দুল সামাদ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৬
(সাহাল-হ্যাটট্রিক, মনবীর, ম্যাকলারেন ও অভিষেক)
সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ অগাস্ট : দিন দুয়েক ধরে কলকাতা রোদ ঝলমলে। হয়তো সেই কারণেই এদিন দুপুর থেকেই সরকার এবং বিরোধী দুই পক্ষই প্রবল বিক্রমে দিনটাকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিজেপির ছিল হর ঘর তিরঙ্গা ও অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে গোবর ছোড়ার প্রতিবাদ মিছিল। সবমিলিয়ে শহর কলকাতা রবিবাসরীয় দুপুরে ঘেঁটে ঘ।

তবু এতকিছু গোলযোগের পরেও গোলের উৎসব দেখতে মাঠে হাজির বহু মোহনবাগানি। আসবেন নাই বা কেন? আজকাল আর এরকম গোলের মালা পরানোর মতো প্রতিপক্ষ তাঁদের প্রিয় দল আর পায় কোথায়! ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, সুপার কাপ তো দূরের কথা, কলকাতা লিগেও এখন তথাকথিত ছোট দলের কোচরা কঠিন কঠিন সব প্রশ্নপত্র তৈরি রাখেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের জন্য। এই কারণেই বড় ব্যবধানে জিততে এই ডুরান্ড কাপই ভরসা। যেখানে পাড়া ফুটবলের থেকেও খারাপ কিছু আর প্রিয় দলকে বড় ব্যবধানে জিততে দেখতে সবাই পছন্দ করে। তবে যত বেশি গোলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জিতবে বলে শুরুতে মনে হচ্ছিল, ততটা হল না শুধু নিজেদের ব্যর্থতায়। আগের দিন সাহাল আব্দুল অজস্র সুযোগ নষ্ট করলেও এদিন তিনি ৩৭ মিনিটের মধ্যে নিজের হ্যাটট্রিকটা করে ফেলেন। অন্যদিকে আবার মনবীর সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করলেও এদিন নষ্ট করলেন গোটা তিনেক নিশ্চিত সুযোগ। হতে পারে খানিকটা গা-ছাড়া ভাব কাজ করেছে। তবু

হ্যাটট্রিকের পর ঈশ্বরকে স্মরণ সাহাল আব্দুল সামাদের।

সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্সকে হাফ ডজন গোল দিয়ে উচ্ছ্বাস মোহনবাগান ফুটবলারদের। ছবি : ডি মণ্ডল

২৪ মিনিটে তিনি গোল পেলেন অবশ্য। প্রথমার্ধেই এর ফলে আগের দিনের মতোই ৪-০ এগিয়ে সাজঘরে যায় মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুই বিদেশি আলবার্তো রডরিগেজ ও দেজান ড্রাজিচকে তুলে নেওয়ায় বোঝাই যাচ্ছিল জেমি ম্যাকলারেন ও মিগুয়েল ফিগুয়েরার মধ্যে কেউ একজন নামার সুযোগ পাবেন। প্রধান প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনলেও মিগুয়েল ফিগুয়েরা কী অবস্থায় আছেন তা এদিন দেখার সুযোগ পেলেন না সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। ম্যাচের পর কোচ জানালেন, অনিরুদ্ধ থাপার কার্ড হয়ে যাওয়ায় মিগুয়েলকে নামানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। তবে এসেই কাজ শুরু করে দিলেন অজি তারকা। ৬২ মিনিটে মাঠে নামেন মনবীরের জায়গায়। জেমি ম্যাকলারেন দলের পাঁচ নম্বর গোল করলেন ৬৮ মিনিটে। শেষ গোল ৭৩ মিনিটে অভিষেক সিং টেকচামের। এরপর গোটা মাঠ দেখল লিস্টন কোলাসোর সুযোগের পর সুযোগ নষ্টের বহর। তাঁকে দিয়ে সাহাল, ম্যাকলারেন সবাই গোল করানোর চেষ্টা করলেও সাফল্য আসেনি। একটা সময়ে তো তিনি নিজেই মাথায় হাত দিয়ে মাঠে বসে পড়লেন। এত গোলের মধ্যেও কিন্তু কোচকে চিন্তায় রাখবে মনবীর-লিস্টনদের সুযোগ নষ্ট।

এদিন প্রথম একাদশে দুটো পরিবর্তন করেন প্যানজিওটিস দিলম্পেরিস। গোলে বহুদিন পরে বিশাল কেইথকে কোনও কোচ বসানোর মতো বিলাসিতা দেখালেন। ফলে সুযোগ পেলেন জাহিজ হুসেন বুখারি। কিন্তু এরকম ম্যাচে তাঁকে কোনও পরীক্ষা দিতে হয়নি। তিন ম্যাচই জিতে শীর্ষে থেকেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাল মোহনবাগান। নকআউটে প্রতিপক্ষ কে তা জানা যাবে ১৩ অগাস্ট গ্রুপ লিগের সব ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই। যদি দ্বিতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গলও ওঠে তাহলে একই গ্রুপে থাকা দুই প্রধানকে আলাদা পটে রেখেই ড্র করবেন আয়োজকরা।

মোহনবাগান : জাহিদ, অভিষেক, মেহতাব, আলবার্তো (সাজি), শুভাশিস (আশিস), লিস্টন, টাংরি, অনিরুদ্ধ (সূর্যবংশী), দেজান (কিয়ান), সাহাল ও মনবীর (জেমি)।

অজুহাত দিতে নারাজ হাবাস

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে গোলকিপার পূর্বা লাচেনপা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অগাস্ট : দলে নেই কোনও বিদেশি ডিফেন্ডার কিংবা বিদেশি স্ট্রাইকার। এই পরিস্থিতিতে আল আরাবির বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

সোমবারও অনুশীলনে অনুপস্থিত ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে। চোটের কারণে এএফসি-র ম্যাচে নেই তিনি। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছে লাল-হলুদের। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ভাবাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টকে।

নাইজিরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং এখনও ভারতে আসেননি। ফলে ভারতীয় এডমুন্ড লালরিনডিকা, জেসিন টিকেরাই বাজি আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। তবে কে আছে, কে নেই তা নিয়ে ভাবতে নারাজ ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ বস। তাঁর সাফ কথা, 'কোনও অজুহাত দিতে চাই না। আমাদের যা দল আছে, তাই নিয়েই মাঠে নামব। ছেলেদের বলেছি, প্রতিপক্ষকে নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলাটা খেলো।'

নাচো না থাকায় আল আরাবির বিরুদ্ধে ভারতীয় ডিফেন্স ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। গোলে প্রভসুখান সিং গিল অথবা পূর্বা লাচেনপার মধ্যে একজন খেলবেন। তার ডিফেন্ডার হতে পারেন হার্দিক, সন্দীপ মান্ডি, আনোয়ার আলি, জয় গুপ্তা। মাঝমাঠে জিকসন সিং-মহম্মদ বসিম রশিদের সঙ্গে ড্যানি র‍্যামিরেজ। দুই উইংয়ে এডমুন্ড ও বিপিন সিং। স্ট্রাইকার হিসেবে জেসিনকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পরে পরিবর্ত হিসেবে পিভি বিষ্ণু ও ক্রিস ইকোনোমিডিস আসতে পারেন।

প্রতিপক্ষ আল আরাবি দলে বেশ কয়েকজন দীর্ঘদেহী ফুটবলার রয়েছে। তার ফায়দা সেটপিসে তুলতে পারে কুয়েতের দলটি। সেইসঙ্গে মূলত উইং নির্ভর ফুটবল খেলে। সেটা মাথায় রেখেই রক্ষণ নিয়ে বাড়তি নজর হাবাসের। এদিন সেটপিস নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ গা ঘামালেন বিপিন, জেসিনরা। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ জমাট রেখে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা করছে। এবার দেখার সেই পরিকল্পনায় কতটা সফল হন হাবাস।

শুটিং প্র্যাকটিসে ইস্টবেঙ্গলের এডমুন্ড লালরিনডিকা।

রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে কোচ হোসে মোরিনহোর থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে, মার্ক কুরেল্লারা।

আইসিসি-কে তোপ অ্যাসোসিয়েট দেশের

দুবাই, ১০ অগাস্ট : দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ায় ওডিআই বিশ্বকাপের আসরে বাকি দেড় বছরেরও কম সময়। গতমাসেই বিশ্বকাপের ফরম্যাট সামনে এনেছে আইসিসি। যেখানে নয়া সুপার সিরিজ পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। যোগ্যতা অর্জনকারী ১২, ১৩ ও ১৪তম দেশ নিজেদের মধ্যে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার পর, একটি দেশ দ্বিতীয় পর্যায়ে সুযোগ পাবে। যেখানে ১২টি দলকে ভাগ করা হবে দুইটি গ্রুপে। এই সুপার সিরিজ নিয়েই চটেছে অ্যাসোসিয়েট দেশগুলি। স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেট বোর্ড একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে সোমবার। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ক্রিকেটকে যখন নতুন দর্শক এবং নতুন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ক্রিকেটকে প্রতিষ্ঠা করার ভাবনা চলছে, তখন অ্যাসোসিয়েট দেশগুলির সুযোগ কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ভুল বার্তা দিচ্ছে।'

ওডিআই বিশ্বকাপের ফরম্যাট বদল

গত মাসে বিশ্বকাপের নয়া ফরম্যাট প্রকাশের পর অ্যাসোসিয়েট দেশগুলি দুইবার আইসিসি-র সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল। সেখানে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার কাছে ফরম্যাট বদলের কারণ ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। আইসিসি-র থেকে লিখিত বিবৃতিও চেয়েছিল অ্যাসোসিয়েট দেশগুলি। তবে দ্বিতীয় বৈঠকের পর দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও আইসিসি-র তরফে কোনও উত্তর আসেনি। আইসিসি-র এই আচরণকে 'হতাশাজনক এবং অসম্মানজনক' বলে আখ্যা দিয়েছে নেদারল্যান্ডস এবং স্কটল্যান্ড। যৌথ বিবৃতিতে তারা ইঙ্গিত দিয়েছে, ফরম্যাট বদলের আগে অ্যাসোসিয়েট দেশগুলির সঙ্গে আলোচনাও হয়নি।

এর আগে নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং স্কটল্যান্ডের অধিনয়াকরাও আইসিসি-র ফরম্যাট বদলের সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

ডুরান্ড মাতাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অগাস্ট : ভারতীয় ফুটবলে এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ওসিআই ফুটবলার। অনেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত দেশের জার্সিতে খেলার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এরই মাঝে ডুরান্ড কাপে নজর কাড়লেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

সমলেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ডুরান্ড মাতাচ্ছেন বীর অর্জুন যোশি। আদপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। খেলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাক্রামেন্টো রিপাবলিক এফসি-র যুব দলের হয়ে। পরে ইউরোপের গেটাফে, সাদাম্পটনের মতো ক্লাবের যুব দলে ছিলেন। চলতি ডুরান্ডে বিদেশি কোটায় বীরকে সই করিয়েছে সমলেশ্বরী।

ভারতে খেলতে শুরুতেই নজর কেড়েছেন বীর। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে সমলেশ্বরীর জয়সূচক গোলটিও এসেছে এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারের কাছ থেকে। দুরন্ত এক ফ্রি কিকে মহমেডানের জাল কাঁপিয়ে দিয়েছেন তিনি। এটাই পেশাদারি ফুটবল বীরের প্রথম গোল। পরে তিনি বলছিলেন, 'মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলটা পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ারে প্রথম গোল। তাও ফ্রি কিক থেকে ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে। দারুণ অনুভূতি হচ্ছে।'

বীরের সঙ্গে কলকাতার আত্মিক টান রয়েছে। বাবা অজয় যোশি ও মা নূপুর যোশি দুজনেই কলকাতার মানুষ। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। প্রতিবছর নিয়ম করে একবার কলকাতায় দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এমনকি বাংলাটাও ভালোই বলেন এই মার্কিনি ফুটবলার।

স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোর্লার ভক্ত বীর নিজে গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোল করাতেও সিদ্ধহস্ত। ভবিষ্যতে ভারতের হয়ে খেলবেন কি? উত্তরে বীর বলেছেন, 'আমার পরিবার পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসছে। আমারও ভারতের হয়ে খেলার ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু এখন আমার বয়স কম। ডুরান্ড কাপের পর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' শেষ পর্যন্ত বীর ভারতের কাজোর্লা হয়ে উঠবেন কিনা, তা সময় বলবে।

> মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলটা পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ারে প্রথম গোল। তাও ফ্রি কিক থেকে ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে। দারুণ অনুভুতি হচ্ছে।
>
> -বীর অর্জুন যোশি

সমলেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ডুরান্ডে নজর কেড়েছেন বীর অর্জুন যোশি।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ময়নাগুড়ি

ক্রান্তি, ১০ অগাস্ট : নগরডাঙ্গা ইয়ুথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল ময়নাগুড়ি এফসি। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে হলদিবাড়ি মজদুর ক্লাবের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ম্যাচের সেরা হয়েছেন রাহুল রায়। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বানারহাট তোতাপাড়া এবং দোমোহোনি তিস্তা এফসি।

জিতল ডাঙ্গুয়াঝাড়

ফালাকাটা, ১০ অগাস্ট : ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানের ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ফুটবলে সোমবার জলপাইগুড়ির ডাঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে নয় মাইলের জুবিলি ক্লাবকে। কাদম্বিনী চা বাগানের মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন ডাঙ্গুয়াঝাড়ের কৃশ টোপ্পো। বুধবার আয়োজক কাদম্বিনী চা বাগানের সঙ্গে খেলবে বীরপাড়ার দলমনি চা বাগান।

মহাবীরের গোলে জয়ী জনতা ক্লাব

রাজগঞ্জ, বেলাকোবা, ১০ অগাস্ট : রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে সোমবার আদিবাসী জনতা ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে সাহাপাড়া নবীন সংঘকে। বেলাকোবা মাঠে একমাত্র গোলটি করেন মহাবীর ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা হয়েছেন মহাবীর।

চ্যাম্পিয়ন সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার জেলা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সঞ্জয় সরকার। ফাইনালে তিনি ২-০ সেটে সাগর কবিরাজকে হারিয়েছেন। প্রথম সেমিফাইনালে সঞ্জয় ২-০ সেটে পাপিয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জয় পান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সাগর ২-১ সেটে সৌম্যজিৎ চক্রবর্তীকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন পাপিয়া। সাব-জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অভিরাজ সরকার। ফাইনালে সে অভিধ্যান দাসকে হারিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে সঞ্জয় সরকার।

রানার্স হওয়ার পর পদক হাতে রূপকথা দাস।

টিটি-তে রানার্স রূপকথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অগাস্ট : উত্তর ২৪ পরগনায় গোপীনাথ ঘোষ ট্রফি রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে রানার্স হল শিলিগুড়ির রূপকথা দাস। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগের ফাইনালে সে ১-৩ গেমে দেবান্না আরির কাছে হেরেছে। এর আগে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রূপকথা ৩-২ গেমে অঙ্কিতা মাহাতোকে হারিয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে রূপকথা ৩-১ গেমে শ্রীজয়ী ঘোষের বিরুদ্ধে জয় পায়। সেমিফাইনালে অন্বেষা মাইতির বিরুদ্ধে ৩-০ গেমে জয় এসেছিল রূপকথা। সে শিলিগুড়িতে রেইনবো টেবিল টেনিস কোচিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেয়।

বিশ্বভারতীর বড় জয়

ময়নাগুড়ি, ১০ অগাস্ট : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে সোমবার বটতলা বিশ্বভারতী সংঘ দক্ষিণ মৌয়ামারি ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে বালাপাড়া রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। বেসিক স্কুল ময়দানে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন দেবাদিত্য রায় সরকার। বাকি গোল শুভঙ্কর রায় ও বিকাশ রায়ের। মঙ্গলবার খেলবে ময়নাগুড়ি বজরং ইউনিট ও গণপতি ময়নাগুড়ি রোড।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে দেবাদিত্য রায় সরকার। ছবি : অভিরূপ দে

ম্যাচের সেরা হয়ে বিকাশ ওরাওঁ। ছবি : অনীক চৌধুরী

জিতল আরওয়াইএ

জলপাইগুড়ি, ১০ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার আরওয়াইএ ৪-১ গোলে হারিয়েছে মিলন সংঘকে। আরওয়াইএ-র জোড়া গোল করেন বিকাশ ওরাওঁ। তাদের বাকি গোল সাগর বর্মন এবং এমডি রাহুলের। মিলনের একমাত্র গোলটি প্রহ্লাদ গোলুয়ার। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন বিকাশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা সজল দত্ত - কে 07.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84L 38818 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে সত্যিই আমার জীবনধারা বদলে দিয়েছে। আমার সেই বন্ধুর পরামর্শটি আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে যে আমাকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করেছিল।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।